7 স্ট্র্যাটেজিস ফর ওয়েলথ এন্ড হ্যাপিনেস

sktilu.blogspot.com

জিম রন

অনুবাদ : ফজলে রাব্বি

এ এক জীবন দর্শন। কোন ব্যক্তি যদি তার জীবনে এই দর্শন প্রয়োগ করে তবে সে আর্থিকভাবে ও ব্যক্তিগতভাবে একটি সমৃদ্ধ জীবন যাপন করবে। লেখক জিম রন সুখ ও সমৃদ্ধি উভয় অর্জনে গুরুত্ব আরোপ করেছেন। একটি ছেড়ে একটি ধরা এমন নয়।

জিম রন সুখ ও সমৃদ্ধি অর্জনের ৭টি সূত্রের মাধ্যমে আমাদেরকে জীবনের মৌলিক ছয়টি বিষয় জানিয়েছেন। এগুলো ব্যবহার করেই মানুষ তার জীবনের আশি শতাংশ সমৃদ্ধি অর্জন করতে সক্ষম হয়। এগুলো জানুন এবং এতে পুরোপুরি দক্ষ হয়ে উঠুন।

সুখ ও সমৃদ্ধি অর্জন করার ক্ষেত্রে একটি অন্যতম উপাদান হচ্ছে শৃঙ্খলা। অনেকে মনে করে এক দুইটি ঘটনায় ব্যর্থ হওয়া মানেই সব শেষ, জন্মের জন্য আর কখনো শৃঙ্খলা অর্জন করা যাবে না। এ কথা সত্য নয়। ব্যর্থতা তখনই ঘটে যখন আমরা আজকের দিনে চিন্তা করা, কাজ করা, যত্ন, সংগ্রাম, চেষ্টা, শিক্ষা অর্জন ও সামনে এগিয়ে যাওয়ার তীব্র বাসনাকে রোধ করি। আজকের একটি কাজ, ছোট্ট একটি পদক্ষেপই আগামীর বিরাট এক সাফল্য সৃষ্টি করে।

৭টি সূত্র হচ্ছে :

১। নির্দিষ্ট লক্ষ্যের ক্ষমতাকে অনুধাবন করা এবং এর শক্তিকে মুক্ত করা
২। জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করা
৩। কীভাবে পরিবর্তিত হতে হয় তা শেখা
৪। খরচ নিয়ন্ত্রণ করা
৫। সময়ের সদ্ব্যবহার
৬। সফল লোকজন দ্বারা নিজেকে ঘিরে রাখা
৭। সুন্দরভাবে জীবনযাপন করার কৌশল শেখা

আমাদের সকলকেই এই জীবন উপহার হিসাবে দেওয়া হয়েছে। এখন এটা আমাদের ওপর নির্ভর করে যে আমরা একে কীভাবে নির্বাহ করব এবং সমৃদ্ধ জীবনের সূত্র মেনে সুখী ও সমৃদ্ধশালী হবো কিনা।

978-984-93604-7-6

অনলাইনে সাফল্য প্রকাশনী
www.saphollo.com

সাফল্য প্রকাশনী

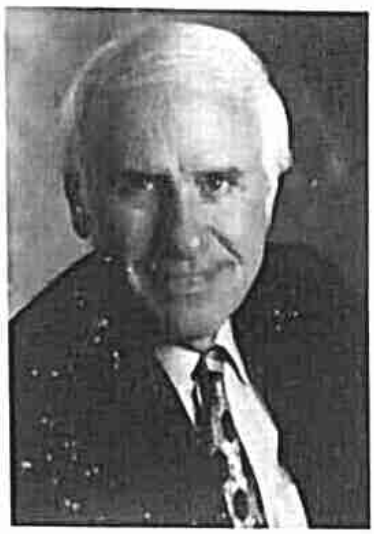

জিম রন

জন্ম ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৩০ - ৫ ডিসেম্বর ২০০৯। তিনি প্রায় চল্লিশ বছর যাবৎ আমেরিকা সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বক্তৃতা দিয়ে মানুষকে ইতিবাচক জীবন বোধ গ্রহণে অনুপ্রাণিত করেন। তার রয়েছে অসংখ্য বই, অডিও, ভিডিও ও বিভিন্ন রচনা। এসব জিনিস লাখো লোকজনকে অনুপ্রাণিত করেছে। তিনি তাঁর সহকর্মীদের কাছে সুখ ও সমৃদ্ধির একজন প্রখ্যাত শিক্ষক রূপেই পরিচিত। এই বইটি জিম রনের অন্যতম একটি বই। এখানে তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার পাশাপাশি পর্যবেক্ষণ ও উপলব্ধি তুলে ধরেছেন যা পাঠকের হৃদয় স্পর্শ করবে এবং মস্তিষ্কের খোরাক জোগাবে।

সুখ ও সমৃদ্ধি অর্জনের
৭টি সূত্র

বাইরের এমন কিছুই নেই যা আপনাকে উত্তম করে তুলতে পারে অথবা শক্তিশালী, ধনী, দ্রুত বা আরও বুদ্ধিমান করে তুলতে পারে। সবকিছুই ভিতরগত বিষয়। সবকিছুই আপনার ভিতরে আছে। নিজের ভিতরে ছাড়া বাইরে খুঁজে কোন লাভ নেই।

- মিয়ামোতো মুসাশি *(দ্য বুক অব ফাইভ রিংস)*

7 স্ট্র্যাটেজিস ফর ওয়েলথ এন্ড হ্যাপিনেস

সুখ ও সমৃদ্ধি অর্জনের ৭টি সূত্র

মূল

জিম রন

অনুবাদ

ফজলে রাব্বি

সাফল্য প্রকাশনী

প্রকাশক
সাফল্য প্রকাশনী
৭৬, ইসলামিয়া মার্কেট,
নীলক্ষেত, ঢাকা-১২০৫
মোবাইল : ০১৫৩৪ ৯০২ ৮৮২

সাপ্র : ০০৮
প্রথম প্রকাশ : ফাল্গুন ১৪২৫ / মার্চ ২০১৯
বিষয় : ব্যক্তিগত উন্নয়ন

স্বত্ব : © ফজলে রাব্বি

দাম : তিনশত টাকা মাত্র (৳৩০০.০০) (হার্ডকভার)

পরিবেশক : মমতাজ বুক সেন্টার, ৭৬-৭৭, ইসলামিয়া মার্কেট, ঢাকা-১২০৫।

ফোনে অর্ডার করতে কল করুন ০১৬৮২ ০৫৮ ১৭১

সাফল্য প্রকাশনীর অনলাইন ওয়েবসাইট - www.saphollo.com
সাফল্য প্রকাশনীর যেকোন বই কিনতে ভিজিট করুন
www.rokomari.com/সাফল্য-প্রকাশনী

---

7 Strategies for Wealth & Happiness. Translated by Fazle Rabbi. Published by Saphollo Prokasoni. 76, Islamia Market, Nilkhat, Dhaka - 1205. Contact Office: 01534 902 882.
Website: www.saphollo.com
E-mail: saphollopprokasoni@gmail.com
Price: Tk 300.00 Only. US: $14. (Hardcover). ISBN: 978-984-93604-7-6

উৎসর্গ

মনীষী

আহমদ ছফা

সূচি

এক	পাঁচটি মূলমন্ত্র	১৫
দুই	নির্দিষ্ট লক্ষ্য : যা মানুষকে অনুপ্রাণিত করে	৩২
তিন	লক্ষ্য : কীভাবে লক্ষ্য নির্দিষ্ট করবেন?	৪৭
চার	লক্ষ্যসমূহকে কাজে লাগান	৫৬
পাঁচ	জ্ঞান অর্জনের উপায়	৬৪
ছয়	ব্যক্তিগত উন্নয়নের জাদু	৭৬
সাত	অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের উপায়	৯৪
আট	কীভাবে একজন দক্ষ সময় ব্যবস্থাপক হওয়া যায়?	১১২
নয়	সংঘের নীতি	১৩০
দশ	সমৃদ্ধ জীবনের পথে	১৩৮
এগারো	যেদিন আমার জীবন বদলে গেল	১৪৯

ভূমিকা

যেদিন আমার জীবন বদলে গেল

জন আর্ল শোফ, যিনি আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও গুরু। আমি আমার জীবনের হঠাৎ এক মোড়ে তাকে দেখতে পাই। আমার জীবন তখন সমস্যায় পূর্ণ ছিল। ঠিক এমন সময়ই জন শোফ আমার জীবনে সূর্যের মতো উদয় হন এবং আমার জীবনকে আলোকিত করে তোলেন।

সামনে যাওয়ার আগে আমি একটু আমার পূর্বেকার জীবনের কথা বলতে চাই। এর আগে আমার জীবন অন্য দশজনের মতোই কাটছিল। কোন রকমভাবে জীবন চলছিল, বর্ণহীন। অল্প কিছু অর্জন এবং সামান্য সুখ নিয়েই চলছিল জীবনের পথচলা। অথচ আমি আরম্ভ করেছিলাম খুবই চমৎকারভাবে। আমি আইডাহো অঙ্গরাজ্যে জন্মগ্রহণ করেছি। তার পাশেই রয়েছে স্নেক নদী। আমাদের বাড়ি ছিল নদী থেকে একটু দূরেই। সকাল বিকাল নদীর স্নিগ্ধ হাওয়ায় বিমোহিত হতাম। তারপর আমি একদিন বাড়ি ছেড়ে আমেরিকান স্বপ্ন পূরণের পথে বাইরে পা বাড়ালাম।

যাইহোক, এ পর্যন্ত অবশ্য আমি যেভাবে চিন্তা করেছিলাম ঠিক তেমনই ঘটলো। আমি বিদ্যালয় পাঠ শেষ করে কলেজে ভর্তি হলাম। কিন্তু কলেজের প্রথম বর্ষ শেষ করেই আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে আমি আর পড়ালেখা করবো না। এটা ছিল আমার জীবনের একটি বড় ভুল সিদ্ধান্ত। বিশেষ করে আমার জীবনের শুরুর দিকের ভুলগুলোর মধ্যে অন্যতম। কিন্তু কী করার! আমি আয় করার জন্য উদগ্রীব ছিলাম। আর তাছাড়া আমার চাকরি পেতেও খুব একটা কষ্ট হয়নি। চাকরি পাওয়া তো খুব একটি কষ্টকর জিনিস না। (আসলে আমি এটা আমার পরবর্তী জীবনে বুঝলাম যে কোন রকম একটি জীবনযাপন করা

আর একটি মহান জীবন গঠন করার মধ্যে তফাত আছে।)

এর কিছুদিন পরেই আমি বিয়ে করলাম। আর যেকোন প্রচলিত স্বামীর মতো আমিও আমার বউকে অনেক কিছুর প্রতিজ্ঞা করলাম, সুন্দর ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখালাম। যদিও আমি ঠিক জানতাম না যে আমি কীভাবে এগুলো পূরণ করবো। তবে আমি যেহেতু উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিলাম সেহেতু আমি আমার সাফল্য সম্বন্ধে আত্মবিশ্বাসী ছিলাম। আর আমার ছিল গভীর আগ্রহ ও কঠোর পরিশ্রম। তাহলে কি সাফল্য নিশ্চিত হলো!

ঠিক বলতে পারছি না, তবে আমি তো তখন তাই চিন্তা করেছিলাম . . .

আমার বয়স যখন পঁচিশ বছর, আমি এর ছয় বছর আগে থেকে কাজ আরম্ভ করেছিলাম, তখন আমি চিন্তা করলাম আমার অগ্রগতি নিয়ে একটু হিসাব কষে দেখি তো আমি কতদূর এগিয়ে এলাম। আমার অগ্রগতি নিয়ে আমার অবশ্য একটু সন্দেহ ছিল। এবার তা দূর হলো। আমি খুঁজে দেখলাম আমি সপ্তাহে ৮৫,৭০০ আয় করি। আমার ব্যয় দিন দিন বেড়েই চলছে। আমি আমার বউকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তা থেকে আমি বহুদূরে আছি।

ইতোমধ্যে আমি এক সন্তানের বাবা হয়ে গেছি। পরিবার বড় হবার সাথে সাথে আমার ওপর দায়িত্বও বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু আমি খেয়াল করে দেখলাম যে আমার মধ্যে সমঝোতা করার একটি অভ্যাস তৈরি হয়েছে। কোন রকম জীবনযাপন করার অভ্যাস, এই খেয়েপরে বেঁচে থাকার প্রতি একটি প্রবণতা আরকি।

ঠিক তখনই আমি সত্যিকার অর্থে নিজেকে দেখলাম যে আমি অগ্রগতি করার বদলে আর্থিকভাবে দিনের পর দিন পিছিয়ে পড়ছি। কিছু তো অবশ্যই পরিবর্তন করতে হবে . . . কিন্তু সেটা কী?

আমার মনে হলো কেবল কঠোর পরিশ্রম করলেই হয় না, আরও কিছু আছে। ঠিক এই জায়গায়, ঠিক এই অনুধাবনটি হওয়ার পরেই আমি অদ্ভুতভাবে লক্ষ করলাম যে যারা জীবনে বড় হয়েছে, মহান হয়েছে তারা কেবল মাথার ঘাম পায়ে ফেলেনি, তারা ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা ও পরিকল্পনা করে কাজ করেছে। শুধু মাথার ঘাম পায়ে ফেলাই যথেষ্ট নয়। মাথা খাটাতে হবে। ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা ও পরিকল্পনা করতে হবে।

এখন আমি তো মাথার ঘাম পায়ে ফেলছি, আমার মাথা খাটাচ্ছি, চিন্তা

shuvo.blogspot.com

ও পরিকল্পনা করে কাজ করছি, তাও হচ্ছে না কেন? কোথায় গলদ? তাই বুঝতে পারছিলাম না। অন্যদের মতো ষাট বছর বয়সে আমি নিঃস্ব হয়ে যাবো। অন্যদের দান খয়রাতে আমাকে চলতে হবে এটা চিন্তা করলেই আমার গা কেঁপে ওঠে।

এই চিন্তাটাই আমাকে ভীষণভাবে ভীত করে তোলে। আমি এমন কোন ভবিষ্যতের মুখোমুখি হতে চাই না। কোনভাবেই না। অন্ততপক্ষে বিশ্বের অন্যতম ধনী দেশে বাস করে এমনটা ঘটবে তা কল্পনারও বাইরে।

কিন্তু তারপরেও আমার কাছে উত্তর ছিল না। আমি আমার আরও প্রশ্নের উত্তর চাই। আমি কী করবো? আমার কী করা উচিত? আমি কীভাবে আমার জীবনে গতি পরিবর্তন করবো? বা কোনদিকে গতি পরিবর্তন করবো?

আমি একবার ভাবলাম আমার হয়তো কলেজে ফিরে যাওয়া উচিত। কলেজে কেবল এক বছর পড়ালেখা করেছি তা আমার চাকরির আবেদনপত্রে লিখলে ততটা ভালো দেখায় না। কিন্তু আমার একটি পরিবার আছে। এই মুহূর্তে তাদের ছেড়ে কলেজে পড়তে যাওয়া অসম্ভব।

তারপর আমি চিন্তা করলাম আমি একটি নতুন ব্যবসা আরম্ভ করবো। এইবার একটি উত্তেজনাময় পথ পেলাম। কিন্তু আবার সমস্যা। আমার কাছে তো যথেষ্ট পরিমাণ টাকা নেই। আর তাছাড়া টাকাই তো আমার জীবনের সবচেয়ে বড় সমস্যা। প্রায়ই দেখা যেত মাস শেষ হবার আগেই আমার পকেটের টাকা শেষ। (আপনি কি কখনো এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছেন?)

একদিন আমি এক হাজার টাকা হারিয়ে ফেললাম। এটা নিয়ে আমি এতটাই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লাম যে দুই সপ্তাহের জন্য অসুস্থই হয়ে পড়ি। মাত্র একটি এক হাজার টাকার নোটের জন্য!

আমার বন্ধু অবশ্য আমাকে এটা বলে উৎসাহিত করার চেষ্টা করলো যে 'দেখ জিম, হয়তো কোন গরিব লোক যারা টাকাটি দরকার ছিল সেই টাকাটি পেয়েছে।'

কিন্তু আসলে কী বলবো। এই কথা শুনেও আমার মধ্যে হতাশা দূর হলো না। আসলে আমি তখন ঐ পর্যায়ে ছিলাম না যে কথাটি শুনে খুশি হবো। টাকাটি তো আমার নিজেরই বেশি দরকার। (আমি এটা স্বীকার করি যে

sklilu.blogspot.com

জনকল্যাণে কাজ করা দরকার কিন্তু আমি নিজেই যদি অভাবে থাকি তবে এরকম টাকা হারানো আমার জন্য মর্মান্তিক একটি ব্যাপার।)

তো আপনি দেখতেই পাচ্ছেন, পঁচিশ বছর বয়সে আমার পরিস্থিতি ছিল এই জায়গায়। আমার অনেক স্বপ্ন ছিল কিন্তু তা কীভাবে পূরণ করবো তার কোন ধারণাই আমার ছিল না। আমি বুঝতে পারছিলাম না যে আমি কীভাবে আমার জীবনে অগ্রগতি করবো।

তারপর আল্লাহ আমার প্রতি সদয় হলেন। ভাগ্য আমার দিকে মুখ ফিরে চাইলো। আমি এখনও ঠিক বলতে পারি না যে কেন ঘটনাটি ঘটলো। আমার কাছে এই ব্যাপারটি সর্বদাই একটি রহস্য হয়ে থাকবে।

যাইহোক, এটা আমার সৌভাগ্য যে আমার সাথে একজন মহান ব্যক্তির দেখা হলো। সেই বিশেষ ব্যক্তিটি হচ্ছে জন আর্ল শোফ। আমি একটি বিক্রয় প্রতিনিধিদের সভাতে গিয়েছিলাম। সেখানে তার সাথে আমার সাক্ষাৎ ঘটে। তিনি সেখানে ভাষণ দিতে এসেছিলেন। আমি ঠিক বলতে পারছি না, তবে আমি তার সেদিনকার ভাষণ শুনে এতটাই আলোড়িত হয়ে পড়ি যে আমি সেখানে সিদ্ধান্ত নিলাম যে আমি তার মতোই হবো।

সভা শেষে আমি সাহস করে তার সাথে দেখা করতে গেলাম। পায়ে হেঁটে গিয়ে তার সাথে সাক্ষাৎ করলাম এবং নিজের পরিচয় জানালাম। যদিও আমি কথা বলতে গিয়ে আমতা আমতা করছিলাম। কিন্তু তিনি নিশ্চয়ই আমার মধ্যে আমার সাফল্য অর্জনের আকাঙ্ক্ষা দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত দয়াবান ও বিনয়ী একজন ব্যক্তি। তিনি পর্যায়ক্রমে আমাকে পছন্দ করতে লাগলেন। এর কয়েক মাস পরে তিনি আমাকে তার কোম্পানিতে চাকরির জন্য নিয়োগ দিলেন।

তারপর কেটে গেল পাঁচ বছর। এই পাঁচ বছরে আমি জনাব শোফ থেকে অনেক শিক্ষাই নিয়েছি। যা আমার জীবনকে বদলে দিয়েছে। তিনি আমাকে তার সন্তানের মতো ভালোবাসতেন। আমাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাজ দেখিয়ে দিতেন, পরামর্শ দিতেন, সবকিছু বুঝিয়ে বলতেন। আর ঠিক সেই ব্যাপারগুলোই আমি আজ আপনার সাথে *সুখ ও সমৃদ্ধি অর্জনের ৭টি সূত্র* নামক বইয়ে বিনিময় করবো।

তারপর হঠাৎ একদিন তিনি আমাদের কিছু না জানিয়েই ইহলোক ত্যাগ করলেন। অথচ তার বয়স ছিল মাত্র ঊনপঞ্চাশ।

sklilu.blogspot.com

আমি আমার গুরু ও শিক্ষকের মৃত্যুতে গভীরভাবে আহত হলাম। তার বিয়োগে আমি মর্মাহত। তার অস্তিত্বের বিলুপ্তি আমাকে কিছুদিন আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। আমি তখন তার কোম্পানির নির্বাহী সহ-সভাপতি পদে ছিলাম। আমি অনুধাবন করলাম যে তিনি যে আমাকে চাকরি দিয়েছে বা একজন বিক্রয় প্রতিনিধি থেকে তার কোম্পানির নির্বাহী সহ-সভাপতি পদে উন্নীত করেছে তাই নয়; আমার প্রতি তার সবচেয়ে উত্তম কাজটি ছিল তিনি আমাকে তার জীবনের দর্শন ও বিজ্ঞতা শিখেয়ে গেছেন। তিনি কেবল এগুলো আমার সাথে বিনিময়ই করেননি, তিনি আমাকে দেখিয়েও দিয়েছেন যে কীভাবে সম্পদশালী হতে হয়; কীভাবে সুখী হতে হয়।

আমি জনাব শোফের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছি। তার সাথে থাকাকালীন সময়ে তার ধারণাগুলো আমি আমার জীবনে প্রয়োগ করেছি এবং সফল হয়েছি। সত্যি বলতে, অনেক টাকার মালিক হয়েছি। কিন্তু সবচেয়ে দারুণ বিষয়টি ছিল যখন এই ধারণাগুলো আমার ব্যবসায়িক সহযোগী ও কর্মচারীদের সাথে বিনিময় করলাম তখন এগুলো থেকে তারা অসাধারণ সব ফলাফল পেল। যা আমাকে সবচেয়ে বেশি তৃপ্ত করেছিল।

যদিও আমি মূলত একজন ব্যবসায়ী। আমি কোন লেখক বা বক্তা নই। কিন্তু তারপরও আমার কেন জানি মনে হলো, মানে আমি আমার ভিতর থেকে অনুভব করলাম যে আমার উচিত মানুষকে এই বিষয়গুলো জানানো; এই ধারণা, বুদ্ধি বা কৌশলগুলো জানানো যাতে করে একজন সাধারণ মানুষেরও জীবন অসাধারণ হয়ে উঠতে পারে।

★ ★ ★

skitu.blogspot.com

আপনি যখন এই বইটি পড়বেন তখন নিজেকে নিয়ে কল্পনা করুন, যেন আপনি বাজারে কেনাকাটা করতে এসেছেন। আপনি এখান থেকে সেই জিনিসগুলো, সেই বুদ্ধি বা কৌশলগুলো গ্রহণ করবেন যা আপনার দরকার। বাজারে কেনাকাটা করতে গেলে আপনি যেমন যা দেখেন তাই নিয়ে নেন না, তেমনি এখানের সবকিছুই যে আপনার দরকার তাও নয়। তাই চিন্তা করে কেনাকাটা করুন। আপনি অবশ্য নিজেকে সুযোগ দিবেন, চিন্তা করবেন যে আপনার নিজের কোনটা দরকার। সামনে এগিয়ে যান। পড়ে যান। পরবর্তী

পৃষ্ঠাগুলো একটি খোলা মন নিয়ে পাঠ করুন। যদি কোন জায়গায় কোন সূত্র পাঠ করে আপনার কাছে যৌক্তিক মনে হয় তবে তা প্রয়োগ করার চেষ্টা করুন। আর যদি অযৌক্তিক মনে হয় তবে বাদ দিন।

স্মরণ রাখবেন, আপনি সাফল্য দর্শন পাঠের একজন শিক্ষার্থী, কেবল অন্ধ অনুসরণকারী হবেন না।

sklilu.blogspot.com

১

পাঁচটি মূলমন্ত্র

এই বইয়ের যত বুদ্ধি, কৌশল বা উদাহরণ আছে তার মূলদণ্ড হচ্ছে কিছু মূলমন্ত্র। এই বইটিকে বুঝতে হলে, এখান থেকে সর্বোচ্চ সুবিধা নিতে হলে একজনকে অবশ্যই এই মূলভিত্তি সম্পর্কে বুঝতে হবে। প্রতিটি ব্যাপারে পরিষ্কার হোন এবং নিজের জীবনকে সাফল্যের দিকে নেতৃত্ব দিন।

মূলনীতি

প্রথমে 'মূলনীতি' শব্দটি ভালো করে লক্ষ করুন। আমি মূলনীতি বলতে এমন কিছু নীতি বা মৌলিক সূত্র সম্পর্কে বলতে চাচ্ছি যা আপনার ভবিষ্যৎ জীবনের সকল কর্মকাণ্ডের, সকল অর্জনের মূলবিন্দু হিসাবে কাজ করবে। অনেকটা বহুতল ভবনের ভিত্তিভূমির মতো, যত বড় ভবন হবে তার মূলভিত্তি তত মজবুত হতে হবে।

যেকোন কিছুর মূলভিত্তিই তৈরি করে মূলনীতি। সবকিছুর আরম্ভের জায়গা হচ্ছে মূলনীতি। এই মূলনীতির ওপরেই বাকি সবকিছু নির্মাণ হয়।

আপনার কাছে হয়তো মনে হতে পারে যে আমি আবার নতুন করে কোন মূলনীতি আবিষ্কার করলাম। আসলে তা নয়। আমি কেবল বলতে চাচ্ছি আমি আপনাকে এই বইয়ের মাধ্যমে কিছু নতুন কৌশল দেখাবো যাতে করে আপনি এগুলো আপনার বাস্তব জীবনে কাজে লাগিয়ে সফল হতে পারেন।

skillu.blogspot.com

চলুন আমরা এবার 'মূলনীতি' শব্দটিকে আমাদের বাস্তব জীবনে সাফল্য অর্জনে প্রয়োগ করে দেখি। আপনি যদি সাফল্য অর্জনের জন্য মূলনীতি খুঁজে থাকেন, যে ধরনের সাফল্য দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় তা খুঁজে থাকেন, তবে তাকে অবশ্যই একটি মজবুত মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে

হবে। এটাই সত্য। অন্য সব ভুয়া উত্তর বাদ দিন। আর বিশ্বাস করুন, আজকাল সবাই যেরকম চকটদার, নতুন নতুন সাফল্যের সূত্র নিয়ে বাজারে নেমেছে তা এড়িয়ে চলাই ভালো। কারণ সাফল্য আসলে সহজ একটি পথ। এটা আকাশ থেকেও পড়ে না, পাতাল থেকেও উদয় হয় না। এটা জাদুকরী বা রহস্যময় কিছুও নয়।

সাফল্য হচ্ছে সাফল্যের মূলনীতিগুলো নিজের জীবনে নিয়মিতভাবে এবং ধারাবাহিকভাবে প্রয়োগ করে যাওয়া।

ঠিক একই সূত্র সুখ ও সমৃদ্ধির জন্যও সত্য। আমাদের জীবনে সুখ ও সমৃদ্ধিও আসে প্রতিনিয়ত চেষ্টা করার মাধ্যমে। একজনকে অবশ্যই তার বাস্তব জীবনে সুখ ও সমৃদ্ধির মূলনীতিগুলো নিয়মিতভাবে এবং ধারাবাহিকভাবে প্রয়োগ করে যেতে হবে। তবেই সে জীবনে সুখ ও সমৃদ্ধি অর্জন করবে। মূল চাবিকাঠি হচ্ছে মূলনীতিগুলোর সাথে নিজেকে আঠার মতো আটকে রাখা।

ছয়টি জিনিস

আমার গুরু জনাব শোফ একদিন আমাকে বললেন, 'জানো জিম, একজনের সফলতার পিছনে দশটা না, বিশটা না, মাত্র ছয়টি জিনিস সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখে।'

মাত্র ছয়টি জিনিস . . . আমি একটু অবাক হলাম। তাই আরও জানার জন্য অধীর হয়ে অপেক্ষা করলাম।

আমরা যদি কোনকিছুর উন্নতি চাই, সেটা হতে পারে স্বাস্থ্য, সম্পদ, ব্যক্তিগত কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষা বা পেশাগত কোন উন্নতি, যাইহোক না কেন, সফলতা এবং ব্যর্থতার মধ্যে এই ছয়টি জিনিস নিয়ে চিন্তা করা, অধ্যয়ন করা এবং প্রয়োগ করাটাই সবকিছু বদলে দেয়।

ধর, একজন কৃষক, যে তার ক্ষেত থেকে প্রচুর ধান উৎপাদন করতে চায়। তাকেও কিন্তু এই ছয়টি জিনিস মাথায় রাখতে হয়। তাকে অবশ্যই এই ছয়টি জিনিসের দিকে মনোযোগ দিতে হবে : মাটি, বীজ, পানি, আলো, পুষ্টি এবং যত্ন। প্রত্যেকটি উপাদানই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এগুলোর সবগুলো মিশ্রণে, কেবল সবগুলো উপাদানের মিশ্রণের ফলেই পাওয়া যাবে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য বা কৃষকের ভাষায় গোলা ভরা ধান।

shilpi.blogspot.com

এখন আমরা সামনে যাওয়ার আগে বা নতুন কোন উদ্দেশ্য বা প্রকল্প হাতে নেওয়ার আগে আমি একটি প্রশ্ন রাখতে চাই : এমন কোন ছয়টি জিনিস আছে যা দারুণ ফলাফল অর্জনের জন্য দরকার? ফলাফল তো সব কাজেই আছে। কিন্তু দারুণ ফলাফল সেটাই যার জন্য আপনি চেষ্টা করেন, যা আপনার আকাঙ্ক্ষিত। প্রশ্নটি নিয়ে চিন্তা করুন। এটা যেকোন ধরনের কোম্পানির জন্য সত্য। হতে পারে কোম্পানিটি গানের কোম্পানি বা গণিত, পদার্থ, খেলাধূলা বা অন্য কোন ব্যবসা। কিন্তু সবকিছুর মধ্যেই সেই ছয়টি জিনিস বিদ্যমান।

এই সহজ সূত্রটি বুঝতে পারা এবং অনুধাবন করতে পারাটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এটার মধ্যেই আপনার স্বপ্ন ও উদ্দেশ্য পূরণের ইঙ্গিত লুকিয়ে আছে। এই অনুধাবনই আপনাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

সম্পদ

দ্বিতীয় সূত্রটি হচ্ছে সম্পদ। যদিও সম্পদ একটি বিতর্কিত শব্দ। সম্পদের কথা শুনলেই মাথার মধ্যে বিচিত্র সব ছবি ভেসে ওঠে। মাঝে মাঝে এগুলো না পাওয়ার বেদনাও ফুটে ওঠে। তবে সত্যি বলতে আমরা প্রত্যেকেই কিন্তু সম্পদকে ভিন্ন ভিন্ন দিক থেকে দেখি। একজনের কাছে সম্পদ মানে হয়তো সে যা ইচ্ছা তা করতে পারার মতো টাকা-পয়সা, আবার অন্যজনের কাছে এটার মানে ঋণ থেকে মুক্তি। আবার আরেকজনের কাছে হয়তো এটার মানে সামনে এগিয়ে যাওয়ার উপায় বা অন্য কোন কিছু অর্জন করার একটি মাধ্যম।

কিন্তু মজার বিষয় হচ্ছে এই যে ভিন্ন ভিন্ন চিত্র ফুটে ওঠে এটা থেকে কিন্তু সৃজনশীলতা সৃষ্টি হয়। আর সৃজনশীলতাই আমাদেরকে এমন এমন পথ দেখায় যা আমরা পূর্বে দেখিনি এবং সেই পথে চলে আমরা আমাদের জীবনে অনেক সম্পদ অর্জন করতে পারি।

skillu.blogspot.com

অবশ্য বেশিরভাগ লোকের কাছে, যারা এই শব্দটি নিয়ে বেশি চিন্তা করে না, তাদের কাছে সম্পদ মানে এককথায় : কোটিপতি হওয়া। বাহ! শুনলেই কেমন যেন মনের মধ্যে কিছু একটা নেচে ওঠে। মনে হয় শব্দটা যেন সুখ, সাফল্য, স্বাধীনতা, সম্ভাবনা, ক্ষমতা, প্রভাব ও লোকজনের জন্য ভালো কিছু করার সামর্থ্যের কথা কানে বেজে ওঠে। আসলে কোটিপতি হওয়ার স্বপ্ন দেখা তো কোন মন্দ জিনিস নয়!

তবে আপনাকে বুঝতে হবে যে সম্পদ মানে কেবল অর্থনৈতিক ধারণাকেই বোঝায় না। এটার আরও বৃহৎ মানে রয়েছে। অভিজ্ঞতাও এক ধরনের সম্পদ, বন্ধুত্ব আরেক ধরনের সম্পদ, প্রিয়জনকে ভালোবাসা বা পরিবারের প্রতি যে ভালোবাসার টান তাও এক ধরনের সম্পদ; আবার সংস্কৃতিও এক ধরনের সম্পদ।

যাইহোক, এখানে আমাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে কেবল অর্থনৈতিক সম্পদের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা। এখানে আমাদের মনোযোগ থাকবে কেবল অর্থনৈতিক সম্পদ অর্জনের প্রতি, একজনকে আর্থিকভাবে মুক্ত করার প্রতি। এই দিক থেকে সম্পদের একটি সংজ্ঞা দিচ্ছি :

সম্পদ মানে হচ্ছে উদ্যোগ ও প্রচেষ্টার ফল যা নিরপেক্ষভাবে কাগজের নোটে পরিণত হয়।

এমন কী একেকজনের কাছে একেক রকম সম্পদ হলে সে নিজেকে সম্পদশালী মনে করে। তবে আমার মনে হয় আমাদের সকলের স্বপ্নের মৌলিক কিছু জিনিস একই ধরনের। যেমন আর্থিক চাপ থেকে মুক্তি, যেকোন কিছু নির্বাচন করার স্বাধীনতা এবং সুযোগ সৃষ্টি করা ও বিনিময় করার আনন্দ।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে আপনার কাছে সম্পদের মানে কী? কত টাকা হলে আপনি নিজেকে আর্থিকভাবে মুক্ত মনে করবেন? এটা কিন্তু কোন যা-তা প্রশ্ন নয়। শীঘ্রই আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনি আপনার বৈষয়িক সম্পদ সম্পর্কে যতটা পরিষ্কার হবেন এই বইয়ের সূত্রাবলি ও কৌশলগুলো আপনি ততটাই সহজভাবে কাজে লাগাতে পারবেন।

সুখ

সুখ যেন আকাশের তারা। সবাই সুখ খুঁজে বেড়ায়। কেউ পায়। কেউ পায় না। তবে যারা পায় তারা এর সন্ধান পায় কারণ এটা অন্য কোথাও নয় তাদের মধ্যেই বাস করে। সুখ হচ্ছে মূলত ইতিবাচক কাজকর্মের ফলাফল।

সম্পদের মতো এটারও বিভিন্ন মানে রয়েছে। একেকজনের কাছে এটার একেক মানে। তবে সুখ মানে আনন্দের আবিষ্কার এবং আনন্দ কী তা জানা। এটার অধিকারী তারাই হয় যারা জীবনের মানে জানে, তাদের নিজ জীবনকে একটি সঙ্গতিপূর্ণ ব্যবস্থায় পরিচালিত করে, জীবনের রঙ রূপকে

sktu.blogspot.com

আলিঙ্গন করে নেয়। আর সুখ এমন এক আনন্দ যা তাদের কাছেই আসে যারা যত্ন সহকারে তাদের জীবন ও কর্মকে পরিকল্পনা করে এবং সুদক্ষ কারিগরের মতো জীবনকে গড়ে তোলে।

কাউকে কিছু দিলে বা কারও কাছ থেকে কিছু পেলে সুখ পাওয়া যায়। কেবল ভোগেই নয়, ত্যাগেও সুখ আছে। কেবল গ্রহণে নয়, দানেও সুখ আছে। এটা আসলে সঙ্গতিপূর্ণ জীবন যাপনেই সবচেয়ে বেশি অনুভূত হয়। যেমন ভালো খাবার খাওয়ার মধ্যে সুখ আছে, আবার ভালো কোন ধারণা বা বুদ্ধি মাথায় আসলেও আনন্দের স্রোত বয়ে যায়।

মোটকথা সুখ তাদের কাছেই আসে যারা ইচ্ছাকৃতভাবে নিজেদের ক্ষেত্রকে বৃদ্ধি করে। নানান জায়গায় যায়, বিভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞতা নেয়। এটা তাদের ঘরে বাস করে যারা হতাশাকে আয়ত্ত করতে পারে; যাদের জীবনে দুঃখ দুর্দশা ঘটলেও তারা তাদের নিজ সত্তাকে ভুলে যায় না। তারা তাদের পরিষ্কার জীবন ছেড়ে কাদাময় পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে না। এটা তাদের কাছে ধরা দেয় যারা তাদের আবেগ ও তাদের পরিস্থিতির ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে।

নেতিবাচক আবেগসমূহ যেমন দুশ্চিন্তা, আত্মবিশ্বাসের অভাব, হিংসা, লোভ, বিদ্বেষ, অহংকার এবং ঘৃণা থেকে মুক্তির নাম সুখ। যারা সুখ অনুভব করে তারা তাদের জীবনকে শক্ত মুঠিতে ধরে রাখে। তারা তাদের জীবনকে ভালোবাসা ও ইতিবাচক শক্তির প্রচণ্ড বল দিয়ে বেঁধে রাখে। এটা তো স্বাভাবিক, আপনি যখন আপনার আশেপাশে একটি ইতিবাচক বলয় দিয়ে নিজেকে ঘিরে রাখবেন তখন কোন নেতিবাচক শক্তিই আপনার মানসিক অবস্থাকে বদলাতে পারবে না।

কিন্তু সুখ মানে যে সাধারণ কিছু অনুভূতি তাই নয়। এর আরও উচ্চস্তরের মানে রয়েছে। সুখ মানে এমন এক পদ্ধতিতে চিন্তা করা যা নির্দিষ্ট কিছু অনুভূতি, কর্মকাণ্ড এবং জীবনমান সৃষ্টি করে বা সেই পথ দেখায়। এক কথায় বলতে গেলে এটা এমন এক ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি যা বিশ্ব ও বিশ্বের ঘটনাকে একভাবে ব্যাখ্যা করে।

sklitu.blogspot.com

সুখ মানে নীতি নৈতিকতায় ভারসাম্য। এটার মানে প্রতিদিনকার কাজকর্মে সন্তুষ্টি। যদিও আমরা কেউই সমস্যা থেকে মুক্ত নই। কিন্তু এই সমস্যা যদি না থাকতো তবে আমরা সমস্যা সমাধান করার আনন্দ কোথা থেকে পেতাম।

সুখ মানে একটি সুষম জীবন যাপন করা এবং লোকজনের ভালোবাসায় পূর্ণ একটি জীবন অতিবাহিত করা। অনেক বেশি অভিজ্ঞতা ও স্মৃতি নিয়ে এগিয়ে যাওয়া। এমন অভিজ্ঞতা ও স্মৃতি যা অর্থ দিয়ে কেনা যায় না, তবে আপনি এই অভিজ্ঞতা ও স্মৃতি অর্জন করতে যে অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তাতে আপনি সন্তুষ্ট।

সুখ হচ্ছে উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করা। অনুশীলনে ভালোবাসা। যে কাজগুলো অবশ্যই করতে হবে সেগুলো করা এবং রহস্যময় ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাওয়া।

তারপরেও আমাদের মধ্যকার অনেকেই মনে করে যে সুখ আসলে অতীতে বাস করে অথবা ভবিষ্যতের কোন একটি জায়গায় পৌঁছাতে পারলে সুখ আসবে। (অনেকেই বলে আমি খুশি হবো যদি আমি . . .) খুব অল্প লোকই এটা অনুধাবন করে যে সুখ আসলে আজকের মধ্যে, এই মুহূর্তের মধ্যে, এখন আমরা যেই সময় অতিবাহিত করছি তার মধ্যেই সুখ নিহিত। আর এটাও সত্য যে অন্য সব ভালো জিনিসের মতো সুখও অনেকটা ছলনাময়। কিন্তু আমার প্রিয় বন্ধু আমি আপনার কাছে ওয়াদা করে বলতে পারি যে এটা ছলনাময় হলেও ধরা যায় না এমন নয়। আপনি সুখকে ধরতে পারবেন, বুঝতে পারবেন এবং উপভোগ করতে পারবেন।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে কীভাবে একজন লোক এই সুখ পাখিকে পিঞ্জরে বন্দি করবে? সুখের সাথে সম্পর্কিত এমন একটি ধারণা আছে যা অনুধাবন করতে পারলে এবং আপনার বাস্তব জীবনে যদি তা প্রয়োগ করেন তবে আপনি সুখ পাখিকে নিজের বশে আনতে পারবেন। আর তা হচ্ছে . . . শৃঙ্খলা।

Jkiiii.blogspot.com

শৃঙ্খলা

আপনি একটি রোমাঞ্চকর অভিযানে বের হয়েছেন। তা হচ্ছে সুখ ও সমৃদ্ধি অর্জনের অভিযাত্রা। এই সফরে আপনার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান হচ্ছে শৃঙ্খলা। অবশ্য প্রায়ই দেখা যায় যখন লোকজনকে এই সূত্রের ব্যাপারে বলা হয় তখন তারা এটা এড়িয়ে যেতে চায়। যখনই আমরা শৃঙ্খলার কথা বলি তখনই মানুষের মাথায় এমন একটি চিত্র ভেসে ওঠে যেন শৃঙ্খলা মানে সেনাবাহিনীর কোন কর্মকর্তার কঠোর আদেশ বা কড়া একজন শিক্ষকের বেতের আঘাত।

তারপরেও আমি আপনাকে একটি কথা নিশ্চিত করতে চাই যদি আপনি আপনার স্বপ্ন ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে চান তবে শৃঙ্খলাই হচ্ছে সবচেয়ে সুবিধাজনক চাবিকাঠি। আপনার কি বিশ্বাস হয় না? তাহলে আমার মনে হয় আমাদের উচিত শৃঙ্খলা মানে ঠিক কী জিনিস তা একটু সময় নিয়ে ভালো করে বোঝা দরকার। কারণ আমরা যখন ভালো করে বুঝবো, অনুধাবন করবো, তখনই আমরা তা কাজে লাগাতে উদ্বুদ্ধ হবো।

শৃঙ্খলা হচ্ছে কোনকিছু চিন্তা করা এবং তা অর্জন করার মধ্যবর্তী সেতু . . . এটা এমন এক আঠা যা লক্ষ্য অর্জনে অনুপ্রেরণাকে সেঁটে দেয় . . . এটা এমন এক জাদুকরী জিনিস যা আর্থিক প্রয়োজনীয়তাকে একটি সৃজনশীল অনুপ্রেরণামূলক কাজের শিল্পে পরিণত করে। (এই যেমন আমি আপনার জন্য এই বইটি অনুবাদ করছি। এটা আমার আর্থিক প্রয়োজনীয়তাকে পূরণ করছে। কিন্তু আমি যেহেতু প্রতিদিন লিখি, অন্যান্য বই পাঠ করি, নিজেকে আরও উন্নত করতে চেষ্টা করি এবং তা যখন শৃঙ্খলার সাথে করে যাই তখন আমার এই কাজ একটি সৃজনশীল অনুপ্রেরণামূলক কাজে পরিণত হয়। কাজটি একটি শিল্পে পরিণত হয় এবং আমাকে সুখ ও সন্তুষ্টি দেয়।)

শৃঙ্খলা তাদের কাছেই আসে যারা এটা অনুধাবন করে যে একটি ঘুড়িকে যদি আকাশের অনেক উঁচুতে উড়তে হয় তবে এটাকে অবশ্যই বাতাসের বিপক্ষে লড়াই করেই উঁচুতে উড়তে হবে। একজনকে অবশ্যই এটা বুঝতে হবে যে যত ধরনের ভালো জিনিস আছে তার সবকিছু তারাই অর্জন করে যারা স্রোতের বিপরীতে সাঁতার কাটে। আর যারা লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ায়, পালহীন নৌকার মতো স্রোতে গা ভাসিয়ে দেয় তারা তাদের জীবনকে একটি তিক্ত অভিজ্ঞতার দিকে নিয়ে যায়, যা কেবল হতাশাই জন্ম দেয়।

শৃঙ্খলা হচ্ছে সাফল্যের কেন্দ্রবিন্দু। গাছের শিকড় যেমন এর মূলভিত্তি। তেমন শৃঙ্খলা হচ্ছে সাফল্যের মর্মস্থল। শৃঙ্খলার অভাব মানে ব্যর্থতা অনিবার্য।

তারপরেও এটা একটা মজার বিষয় যে অনেকেই সাফল্যের কারণ দর্শাতে গিয়ে শৃঙ্খলার কথা ভুলে যায়। ব্যর্থতার অন্যতম কারণ বিশৃঙ্খলা। বেশিরভাগ লোকজন মনে করে ব্যর্থতা মানে তার কোম্পানি দেউলিয়া হয়ে যাওয়া বা ঘরে চুরি ডাকাতি হওয়া। কিন্তু আসলে কী এগুলোই ব্যর্থতার মূল কারণ। প্রকৃতপক্ষে ব্যর্থতা এভাবে ঘটে না। ব্যর্থতা হচ্ছে অনেকগুলো ভিন্ন

sklilu.blogspot.com

ভিন্ন ঘটনার যোগফল; এমন অনেকগুলো দিন যা আমরা বিশৃঙ্খলভাবে কাটিয়েছি। এটা আসে পর্যায়ক্রমে। আমরা বহুদিন বা প্রতিদিন যখন আমাদের ছোট ছোট কাজে শৃঙ্খলার অবহেলা করি, এই ছোট ছোট ব্যর্থতাগুলোই এক সময় বিশাল আকার ধারণ করে এবং বড় রকমের একটি ব্যর্থতাকে ডেকে আনে।

আমরা যতবার আজকের জন্য চিন্তা করতে ব্যর্থ হই তখনই ব্যর্থতা ঘটে . . . আজকের কাজটি করতে ব্যর্থ হই, আজকে যত্ন নিতে, সংগ্রাম করতে, উপরে উঠতে, আরও একটু শিখতে অথবা আরও একটু সামনে যেতে ব্যর্থ হই . . . এই আজকের কাজটুকু করতে যখন আমরা ব্যর্থ হই তখনই ব্যর্থতা ঘটে।

আপনার যদি আজকে দশটি চিঠি লেখার কথা এবং আপনি কেবল তিনটি চিঠি লিখে থাকেন তবে আপনি সাতটি চিঠি লেখা থেকে পিছিয়ে আছেন . . . এটা আজকের ব্যর্থতা।

আপনি যদি আজকে পাঁচটি ফোন করতে ওয়াদা করে থাকেন এবং ফোন করে থাকেন একটি তবে আপনি চারটি ফোন করা থেকে পিছিয়ে আছেন . . . এটা আজকের ব্যর্থতা।

যদি আপনার পরিকল্পনা থাকে যে আজকে আপনি এক হাজার টাকা সঞ্চয় করবেন এবং তা না করেন, তবে আপনি এক হাজার টাকা থেকে পিছিয়ে আছেন . . . এটা আজকের ব্যর্থতা।

বিপদটা তো তখনই আসে যখন আমরা আজকের দিনটি তছনছ করার পরেও চিন্তা করি যাক কোন সমস্যা হয়নি। কিছু না। *মাত্র* তো একটি দিন। কিন্তু এই রকম এক এক দিন যোগ করলে হয় এক বছর। এই রকম এক এক বছর যোগ করলে পুরো এক জীবন চলে যায়। হয়তো আপনি এখন দেখতে পাচ্ছেন যে কীভাবে এই রকম করে এক এক দিনের ছোট ছোট ব্যর্থতাগুলো আপনার জীবনে একটি মহাবিপর্যয় আনতে সক্ষম।

সাফল্যও ঠিক একই পদ্ধতি অনুসরণ করে . . . তবে ব্যাপারটি উল্টো। আপনি যদি আজকে দশটি ফোন করতে ওয়াদা করে থাকেন এবং দশটির বেশি, ধরুন পনেরোটি ফোন করে থাকেন তবে আপনি পাঁচটি ফোন করে এগিয়ে আছেন . . . এটাই আজকের সাফল্য। ঠিক একইভাবে জীবনের অন্যান্য কাজেকর্মে এই পদ্ধতি অনুসরণ করে যান। দেখবেন আপনি এক

skilu.blogspot.com

বছরের মধ্যেই আপনার কর্মের সুফল পাবেন। এভাবে পর্যায়ক্রমে কাজ করে গেলে একটি সমৃদ্ধ জীবন পাবেন।

শৃঙ্খলাই হচ্ছে মূল চাবিকাঠি। এটা সুখ ও সমৃদ্ধির খাজানা খুলে দেয়, সংস্কৃতি সৃষ্টি করে, অলসতা দূর করে, আত্মবিশ্বাস মজবুত করে এবং জীবনে কৃতিত্বসম্পন্ন কাজ করার সাহস দেয়। এটা আমাদের মধ্যে আত্মগৌরব, সন্তুষ্টি ও সাফল্যের অনুভূতি সৃষ্টি করে।

এখন প্রশ্ন জাগতে পারে যে 'শৃঙ্খলা অর্জনের জন্য তাহলে কী দরকার?'

প্রথমত, এটার জন্য আপনাকে আগে বুঝতে হবে যে আপনার জীবনে শৃঙ্খলার গুরুত্ব কতটুকু। নিজেকে প্রশ্ন করুন : 'আমি আমার জীবনে কী অর্জন করতে চাই? আমার জীবনের লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমাকে কী পরিবর্তন করতে হবে?'

দ্বিতীয়ত, নিজেকে *সৎভাবে* জিজ্ঞেস করুন : 'এটা অর্জন করতে যা যা করা দরকার আমি কি তা করবো?' যদি আপনার উত্তর 'হ্যাঁ' হয় তাহলে আপনার উচিত আপনার লক্ষ্যের সাথে লেগে থাকা। একটি দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য নিন এবং ইচ্ছাকৃতভাবে আঠার মতো সেঁটে থাকুন।

অবশেষে এমন একদিন আসবে যখন এমন এমন পরিস্থিতি তৈরি হবে যখন আপনার অঙ্গীকার, আপনার লক্ষ্য নতুন নতুন শৃঙ্খলার দাবি করবে। তখনই আপনার পরীক্ষার সময়। হয় আপনি ঝরে যাবেন; নাহয় ফুটে উঠবেন। (মনে রাখবেন সব মুকুল ফুল হয়ে ফোটে না। বেশিরভাগ মুকুলই দুর্বলতার অভাবে, বাতাসের ধাক্কায় ঝরে পড়ে। মানুষের ক্ষেত্রেও এমনটাই ঘটে। যারা শৃঙ্খলার অভাবে দুর্বলচিত্তের লোক তারা অচিরেই ঝরে যাবে।)

আপনার জীবনের কেবল লক্ষ্য অর্জনই নয়, শৃঙ্খলা আপনাকে আরও অনেক কিছু দান করবে। এটা আপনাকে নিজের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে। আপনি নিজের ভিতর এক ধরনের মহাশক্তি অনুভব করবেন।

এমনকি ছোট্ট একটু শৃঙ্খলাও আপনার আচরণের অনেক বড় প্রভাব ফেলতে সক্ষম। আর স্মরণ রাখবেন ভালো অনুভূতি, মানে সুখের অনুভূতি তারাই অনুভব করে যাদের মধ্যে শৃঙ্খলার শক্তি বিদ্যমান। এটা আপনার মধ্যে আত্ম-মর্যাদার একটি অনুভূতিও গঠন করবে। এতে করে আপনি

skill.blogspot.com

যেকোন দরকারে নতুন নতুন শৃঙ্খলা গঠন করতে পারবেন। শুরু করতে পারাটাও কিন্তু আনন্দের। এই আনন্দ *ঠিক একটি কাজ সম্পন্ন* করার মতো আনন্দের সমান।

একটি নতুন শৃঙ্খলা আপনার জীবনের গতিপথ তাৎক্ষণাৎ পরিবর্তন করতে পারে। ঠিক যেমন একটি জাহাজের ক্যাপ্টেন যেকোন দরকারে সমুদ্রের মাঝপথেই মাস্তুল ঘুরিয়ে একটি নতুন গন্তব্যে তার জাহাজকে পরিচালিত করে তেমন।

অবশ্য এখানে অনেক মানুষ আছে যারা চিন্তা করে শৃঙ্খলা কোন প্রাকৃতিক জিনিস নয়। আমরা যেমন আছি তেমনি থাকা উচিত। তারা মনে করে জীবনে কিছু অর্জন করাটা পাগলামি; পরিকল্পনা করা, শৃঙ্খলা পালন করা মানুষের তৈরি কাজ। এগুলো করার কী দরকার? কিন্তু আপনি যদি আপনার চারপাশের প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে দেখেন তবে আপনি দেখবেন যে প্রকৃতি নিজেই শৃঙ্খলা মেনে চলে। প্রকৃতিতে সবকিছুই প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে যাচ্ছে এবং সেই সংগ্রাম শৃঙ্খলার সাথেই চালিয়ে যাচ্ছে।

(বাংলাদেশে প্রায়ই অনেক মানুষ এ কথাটি ব্যবহার করে, 'আল্লাহ দিবে।' বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যারা অলস প্রকৃতির মানুষ তারা এটা ব্যহার করে। আর যারা অতিমাত্রায় চালাক, যারা অন্যদেরকে তাদের কাজ সম্পর্কে কোন ধারণা দিতে চায় না তারাই এই কথা বেশি ব্যবহার করে। মূলত আল্লাহ নিজেও আমাদেরকে শৃঙ্খলা পালন করতে নির্দেশ দিয়েছে। আমরা মুসলমানরা যে দিনে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ি তা শৃঙ্খলার একটি বড় নিদর্শন। এছাড়াও ইসলাম ধর্মে অন্যান্য সব কাজকর্মেই স্বচ্ছতা ও শৃঙ্খলার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। আর 'আল্লাহ দিবে' প্রসঙ্গে আরেকটি কথা বলি। 'আল্লাহ দিবে' এটাই তো স্বাভাবিক। আল্লাহ আমাদের জান্নাত দিবেন বা শাস্তি দিবেন, কিন্তু কীসের ভিত্তিতে? অবশ্যই কর্মের ভিত্তিতে। তা আমরা যদি চিন্তা করে, পরিকল্পনা করে কাজ করি তবে অবশ্যই পুরস্কারের আশা করতে পারি; নতুবা যে ব্যক্তি অলসভাবে আল্লাহর দেওয়া এই সুন্দর জীবনকে অপচয় করে তাকে আল্লাহ কী দিবেন বলে আপনি মনে করেন?)

একটি গাছ কীভাবে এত বড় হয়? কখনো কি চিন্তা করে দেখেছেন? এটা পৃথিবীর অভিকর্ষের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে বড় হয়। সূর্যের আলো পেতে যতদূর উপরে উঠা দরকার ততদূর উঠতে লড়াই করে যায়। এখন গাছের যেহেতু মগজ নেই সেহেতু সে যে চিন্তা ভাবনা করে এই লড়াই লড়ে তা নয়।

sklib.blogspot.com

কিন্তু আপনার, আমার তো মাথা আছে। আমরা তো সচেতনভাবে চয়ন করতে পারি। আমরা লড়াই করতে পারি এবং আমরা জীবনে যা চাই তাই অর্জন করতে পারি।

সুযোগ ও সম্ভাবনাকে টেনে আনে শৃঙ্খলা। সুযোগ তাদের কাছেই আসে যারা কোন একটি কর্মে দক্ষতা অর্জন করেছে এবং যাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা আছে। আর যারা শৃঙ্খলার সাথে তাদের কাজ করে এবং যারা উঁচুতে লক্ষ্য স্থির করে। তারাই সুযোগকে দেখতে পায়। যেসব সুযোগ সাধারণ স্রোতের উপরে অবস্থিত, যা সাধারণ লোকজন দেখতে পায় না সেসব অসাধারণ সুযোগগুলোকে শৃঙ্খল ব্যক্তিরাই প্রথমে দেখতে পায় এবং অর্জনের চেষ্টা করে।

শৃঙ্খলা হচ্ছে মূলত বুদ্ধিমত্তার সাথে চিন্তা করা এবং কাজ করার একটি কৌশল। এতে করে চমৎকার মানসিকতা ও সৌজন্যতা বজায় থাকে। এতে করে একজন ব্যক্তি ইতিবাচক কাজকর্ম করে এবং নেতিবাচক চিন্তা থেকে দূরে থাকে। এটা সাফল্য অর্জনে উৎসাহিত করে এবং ব্যর্থতাকে গ্রহণ করতে বাধা দেয়। এটা একজনের স্বাস্থ্য রক্ষা করে এবং অসুস্থতা দূর করে।

যেকেউ শৃঙ্খল হওয়ার কাজটি আরম্ভ করতে পারে। আপনি ইচ্ছা করলে অল্প অল্প করেও শুরু করতে পারেন। একটি কাজ দিয়ে আরম্ভ করতে পারেন।

সবচেয়ে মজার জিনিস হচ্ছে . . .

আপনি আজকে থেকেই আরম্ভ করতে পারেন!

দয়া করে এটা বলবেন না, 'ইস্ আমি যদি পারতাম, আমি করতাম।' এর পরিবর্তে বলুন, 'আমি পারবো, আমি করছি, আমি সফল!'

তো বসে না থেকে শুরু করে দিন। ছোট করে শুরু করুন। তারপর শিখুন, বুঝুন। আপনার অঙ্গীকারের সাথে লেগে থাকুন। প্রথম প্রথম হয়তো মনে হতে পারে যে ছোট্ট একটি কাজে শৃঙ্খলা পালন করে কী হবে। তারপরেও করুন। আস্তে আস্তে আপনি শৃঙ্খলার গুরুত্ব অনুধাবন করবেন, এটার প্রশান্তির ছোঁয়া পাবেন। তারপর দেখবেন আর থামতেই চাইবেন না। পথ আপনার সামনে খোলা, অবারিত পথ। সাফল্যের পথে যতদূর দরকার, যতদূর পারেন এগিয়ে যান।

skillu.blogspot.com

(আমি আগে এক পৃষ্ঠা করে লিখতাম। ধীরে ধীরে বাড়াতে লাগলাম। এখন পাঁচ দশ পৃষ্ঠা লিখলেও ক্লান্তি লাগে না। আগে দিনে দশ পৃষ্ঠা পড়তাম। এখন দিনে চল্লিশ পঞ্চাশ পৃষ্ঠা পড়তে পারি। আগে দিনে তিন ঘণ্টা কাজ করতাম। এখন দিনে তেরো ঘণ্টাও কাজ করতে দ্বিধা নেই। ছোট্ট একটি কাজ দিয়ে শুরু করুন, ছোট থেকে শুরু করুন, তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে যান। আমি জানি আপনি পারবেন।)

কাজ বনাম আত্ম প্রবঞ্চনা

আত্ম প্রবঞ্চনা মানে নিজের সাথে নিজেই ছলনা করা। গত কয়েক বছর ধরে কিছু কিছু বইয়ে একটি চমৎকার ধারণা উঠে এসেছে। এটা হচ্ছে স্বপরামর্শ। একজন ব্যক্তি যা চায় তা সে প্রতিদিন আওড়ে যাবে (প্রতিদিন আবৃত্তি করবে বা বলে যাবে) এবং সাফল্য যেন জাদুবলে চলে আসবে।

আমি সম্পূর্ণভাবে এই ধরনের চিন্তার প্রতিবাদ করি। আমার অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে পারি যে শৃঙ্খলার সাথে কাজ করা ব্যতীত স্বপরামর্শ হচ্ছে সেইসব পুরুষ ও নারীদের জন্য যারা চিন্তা করে যে তারা অগ্রগতি করছে কিন্তু বাস্তবতা তার সম্পূর্ণ বিপরীত। সত্যি বলতে তাদের প্রতিদিনকার কাজকর্মের ফলাফল শূন্য।

(আমি লেখক জিম রনের সাথে একমত। আমি স্বপরামর্শ সম্বন্ধে প্রথম জানতে পারি আমার প্রথম অনুবাদ করা বই *থিংক এন্ড গ্রো রিচ* থেকে। তখন ছিল ২০১২ সাল। আমি মনে করেছিলাম আমি যদি স্বপরামর্শ রূপে বলে যাই যে ২০৩০ সালের মধ্যে আমি ৬৪টি অনুপ্রেরণার বই প্রকাশ করবো তবে তা পর্যায়ক্রমে, অনেকটা আপনাআপনিই ঘটবে। আসলে তা ঘটেনি। ব্যাপারটি বুঝতে আমার দীর্ঘ আঠারো মাস লেগেছে যে আমি নিজে যদি শৃঙ্খলার সাথে প্রতিদিন কাজ করে না যাই তবে সময় অতিবাহিত হবে কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হবে না। এটা বুঝতে আমার অনেক সময় লেগেছে যে *ব্যক্তিগত উন্নয়নের* যে পাঠ আমি পাঠকের সাথে বিনিময় করছি তা আগে আমার নিজের ওপর প্রয়োগ করে বুঝতে হবে যে এটা কতটা কার্যকরী। তারপরই আমি পাঠককে সেই পাঠের সাথে অভিজ্ঞতাকে বিনিময় করতে পারবো এবং এতে করে একজন পাঠক ব্যক্তিগত উন্নয়নের পাঠ নিজের জীবনে কাজে লাগাতে আরও উদ্বুদ্ধ হবে।)

লোকজন কেন নিজেকে একটি কথা বলে এবং কাজ করে তার সম্পূর্ণ বিপরীত?

skillbloodcom

একজন পুরুষ যে কিনা সম্পদ অর্জনের স্বপ্ন দেখে এবং প্রতিদিন এমন এমন কাজকর্ম করে যা তাকে আর্থিক বিপর্যয়ের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, একজন নারী যে কিনা সুখ শান্তির স্বপ্ন দেখে এবং প্রতিদিন এমন এমন কাজকর্ম করে যা তাকে হতাশার দিকে নিয়ে যাচ্ছে, এর উভয়ই মিথ্যা স্বপ্ন নিয়ে বাস করে। কিন্তু তারা এমনটা কেন করে? কারণ শব্দ হচ্ছে এক ধরনের শক্তি, বাস্তবতা। এটাই সত্য। শব্দ হচ্ছে অনেকটা চেতনানাশক ঔষধের মতো। চেতনানাশক ঔষধ যেমন আমাদের মধ্যে চেতনার বিলুপ্তি ঘটায় তেমনি শব্দও আমাদের মধ্যে বাস্তব চেতনার বিলুপ্তি ঘটায় এবং আত্মপ্রসাদের অনুভূতি সৃষ্টি করে। স্মরণ রাখবেন : আপনি যদি জীবনে উন্নতি করতে চান তবে আপনাকে অবশ্যই কাজ আরম্ভ করতে হবে!

তাই, আপনি যদি একটি উন্নত জীবন চান তবে একটি উন্নত পরিকল্পনা দিয়ে আরম্ভ করুন। যদি আপনি সমৃদ্ধ হতে চান তবে একটি 'সমৃদ্ধ' পরিকল্পনা নিয়ে চলুন। স্মরণ রাখবেন, একটি সমৃদ্ধ পরিকল্পনা সৃষ্টির জন্য আপনাকে যে সমৃদ্ধ হতে হবে এমন নয়। লোকজন খুব অল্প টাকা দিয়ে শুরু করেও অনেক ধনী হয়েছে। কারণ তাদের কাছে ধনী হওয়ার মতো পরিকল্পনা ছিল।

অনেক ধরনের পরিকল্পনা রয়েছে। এখানে কয়েক ধরনের পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করছি যা আপনি আপনার নিজের জন্য প্রয়োগ করতে পারেন :

- যদি আপনি অসুস্থ হন, তবে একটি স্বাস্থ্যকর পরিকল্পনা গ্রহণ করুন।
- আপনি কী সবসময় ক্লান্ত অনুভব করেন? তবে বল বৃদ্ধির জন্য একটি বলবর্ধক পরিকল্পনা তৈরি করুন।
- যদি আপনার মনে হয় যে আপনার পড়ালেখা যথেষ্ট নয়, ঠিক আছে! আপনি পড়ালেখার জন্য একটি পরিকল্পনা সৃষ্টি করুন।
- আপনার যদি মনে হয় আপনি পারবেন না। তবে 'আমি পারবো' নাম দিয়ে একটি পরিকল্পনা গঠন করুন।

আপনি পারবেন!

এমন কি অনেক খারাপ খারাপ লোকও ভালো বই পড়া শুরু করতে পারে। এর চাবিকাঠি হচ্ছে আজকেই শুরু করতে হবে; আজকেই একটি

sklitu.blogspot.com

পদক্ষেপ নিতে হবে। কাজটি এখনই আরম্ভ করতে হবে। প্রকল্প যাইহোক না কেন, লক্ষ্য যত বড়ই হোক না কেন, আজকেই আরম্ভ করতে হবে।

আজকেই . . . আপনার টেবিলের কাগজপত্র গুছিয়ে ফেলুন।

আজকেই . . . আপনার প্রথম লক্ষ্যটি কাগজে লিখে ফেলুন।

আজকেই . . . একটি অনুপ্রেরণামূলক ভিডিও দেখুন।

আজকেই . . . আপনার অতিরিক্ত ওজন কমাতে একটি ওজন হ্রাসের পরিকল্পনা নিন।

আজকেই . . . একজন শক্ত গ্রাহকের সাথে আলাপ করুন।

আজকেই . . . আপনার টাকা ব্যাংকের কোন সঞ্চয়ী একাউন্টে রাখুন।

আজকেই . . . একটি চিঠি লিখুন যা অনেক দিন ধরে লিখবেন লিখবেন বলে ভাবছিলেন।

কী! ঝামেলা মনে হচ্ছে। বলছেন, গোল্লায় যাও। প্রথম প্রথম এমনই মনে হতে পারে। ঠিক আছে। ধীরে ধীরে আপনি পারবেন। আরও ভালো করবেন। আপনার লক্ষ্যগুলো নিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে যান। আস্তে আস্তে একটি উন্নত জীবনের জন্য কাজ করে যান। দেখুন আপনি কীভাবে আপনার সমৃদ্ধ জীবনের জন্য কাজ করছেন। উপভোগ করুন। তারপর দেখবেন একদিন সব কাজই সম্পন্ন হয়ে গেছে। অভিকর্ষ যেমন সবকিছুকে নিচের দিকে টানে তেমন আপনার পুরাতন চিন্তাধারা, অভ্যাসও আপনাকে পিছনের দিকে টানতে চাইবে। বিচলিত হবেন না। অবিরত সামনে এগিয়ে যেতে চেষ্টা করে যান। নিজেকে মাঝে মাঝে পুরস্কৃত করুন। ছোট্ট কোন কাজে সফল হলে নিজেকে অভিনন্দন জানান, ভালো কোন খাবার খান বা একটি চলচ্চিত্র দেখুন। নিজেকে প্রমাণ করে দেখান যে গড়িমসির সময় শেষ, এখন আর অতীত আপনার কাজে বাধা নয়; বরং এখন আপনার জীবনে আত্মবিশ্বাস ও কর্মই আপনাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। এগুলোই আপনার চালিকাশক্তি।

আজকে আপনার জন্য একটি নতুন দিন, আপনার নতুন জীবনের একটি শুভ সূচনা। আপনি দেখে অবাক হবেন যে শৃঙ্খলার সাথে আপনি কত কাজ করতে পারছেন। আর তাছাড়া আপনার তো হারানোর কিছু নেই। শৃঙ্খলার সাথে কাজ করলে আপনি অতীতের ব্যর্থতা ভুলে দৃঢ় পদে এগিয়ে যেতে পারবেন।

skillblogspot.com

এখন আমি আপনাকে আপনার উন্নত জীবনের দিকে এগিয়ে যেতে দ্বিতীয় ইঙ্গিত দিচ্ছি। প্রথমে আজকের কাজগুলোতে হাত দিন। এটা আপনার জন্য একটি নতুন সূচনা। আপনার সামনে পুরো সপ্তাহ পড়ে রয়েছে। আজকের একটি দিন পুরো সপ্তাহের আরম্ভদিন। এগিয়ে যান। দেখুন আপনি কতগুলো কাজ আজকে করতে পারেন। এরপর দেখবেন আপনি কতগুলো কাজ এক সপ্তাহে করতে পারেন।

তারপর এই মাসটিকেই একটি নতুন সূচনা হিসাবে দেখুন এবং কাজ করে যান। তারপর এভাবে কাজ করতে করতে এই বছরটাই আপনার জন্য একটি নতুন সূচনা হিসাবে দেখা দিবে। এভাবে আপনি সফলভাবে আপনার প্রথম বছর ঠিকভাবে কাজে লাগিয়েছেন। এরপর আর কখনো আপনি অতীত নিয়ে অভিযোগ করবেন না, অতীত অভ্যাস, অতীতের কোন কষ্ট বা ব্যর্থতা নিয়ে দুঃখ করবেন না। এরপর শুধু সামনে এগিয়ে যাওয়া।

সাফল্য

সাফল্য হচ্ছে পঞ্চম চাবিকাঠি। আর অন্য প্রতিটি সূত্রের মতোই এটারও কয়েকটি স্তর রয়েছে। সাফল্যও একটি ছলনাময় ধারণা। এটার মানে একেক জনের কাছে একেক রকম। যাইহোক, এটা একই সাথে একটি অভিযান এবং একটি গন্তব্য, কী বলেন?

এটার গতি ধীর, স্থির এবং একে পরিমাপ করা হয় একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়া দেখে এবং লক্ষ্যকে অর্জন করতে পারলে। সাফল্য মানে কিছু অর্জন করাও বোঝায় এবং সেটা অর্জন করতে গিয়ে আপনি যে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ করে বিজ্ঞ হয়েছেন সেটাও বোঝায়। এই বিজ্ঞতা আসে যখন একজন মানুষ তার জীবনের নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জন করতে গিয়ে নিজেকে জানে এবং নিজের সম্ভাব্য গুণাবলির বিকাশ ঘটায়।

সাফল্য হচ্ছে নীতি নৈতিকতা মেনে চলা। নিজের জীবনে শৃঙ্খলার সাথে একটি আদর্শকে স্থাপন করা। এটা বস্তুগত ও আত্মিক, বাস্তবতা ভিত্তিক ও রহস্যময় উভয়ই হতে পারে।

sktitu.blogspot.com

সাফল্য হচ্ছে একটি প্রক্রিয়া যা সামান্য কিছুকে একটি উন্নত কিছুর দিকে ধাবিত করে। যাদের মধ্যে নিশ্চেষ্টতা আছে, ঝিমুনি, জড়তা বা অলসতা আছে তাদেরকে কর্ম করার প্রতি উৎসাহিত করে। মুকুলকে ফলে পরিণত করে। কেবল অনর্থক খরচ করা থেকে বিনিয়োগের দিকে পরিচালিত করে।

সাফল্য হচ্ছে পরিবর্তনকে গ্রহণকারী, বেড়ে ওঠার ধারক, উন্নতি করা বাহক, বর্তমান জায়গা থেকে একটি সমৃদ্ধ ও উন্নত স্থানে উঠে আসার নিমন্ত্রণ।

কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে সাফল্য হচ্ছে আপনি যেমনটি চান ঠিক সেরকমভাবেই নিজের জীবনকে গড়ে তোলা। আপনার সামনে সব ধরনের পথ খোলা আছে, অনেক ধরনের সম্ভাবনা আছে, আপনি যাদের প্রশংসা করেন এমন ব্যক্তিত্ব ও তাদের জীবনকর্মও আছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে আপনি *নিজে* আপনার জীবন নিয়ে কী চান? এটা কিন্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন!

স্মরণ রাখবেন, সাফল্য মানে কিন্তু অনেক সূত্র মেনে চলা কোন পদ্ধতি নয়; বরং একজনের ব্যক্তিগত নীতি নৈতিকতা সম্পর্কে পরিষ্কার হওয়া এবং তা নিজের জীবনে প্রতিষ্ঠিত করা।

আপনার নিজের জীবন নিজের মতো করে গড়ে তোলা। আপনি নিজে যা চান সেই অনুযায়ী নিজের জীবনকে সৃষ্টি করা–এটাই হচ্ছে সাফল্য। কিন্তু এখন প্রশ্ন হচ্ছে একজন কীভাবে এই সৃষ্টিকর্ম করতে এগিয়ে যাবে। ঠিক এজন্যই এই বইটি লেখা হয়েছে।

sklilu.blogspot.com

প্রথম সূত্র

সুখ ও সমৃদ্ধি অর্জনের প্রথম সূত্র

নির্দিষ্ট লক্ষ্যের ক্ষমতাকে অনুধাবন করা এবং এর শক্তিকে মুক্ত করা

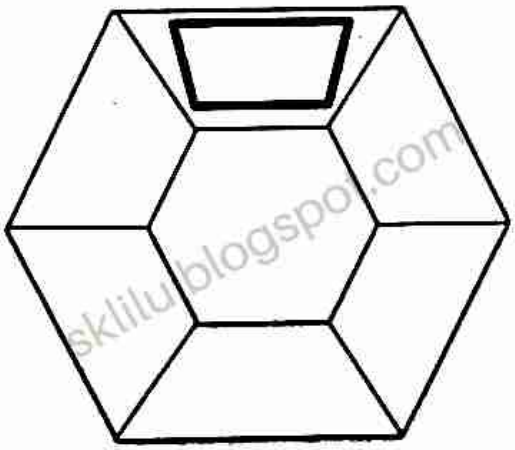

সুখ ও সমৃদ্ধি অর্জনের ১ম সূত্র

২

নির্দিষ্ট লক্ষ্য :
যা মানুষকে অনুপ্রাণিত করে

আমি যখন প্রথমদিকে জনাব শোফের জন্য কাজ করা আরম্ভ করলাম তখন এক সকালে তিনি আমাকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেন। আমরা তখন সকালের নাস্তা করছিলাম। আমি যখন আমার নাস্তার ডিমটি খাওয়া শেষ করলাম, তিনি বললেন, 'জিম, চল তোমার জীবনের লক্ষ্যগুলো নিয়ে আমরা একটু আলাপ করি। দেখি তোমার জীবনে কী কী লক্ষ্য আছে। হয়তো আমি তোমাকে এই ব্যাপারে কিছু সহায়তাও করতে পারি।'

আমি : 'আসলে আমি জীবনে অনেক কিছু চাই। তবে আমার কাছে এমন কোন তালিকা নেই যা আপনাকে দেখাতে পারি।'

জনাব শোফ : 'তারমানে কী? তুমি কি তালিকাটি তোমার গাড়িতে বা বাড়িতে রেখে এসেছো?'

আমি : 'না স্যার। আমি তো এমন কোন তালিকাই তৈরি করিনি।'

জনাব শোফ দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'যাইহোক, কোন সমস্যা না। আমরা কিন্তু ইচ্ছা করলে এখনই একটি তালিকা তৈরি করতে পারি।'

তারপর তিনি আমার চোখের দিকে সরাসরি তাকিয়ে বললেন, 'আমার মনে হয় তোমার কাছে যদি তোমার লক্ষ্যগুলোর কোন তালিকা না থাকে, তারমানে তোমার ব্যাংক একাউন্টেও কোন টাকা নেই। আমার মনে হয় তোমার ব্যাংক একাউন্টে হয়তো অল্প কয়েক হাজার টাকা আছে। যা তোমার জন্য যথেষ্ট নয়। কী! ঠিক বলেছি কি?'

skillbloodnot.com

তার অনুমান সত্য ছিল। আর ঠিক তখনই আমার টনক নড়ে। আমি কিছুটা হতবাক হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তারমানে আপনি বলতে চাচ্ছেন যদি আমার কিছু নির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকতো তবে আমার ব্যাংক একাউন্টের চিত্র ভিন্ন হতো?'

তিনি জোর দিয়ে বললেন, 'অবশ্যই।'

আর ঠিক সেই দিন থেকেই আমি লক্ষ্য নির্দিষ্ট করার বিজ্ঞান ও কৌশলের একজন একনিষ্ঠ ছাত্রে পরিণত হলাম।

আমার জীবনের শুরুর দিনগুলো থেকে আমি যা যা শিখেছি তারমধ্যে লক্ষ্য নির্দিষ্ট করার শিক্ষাটি ছিল অন্যতম। এটা আমার জীবনের প্রতিটি পদে পদে কাজে লেগেছে–আমার কৃতিত্ব, আমার অর্জন, আমার আয়, আমার ব্যাংক ব্যালেন্স, আমার জীবনধারণ, আমার দান করার অভ্যাস, এমনকি আমার ব্যক্তিত্ব পর্যন্ত পরিবর্তন হয়ে গেছে। অবশ্যই এই পরিবর্তনগুলো ছিল ইতিবাচক।

আমি তখন থেকে লক্ষ্য নির্দিষ্ট করার ব্যাপারে এতটা নিশ্চিত ও দক্ষ হয়ে উঠলাম যে এটা আমার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কাজে লেগেছে। যেমন শীতকালের পর বসন্তের উষ্ণ বাতাস প্রকৃতি ও মানুষের গায়ে লাগে ঠিক তেমনি আমার জীবনেও লক্ষ্য নির্দিষ্ট করার ব্যাপারটি ছেয়ে যায়। লক্ষ্যকে নির্দিষ্ট করার ব্যাপারে আমি এতটাই উৎসুক এবং ব্যাপারটি আসলেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ যে আমি এখানে একটি অধ্যায় দিয়েই ব্যাপারটিকে আলোচনা করতে উদ্যোগ নিয়েছি। কারণ এই ব্যাপারটিকে প্রায়ই ভুল চোখে দেখা হয় এবং ভুলভাবে বোঝা হয়। আমি আপনাকে অনুরোধ করছি যে এই অধ্যায়গুলোকে কেবল মনোরঞ্জনের জন্যই পড়বেন না, এগুলোকে অধ্যয়ন করুন। অধ্যয়ন করার পাশাপাশি একটি ছোট প্যাডও রাখুন। যাতে করে যেকোন দরকারে আপনি কিছু লিখে নিতে পারেন।

sklilu.blogspot.com

স্বপ্নের ক্ষমতা :

একটি স্বপ্ন দেখলে আপনি যে শক্তি পাবেন

আমাদের প্রত্যেকের জীবনই কয়েকটি ব্যাপার দ্বারা প্রভাবিত। ব্যাপারগুলো মোটামুটি সকলের জীবনে একই রকম। এই ব্যাপারগুলোর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে আমাদের আশেপাশের পরিবেশ–যেখানে আমরা বাস করি, আমাদের পিতা-মাতা কেমন, আমরা কোন বিদ্যালয়ে পড়েছি, আমাদের বন্ধু-বান্ধব কারা; এগুলো প্রত্যেকটিই কিন্তু আমাদের জীবনে একটি ভূমিকা রাখে।

আমরা আবার আমাদের আশেপাশের ঘটনা দ্বারাও প্রভাবিত হই। যেমন ধরুন যুদ্ধ লেগে গেলে কী হয়। এটা কিন্তু আমাদের মধ্যকার সব ধরনের নিশ্চয়তাকেই বিচলিত করে তোলে।

আবার, ধরুন, জ্ঞান অথবা পর্যাপ্ত জ্ঞানের অভাব, উভয়ই কিন্তু আমাদের জীবনকে প্রভাবিত করে। এখন তাহলে আমরা দুইটি দিক দেখতে পাচ্ছি : হয় আমরা আমাদের প্রচেষ্টার জন্য ভালো ফলাফল পাবো; নাহয় আমরা ব্যর্থ হবো।

কিন্তু আমাদের জীবনকে প্রভাবিত করতে পারে এমন সব ধরনের প্রভাবের মধ্যে সবচেয়ে কার্যকরী প্রভাবক হচ্ছে আমাদের স্বপ্ন দেখার সামর্থ্য। এটাই আমাদেরকে ভালো কিছু করার, ভালো কাজ করার জন্য উজ্জীবিত করে।

স্বপ্ন হচ্ছে এমন কোন জায়গা যেখানে আমরা বাস করতে চাই। আমাদের ভালো লাগার জায়গা। আশা আকাঙ্ক্ষার স্থান। এজন্যই আমরা যখন আমাদের *স্বপ্ন দ্বারা তাড়িত হই* তখন আমাদের স্বপ্ন আমাদেরকে এক ধরনের সৃজনশীল বল দ্বারা প্রভাবিত করে। যে বল, শক্তি বা ক্ষমতা, আপনি এটাকে যে নামেই ডাকুন না কেন, এর আবেশে আমাদের সামনের সব ধরনের বাধা বিপত্তি দূর হয়ে যায় অথবা বলা যায় আমাদেরকে সেই বাধাগুলোকে অতিক্রম করার অন্তঃশক্তি দেয়। এই শক্তিই আমাদেরকে এগিয়ে যেতে সহায়তা করে এবং আমরা আমাদের লক্ষ্য অর্জন করি।

skillbloggspot.com

স্বপ্নের এই মহাশক্তিকে কাজে লাগাতে হলে একজনকে অবশ্যই তার স্বপ্নকে খুব ভালোভাবে বর্ণনা করতে হবে, স্পষ্ট ও পরিষ্কার করে বর্ণনা করতে হবে। সামনে কুয়াশা থাকলে আপনি নিশ্চয়ই ধীরে ধীরে গাড়ি

চালাবেন। ঠিক একই রকমভাবে ধোঁয়া ধোঁয়াভাবে দেখা কোন ভবিষ্যৎ আপনাকে এগিয়ে যাওয়ার সেই শক্তি দিতে পারবে না যা আপনি চান। আপনি যদি *সত্যিই* আপনার স্বপ্নগুলোকে পূরণ করতে চান, আপনি যদি *সত্যিই* চান যে আপনার স্বপ্নের শক্তি আপনাকে এগিয়ে নিতে সহায়তা করুক, তবে আপনার স্বপ্নকে অবশ্যই জীবন্ত হতে হবে, দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হতে হবে। তবেই না আপনি পুরোদমে জীবন নামক আপনার গাড়িটিকে পূর্ণ গতিতে এগিয়ে নিতে পারবেন। স্বপ্নের দুনিয়ায় কোন যানজট নেই। কেবল রাস্তা নির্দিষ্ট করার বাকি। এরপর আপনার গাড়িটিকে পূর্ণ গতিতে চালান।

এখন আপনার সামনে ভবিষ্যতের মুখোমুখি হওয়ার জন্য দুইটি পথ খোলা আছে। হয় আপনি আগে থেকে প্রস্তুতি নিয়ে ভবিষ্যতের মুখোমুখি হবেন; নাহয় আপনি ভবিষ্যতের জন্য আশঙ্কা নিয়ে অপেক্ষা করবেন। বলেন তো কতজন মানুষ ভবিষ্যৎ নিয়ে আশঙ্কা করে? আপনি ঠিকই ধরেছেন। বেশিরভাগ মানুষই ভবিষ্যৎ নিয়ে আশঙ্কা করে। (যার মধ্যে প্রস্তুতি নেই সে ভবিষ্যতের জন্য আশঙ্কা নিয়ে অপেক্ষা করে। সে হয়তো মুখে বলে বা লোক সম্মুখে দেখায় যে তার মধ্যে ভবিষ্যৎ নিয়ে কোন দুশ্চিন্তা নেই। সাধারণত এমন লোক সবচেয়ে বেশি ভবিষ্যৎ নিয়ে আশঙ্কা করে। ভিতরে ভিতরে তার এই ভীতি ভয়ানক অবস্থায় পরিণত হতে থাকে। হতে পারে সে নিজেও জানে না বা জানলেও কোন সমাধান খুঁজে পায় না।)

আপনি নিশ্চয়ই এমন লোকদের দেখেছেন–যারা সব সময়ই দুশ্চিন্তার মধ্যে থাকে। উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা আর অস্থিরতা। এরা কেন এত দুশ্চিন্তার মধ্যে থাকে? কারণ হচ্ছে তারা তাদের ভবিষ্যৎকে কখনো পরিকল্পনায় আকেঁনি, ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেনি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে এমন লোকজন অন্যদের মতামতের ভিত্তিতে চলার চেষ্টা করে, মানে সামাজিক মতামতকে অতিমাত্রায় গুরুত্ব দেয়। এভাবে চলতে গিয়ে তারা আসলে নিজের দৃষ্টি দিয়ে নিজের জীবনকে কীভাবে চালানো উচিত এটা দেখে না; বরং অন্যের দৃষ্টি দিয়ে নিজের জীবনকে কীভাবে চালানো উচিত এটা দেখে। আপনি বুঝতেই পারছেন যে কেন তারা উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় জীবন কাটায়। তারা সব সময় আশেপাশের মানুষের দিকে তাকায়, নিজেরা যে কাজই করুক না কেন তার আগে আশেপাশের মানুষ এই ব্যাপারে সম্মত হবে কিনা তা নিয়ে বেশি চিন্তা করে।

sklib.blogspot.com

অন্যদিকে, যারা আগে থেকে প্রস্তুতি নিয়ে ভবিষ্যতের মুখোমুখি হয় তারা ভবিষ্যৎকে একটি সুন্দর পরিকল্পনার মধ্যে সাজিয়ে নেয়। তারা তাদের মনের চোখে তাদের ভবিষ্যৎকে স্পষ্টভাবে দেখতে পায়। এভাবে তাদের কল্পনা, তাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত স্বপ্ন তাদেরকে সামনে এগিয়ে যেতে বিরাট এক শক্তি দেয়।

ভালোভাবে বর্ণনা করা লক্ষ্যের ক্ষমতা

স্বপ্ন আসলেই শক্তিশালী। তবে বাস্তবে এই শক্তিকে কাজে লাগাতে হলে আমাদেরকে আরও একটু কাজ করতে হবে। স্বপ্নের রঙিন সুতো দিয়ে কেবল জাল বোনাই যথেষ্ট নয়। আপনি যদি একটি সুউচ্চ ভবনকে দাঁড় করাতে চান তবে আপনাকে অবশ্যই একটি নীলনকশা ধরে এগোতে হবে, একদম ধাপে ধাপে এগিয়ে যেতে হবে। আপনাকে প্রথমে ভিত্তি দাঁড় করাতে হবে, তারপর লোহার পাত দিয়ে একটি সহায়ক কাঠামো গড়তে হবে যা এটার ওপর ইট, বালি, সিমেন্টকে সমর্থন দিবে। তারপর আরও কিছু কাজ করতে হবে। এভাবেই এগিয়ে যেতে হবে। আর এজন্যই আমাদের সামনে লক্ষ্য দরকার, নির্দিষ্ট লক্ষ্য, খুব ভালোভাবে বর্ণনা করা লক্ষ্য।

একটি লক্ষ্য যা ভালোভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, ভালোভাবে সাজিয়ে নেওয়া হয়েছে তা চুম্বকের মতো কাজ করে। এই নকশা আসলে আপনাকে ঠিক রাস্তায় রাখে। যে পথে গেলে আপনি লক্ষ্য অর্জন করবেন, একটি ভালোভাবে বর্ণিত লক্ষ্য আপনাকে ঠিক সেই পথেই রাখে। আপনি যত উত্তমভাবে আপনার লক্ষ্যকে বর্ণনা করতে পারবেন, যত উৎকৃষ্টভাবে আপনার গন্তব্যকে নির্দিষ্ট করতে পারবেন, আপনি এগুলো অর্জনের জন্য ততবেশি কঠোর পরিশ্রম করে যাবেন এবং আপনার লক্ষ্যও আপনাকে দ্বিগুণ শক্তিতে আকর্ষণ করবে। আপনি যখন জীবনের পথে সামনে এগিয়ে যাবেন তখন দেখবেন আপনার সাফল্যের পথে অনেক ধরনের গর্ত আছে যা আপনাকে সব সময় হুমকির মুখে রাখবে। ঠিক এজন্যই আপনার একটি শক্তিশালী চুম্বক দরকার। যাতে করে হতাশা, দুর্দশা ও সমস্যার মতো গর্তে পড়ে আপনার মনোবল ভেঙে না যায়। এই চুম্বকই আপনাকে গর্ত থেকে টেনে উঠাবে।

আপনি যদি নির্দিষ্ট লক্ষ্যের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ভালো করে বুঝতে চান তবে আপনি একটু আপনার আশেপাশের মানুষদের লক্ষ করুন, তাদেরকে পর্যবেক্ষণ করে দেখুন। দেখবেন তারা তাদের জীবনকে সুন্দরভাবে

skillu.blogspot.com

নকশা করার বদলে কোনরকম একটি জীবন যাপন করতে সর্বদা ব্যস্ত। তাদের এই তড়িঘড়ি ব্যস্ততা তাদেরকে তাদের *সম্ভাব্য একটি সুন্দর জীবন* থেকে সবসময় দূরে রাখে। তারা প্রতিদিন তাদের অর্থনৈতিক লড়াই চালিয়ে যায়। তারা মূলত *নিজের জন্য বাঁচার* বদলে বাঁচার জন্য নিজেকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এজন্যই বিখ্যাত দার্শনিক হেনরি ডেভিড থোরেও বলেছেন, 'বেশিরভাগ লোকজন এক ধরনের চুপচাপ হতাশার মধ্য দিয়ে নিজেদের জীবনকে যাপন করে।'

কারণ

একদিন জনাব শোফ আমাকে বললেন, 'জিম আমার মনে হয় তোমার বর্তমান ব্যাংক ব্যালেন্স তোমার আসল বুদ্ধিমত্তার প্রকৃত পরিচয় নয়।' (ওহ, এটা শুনে আমার কী যে ভালো লাগলো!) তিনি আরও বললেন, 'আমার মনে হয় তোমার মধ্যে প্রচুর মেধা ও প্রতিভা রয়েছে এবং তুমি নিজেকে যতটা বুদ্ধিমান মনে কর তুমি তারচেয়েও অনেক বেশি উজ্জ্বল।' কথাটা আমি তখন বুঝতে না পারলেও এখন বুঝি যে আমি সেই সময়ে নিজেকে যতটা বুদ্ধিমান ভাবতাম আমি তারচেয়েও বেশি প্রতিভাবান।

আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তাহলে কেন আমার ব্যাংক ব্যালেন্সের অংকটা বড় নয়?'

'কারণ এটাকে বড় করার মতো তোমার মধ্যে যথেষ্ট *কারণ* নেই। যদি তোমার মধ্যে যথেষ্ট কারণ থাকতো, যথেষ্ট অনুপ্রেরণা থাকতো তবে তুমি নিশ্চয়ই অসাধারণ সব কাজ করে দেখাতে পারতে। তোমার মধ্যে যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তা থাকলেও যথেষ্ট কারণ নেই।'

তখন আমার মাথায় যেন ঘণ্টি বেজে উঠলো। ঠিকই তো : যথেষ্ট কারণ দরকার।

আর ঠিক তখন থেকেই আমি আবিষ্কার করলাম যে : আগে কারণ আসে, তারপর উত্তর আসে। তখন থেকেই আমি অনুধাবন করলাম যে জীবন আসলে একটি ধাঁধার মতো, যেন রহস্যময় এক গোলক ধাঁধা। এখানে উপযুক্ত উত্তর তারাই খুঁজে পায় যারা নিজেদেরকে যথেষ্ট পরিমাণ খুঁজে দেখার মতো অনুপ্রাণিত করতে পারে, যাদের কাছে খুঁজে দেখার মতো যথেষ্ট পরিমাণ কারণ আছে।

sirlu.blogspot.com

চলুন একটু ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করি। আপনি যখন জানবেন যে আপনি কী চান এবং আপনি খুবই তীব্রভাবে এটা চান, তবে আপনি নিশ্চয়ই এটা পেতে একটা না একটা পথ অবশ্যই খুঁজে পাবেন। আপনার সমস্যাটি সমাধান করার জন্য যে উত্তর দরকার, পদ্ধতি বা উপায় দরকার তা আপনি আপনার চলতি পথেই খুঁজে পাবেন যদি আপনি খুঁজে দেখার জন্য যথেষ্ট সময় দেন।

এখন যদি এমন হয় আপনাকে ধনী হতেই হবে। যদি এমন হয় আপনি যাকে ভালোবাসেন তাকে বাঁচানোর জন্য, তার চিকিৎসা বাবদ খরচের জন্য হলেও আপনাকে ধনী হতে হবে। তাহলে কী করবেন?

এখন যদি আপনি জানতে পারেন যে এমন একটি বই আছে বা এমন কোন অডিও বা ভিডিও আছে যা আপনাকে সৌভাগ্য অর্জনের রাস্তা দেখাবে, তবে আপনি কি তা ক্রয় করবেন? নিশ্চয়ই, আপনি তা ক্রয় করবেন!

দেখুন, বাজারে কিন্তু সম্পদ অর্জনের জন্য অনেক বই-পুস্তক, অডিও, ভিডিও প্রভৃতি আছে। আপনি এখন এমনই একটি বই পড়ছেন যা আপনাকে সাফল্য অর্জনের পথে ধাবিত করবে। এখন আপনার মধ্যে যদি ধনী হওয়ার জন্য তাড়না না থাকে তাহলে কি আপনি এই বই পড়তেন? পুরোনো সেই প্রবাদটি মনে আছে তো, 'প্রয়োজনীয়তাই উদ্ভাবনের জননী।' প্রয়োজনীয়তা মানুষের নিত্যনতুন কর্মপ্রেরণা ও উদ্ভাবনী প্রয়াসের উৎস বিন্দু। কী অসাধারণ কথা! ঠিক এই কথাটাই আপনার মাথায় রাখবেন। সবসময় প্রথমে কারণ দিয়ে চিন্তা করবেন, কাজ করবেন, দেখবেন তারপরই আপনার উত্তর চলে আসছে, মানে সমাধান চলে আসবে।

(কারণ সম্পর্কে অনুবাদকের নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তুলে ধরছি। আমি নিজেও ব্যক্তিগত উন্নয়ন নিয়ে রচনা পাঠ করি, লিখি, অনুবাদ করি এবং গবেষণা করি। আমি মানুষের জন্য উপকারী সেবা সম্পন্ন করার ইচ্ছা থেকে ৬৪টি অনুপ্রেরণার বই প্রকাশের নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়েছি কারণ আমার একান্ত ইচ্ছা হচ্ছে মানুষকে তাদের মানসিকতা উন্নত করতে সহায়তা করা। আমি যেখানেই যাই না কেন, যত ধরনের অন্যায় অবিচার বা দুর্নীতির সম্মুখীন হই না কেন, আমি এর কারণ খুঁজতে গিয়ে দেখি যে তাদের মাঝে উচ্চমানের মানসিকতার অভাব। আমরা নিজেরা নিজেদেরকে মুসলমান তো দাবি করি কিন্তু বাস্তবে আমাদের নীতি ইসলামিক নীতি নয়; বরং *আমার স্বার্থ উদ্ধারের জন্য আমি ডান বাম যেকোন পথে পা চালাবো* এই নীতি। এটার মূল কারণ আমাদের মধ্যে উচ্চমানের মানসিকতার অভাব।

skillup.blogspot.com

ধরুন, লেনদেনের ক্ষেত্রে। আমি যদি কাউকে টাকা ধার দেই তবে তাকে কয়েকদিন পর পরই স্মরণ করিয়ে দেই, টাকা ফেরত দিতে তাগাদা দেই। কিন্তু আমিই যদি আবার অন্য একজন থেকে টাকা ধার নেই। তবে তাকে যে আমার টাকাটি ফেরত দিতে হবে তা বেমালুম ভুলে যাই। এমন সব অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমার প্রতিবাদ হিসাবে আমার লেখালেখির ক্ষমতাকে ব্যবহার করছি। এতে করে আমি নিজেকে সতর্ক করি, উচ্চমানের মানসিকতার সুফল তুলে ধরি এবং আমার নিজ কর্মে তা প্রয়োগ করে তার সুফল ভোগ করি। ব্যক্তিগতভাবে আপনার সাথে একটি গোপন কথা বিনিময় করি। আমি মানুষের সাথে কথা দিয়ে কথা রেখে, লেনদেনে স্পষ্টতা বজায় রেখে, কোন ধরনের বাকিতে ব্যবসা বা অন্যদের টাকা পয়সার দিক থেকে ঘোরাঘুরি না করিয়ে যত টাকা আয় করেছি তা আমার কাছ থেকে টাকা মেরে দেওয়া বা ফেরত না দেওয়া অর্থের চেয়ে অনেক বেশি। এখানে নীতি হচ্ছে আমার সাথে যে অন্যায়টি হয়েছে তা আমি কখনো নিজে অন্যের সাথে করব না। লোকজন হয়তো আমার কাছ থেকে ১০০ টাকা হাতিয়ে নিয়েছে বা ধার নিয়ে ফেরত দেয়নি। কিন্তু আমি নিজে অন্যদের সাথে এই অন্যায়টি না করে ১,০০০ টাকা আয় করেছি। এটার বাস্তব প্রমাণ আমি নিজে। আমার মনে হয় আপনিও আপনার আশেপাশের এমন কোন ব্যক্তিকে চেনেন। হয়তো আপনিই সেই ব্যক্তি।)

অনুপ্রেরণার চারটি স্তম্ভ

এখন একটি প্রশ্ন করি। এটা খুবই জরুরি একটি প্রশ্ন। আপনার নিজের জন্যই এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আপনি সবচেয়ে বেশি কীসে অনুপ্রাণিত হন?

ভিন্ন ভিন্ন জিনিস ভিন্ন ভিন্ন লোকজনকে অনুপ্রাণিত করে। আমাদের সকলেরই নিজস্ব একটি 'জায়গা' আছে, যা দ্বারা আমরা অনুপ্রাণিত হই। আপনি যদি একটু নিজের অন্তরের ভিতরে খুঁজে দেখুন তবে আমি নিশ্চিত আপনি চমৎকার একটি তালিকা পাবেন। এমন এমন জিনিস পাবেন যা দ্বারা আপনি অনুপ্রাণিত হন।

sklilu.blogspot.com

খুঁজে দেখুন, আপনাকে আপনার দক্ষতার প্রতি উৎসাহী করতে সবচেয়ে বেশি কী অনুপ্রাণিত করে। টাকার প্রতি আমাদের যে আগ্রহ এটাকে আর্থিক অনুপ্রেরণা বলে। এটা তো স্বাভাবিক। এটা ছাড়াও অনুপ্রেরণার আরও চারটি স্তম্ভ আছে।

প্রথমটি হচ্ছে স্মরণ রাখা। মানুষের আদি আকাঙ্ক্ষাগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে তাকে যেন অন্যরা স্মরণ রাখে। তার কর্মের জন্য তা ভালো হোক বা খারাপ হোক, যাইহোক না কেন তাকে যেন মানুষ স্মরণ রাখে। বড় বড় কোম্পানির বড় বড় পদে কাজ করা দক্ষ ব্যবস্থাপকরা এটা খুব ভালো করেই জানে যে কিছু কিছু লোক আর্থিক পুরস্কারের চেয়ে অনেক বেশি কাজ করে দেখায় যদি তাদেরকে স্মরণ করা হয়, প্রশংসা করা হয়।

এজন্যই যেকোন কোম্পানির বিক্রয় বিভাগের লোকজন, যারা সাধারণত সরাসরি বিক্রয়ের সাথে জড়িত তারা অনেক ঝাক্কি-ঝামেলা পোহালেও কাজ করে যায় কেবল তাদেরকে যেন স্মরণ রাখা হয়, প্রশংসা করা হয় এজন্য। তারা জানে যে আমাদের এই ভিড়ে ভরা পৃথিবীতে কেউ কাউকে কোন দাম দেয় না। আপনি কেমন অনুভব করেন তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। কিন্তু স্মরণ রাখাটা এমন এক বিষয় যা তাদেরকে মূল্য দেয়। এক্ষেত্রে অনেকেই এমন বাক্য ব্যবহার করে, 'বাহ! আপনি তো চমৎকার কাজ করেছেন। সত্যিই আপনার মতো লোক হয় না।'

আমার মনে হয় আপনার যদি একটি বড় সফল কোম্পানি থাকে তবে আপনি নিশ্চয়ই কেবল বিক্রয়কর্মীদেরই নয়, অন্য কর্মচারী, যেমন অফিস কর্মকর্তাদের, ব্যক্তিগত সহকারীদের এবং সহায়তাকারী লোকজনকে প্রশংসা করেন। আর যদি না করে থাকেন তবে করে দেখুন, দেখবেন তারা অসাধারণ সব কাজ করে দেখাচ্ছে।

এবার দ্বিতীয়টি। মানুষকে অনুপ্রাণিত করতে দ্বিতীয় স্তম্ভটি হচ্ছে জয়ী মনোভাব, জয়ী হওয়ার একটি তীব্র আকাঙ্ক্ষা। এটা আকাঙ্ক্ষাগুলোর মধ্যে অন্যতম। আপনি যদি কোনকিছুর প্রতি তীব্রভাবে আসক্ত থাকেন তবে সেই আসক্তিকে জয়ী হওয়ার বাসনায় পরিণত করুন।

আমার কিছু বন্ধু-বান্ধব আছে। যারা সবাই কোটিপতি। এরা প্রত্যেকেই এখনো দিনে প্রায় দশ বারো ঘণ্টা করে কাজ করে, এখনো কোটি কোটি টাকা আয় করছে। এটা যে কেবল টাকার জন্য তা নয়। মূল কারণটি হচ্ছে তারা সেই সুখ, সেই সন্তুষ্টি চায় যা একটি কাজ করে তাতে বিজয়ী হওয়ার পরে আসে। তাদের কাছে টাকা কোন বড় ব্যাপার নয়; স্বাভাবিক ব্যাপার টাকা তো তাদের অনেক আছে। তাহলে তাদেরকে কী অনুপ্রাণিত করছে? জানেন। এটা হচ্ছে একটি অভিযান। কোনকিছু অর্জনের জন্য একটি যাত্রা। সেই যাত্রাপথে গমন করে নিজের আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনের যে সুখ,

shiki.blogspot.com

বিজয়ী হলে যে অনুভূতি পাওয়া যায়, তারা সেই অনুভূতি পেতে সবকিছু করে থাকে।

কিছুদিন আগে, আমি একটি সভায় বক্তৃতার জন্য গিয়েছিলাম। সভা শেষে একজন আমাকে এসে বললো, 'জনাব রন, যদি আমার কোটি টাকা থাকতো তবে আমি আর কখনো কাজকর্ম করতাম না।' আল্লাহ আমাদের সহায় হোক। আপনি নিশ্চয়ই জানেন অলস মস্তিষ্ক শয়তানের বাসা। এর সাথে যদি অর্থ যোগ হয়, তাও আবার বিপুল পরিমাণ অর্থ তবে আমাদের সমাজের যে কী হত তা আল্লাহই ভালো জানেন। আর এজন্যই আল্লাহ এমন লোকদেরকে বেশি অর্থ দেয় না।

যাইহোক, তৃতীয় স্তম্ভটি হচ্ছে পরিবার। কিছু কিছু লোকজন তাদের ভালোবাসার মানুষের জন্য, (ভালোবাসার মানুষ মানে কেবল আপনার প্রেমিকা বা বউ নয়, মা-বাবা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সবাই), তাদের পরিবারের জন্য যতটুকু কাজ করে তা নিজেদের জন্যও করে না। এক্ষেত্রে পরিবার অনুপ্রেরণার একটি বড় উৎস।

আমাকে একবার এক লোক বলেছিল, 'জনাব রন, আমার পরিবার ও আমার ইচ্ছা হচ্ছে সারা বিশ্ব ঘুরে দেখবো। আমি হিসাব করে দেখলাম, এজন্য আমার প্রায় চার কোটি টাকা দরকার।' কী চমৎকার কথা! একজন মানুষের পরিবার কী তাকে এতটুকু আয়ের প্রতি অনুপ্রাণিত করতে পারে? অবশ্যই পারে। সেই সব ব্যক্তিরা কতটা সৌভাগ্যবান যারা এমন পরিবারের ভালোবাসা দ্বারা ঘিরে আছে।

চার নম্বর হচ্ছে লোকজনের জন্য উপকারী সেবা সম্পন্ন করার আকাঙ্ক্ষা, নিজের ধন-সম্পদ লোকজনের জন্য উপকারী সেবা সম্পন্ন করতে বিনিয়োগ করা। এমন লোককে লোকহিতৈষী ব্যক্তি বলে। যেমন জনাব এন্ড্রু কার্নেগি। তিনি ছিলেন একজন ইস্পাত ব্যবসায়ী এবং ধনকুবের। যখন তিনি মারা যান, তখন তারা কাজ করার টেবিলের একটি ড্রয়ার খোলা ছিল। ড্রয়ারে একটি হলুদ রঙের পৃষ্ঠা পড়ে রয়েছে। তাতে কার্নেগির নিজের হাতে লেখা ছিল তার জীবনের অন্যতম উদ্দেশ্য : 'আমি আমার জীবনের প্রথম অর্ধেক ব্যয় করবো অর্থ আয় করতে। আর আমার জীবনের বাকি অর্ধেক ব্যয় করবো সেই অর্থ মানুষকে দান করতে।'

তারপর কী হলো জানেন? কার্নেগি তার অঙ্গীকার দ্বারা এত বেশি

sktilu.blogspot.com

অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন যে তিনি ৩ হাজার ৭ শত ৫০ কোটি টাকার মালিক হন (এটা ১৮৯৫ সালের হিসাব, যা বর্তমানের ৩ লাখ ৭৫ হাজার কোটি টাকার সমান!) (আরেকটু সহজ ধারণা দেওয়ার জন্য বলছি, বাংলাদেশের ২০১৭-১৮ এর বাজেট ছিল ৪ লাখ ২৬৬ কোটি টাকা।) যাইহোক, কার্নেগি এত টাকা দিয়ে কী করলেন? তিনি নিজের কাছে যা অঙ্গীকার করেছিলেন তাই করেছেন। তিনি তার শেষ অর্ধেক জীবন ব্যয় করেছেন সেই অর্থ দান করে। (এন্ড্রু কার্নেগির কর্ম সম্পর্কে আরও জানতে পাঠ করুন : রাব্বি, ফজলে। (২০১৫)। *থিংক এন্ড গ্রো রিচ।* মূল : নেপোলিয়ন হিল। ঢাকা : সাফল্য প্রকাশনী।)

সংকোচ থেকে শিক্ষা

আপনার কি মনে হয় না যে লোকজনের জন্য উপকারী সেবা সম্পন্ন করার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করা এবং তা উপভোগ করা একটি অসাধারণ কাজ? এটাকেই কি একটি লক্ষ্য হিসাবে নেওয়া যায় না? আজকে আমি স্বীকার করছি যে আমার জীবনের শুরুর দিকে, আমি যখন সাফল্য অর্জনের জন্য সংগ্রামে লিপ্ত ছিলাম তখন আমার অনুপ্রেরণা ছিল বৈষয়িক বিষয়াদি। মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ করাই ছিল আমার সাফল্য অর্জন করার কারণ। একজন মানুষ খুব ভালোভাবে থাকার জন্য যা যা দরকার, এমন ধরনের মৌলিক চাহিদা দিয়ে আমার কারণ বিভাগ পূর্ণ ছিল। চলুন আপনাকে আমার অভিজ্ঞতাটি খুলে বলি ...

একদিন আমি আমার ঘরে আরাম করছিলাম। এটা জনাব শোফের সাথে দেখা হওয়ার কিছুদিন আগের ঘটনা। হঠাৎ আমার দরজায় কে যেন আঘাত করলো। ঠক, ঠ ঠ ঠক। কিছুটা দ্বিধাদ্বন্দ্ব নিয়ে কে যেন আঘাত করলো। আমি যখন দরজা খুললাম, তখন দেখলাম একটি দশ বছরের ছোট্ট মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটি বালিকা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য। সে তার কণ্ঠে সাহস সঞ্চার করে বললো যে সে বালিকা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য এবং সে বিস্কুট বিক্রয়ের জন্য এসেছে। বিস্কুট সাজিয়ে রাখার পাত্রটি ছিল বেশ সাজানো গোজানো। দেখতে বেশ লাগছিল। কয়েক স্বাদের বিস্কুট ছিল। বকসে বকসে করে আলাদা আলাদাভাবে সাজানো ছিল। প্রতি বকস মাত্র দুইশত টাকা। কে না নিবে? অবশেষে, মেয়েটি তার বড় বড় চোখের চাহনি ও মিষ্টি একটি হাসি দিয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করলো ক্রয় করবো কিনা।

skillu.blogspot.com

আমি কিনতে চাই। কিন্তু কীভাবে?

আমি কিনতে চাই। কিন্তু আমার কাছে তো দুইশত টাকা নেই! আহ! কী কষ্ট! কী লজ্জা! আমি তখন–এক সন্তানের বাবা, পড়ালেখা করেছি, চাকরি করছি–অথচ আমার কাছে দুইশত টাকা নেই।

স্বাভাবিকভাবেই আমি সেই ছোট্ট কোমলমতি শিশুটিকে এটা বলতে পারলাম না। তাই আমি তার মন রক্ষার্থে মিথ্যা কথা বললাম। আমি বললাম, 'ধন্যবাদ, তবে আমি কিছুদিন আগেই স্বেচ্ছাসেবকদের থেকে বিস্কুট কিনেছি এবং আমার বাসায় এখনো অনেকগুলো বিস্কুট পড়ে আছে।'

যদিও এটা সত্য নয়। কিন্তু এটা ছাড়া আমি আর কিছু বলার মতো খুঁজে পাইনি। তাই আমি মিথ্যা কথাই বললাম। ছোট্ট মেয়েটি বললো, 'ঠিক আছে স্যার। আপনাকেও অনেক ধন্যবাদ।' এই কথা বলে সে ফিরে চলে গেল।

আমি তার গমন পথের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রইলাম। তারপর আমি আমার সদর দরজা বন্ধ করে অনেকক্ষণ কাঁদলাম। 'আমি আর এভাবে বেঁচে থাকতে চাই না। এরকম দুর্দশাপূর্ণ জীবন আর চাই না। আমি আর মিথ্যা কথাও বলতে চাই না। আমি আর কখনো পকেটে টাকা না থাকার দরুন যে লজ্জার শিকার হতে হয় তা হতে দিবো না।'

ঠিক সেই দিন থেকে আমি নিজের কাছে প্রতিজ্ঞা করলাম যে আমি এত টাকা আয় করবো যাতে করে আমার পকেটে সবসময় কয়েক হাজার টাকা থাকে।

এটাকেই আমি বলেছি সংকোচ থেকে শিক্ষা। এটা থেকে আমি হয়তো অনেক বড় কিছু, মহান কোন পুরস্কার জিতবো না, কিন্তু এই ধরনের শিক্ষা আমার জীবনে একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব বজায় রাখতে সক্ষম।

বালিকা স্বেচ্ছাসেবক দলের যে গল্পটি আমি আপনার সাথে বিনিময় করলাম সেটারও কিন্তু একটি আনন্দের দিক আছে। যা আমি কয়েক বছর পরে লাভ করি। পূর্বের ঘটনার কয়েক বছর পর, আমি একদিন ব্যাংক থেকে বের হচ্ছিলাম। সেই ব্যাংকে আমি বেশকিছু টাকা জমা রেখে খুশি মনে বের হচ্ছিলাম। এমন সময় আমি যখন রাস্তা পার হয়ে আমার গাড়ির সামনে উপস্থিত হলাম তখন আমি দেখলাম দুইটি মেয়ে কিছু চকলেট বিক্রয় করছে।

sklilu.blogspot.com

(তারা হয়তো কোন ধরনের বালিকা সংঘের সাথে জড়িত।) এদের একজন এসে আমাকে জিজ্ঞেস করলো, 'আংকেল, আপনি কি কিছু চকলেট ক্রয় করবেন?'

আমি একটু মজা করার জন্য বললাম, 'হুম ম, কিনতে পারি। তোমার কাছে কী ধরনের চকলেট আছে?'

'আমার কাছে কিছু কাজুবাদামের চকলেট আছে।'

'বাহ! কাজুবাদাম তো আমার খুব প্রিয়! কত করে?'

মাত্র দুইশত টাকা।

'মাত্র দুইশত টাকা। কী বল! সত্যিই?'

আমি খুবই খুশি হলাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার কাছে কত বকস চকলেট আছে?'

'পাঁচটি।'

তারপর আমি তার বন্ধুর দিকে ফিরে বললাম, 'আর তোমার কাছে কত বকস?'

'চারটি।'

'ঠিক আছে। মোট নয়টি। আমি সবগুলোই নিবো।'

এই কথা শোনার পর মেয়ে দুটির মুখ বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল। তারা অবাক হয়ে বললো, 'সত্যিই?'

আমি বললাম, 'অবশ্যই। আমার কিছু বন্ধু-বান্ধব আছে। আমি তাদের সাথে দেখা করতে যাবো। তাদের জন্য উপহার হিসাবে চকলেটগুলো নিয়ে যাবো।'

তারা খুব তাড়াহুড়া করে, উত্তেজিত হয়ে বাকসগুলো আমাকে গুছিয়ে দিলো। আমিও আমার পকেটে হাত দিলাম, মানিব্যাগ বের করলাম এবং আঠারোশত টাকা বের করে তাদেরকে দিলাম। আমি যখন ব্যাগ নিয়ে চলে যাচ্ছিলাম তখন একটি মেয়ে মিষ্টি হেসে বললো, 'আংকেল অনেক অনেক ধন্যবাদ। আপনি সত্যিই অসাধারণ!'

কী! কেমন হলো? আপনি কি সেই খুশি, মনের ভিতর সেই গর্ব অনুভব করতে পারছেন। 'আপনি সত্যিই অসাধারণ!'

skitu.blogspot.com

এখন আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে কেন আমি আমার পকেটে অন্তত কয়েক হাজার টাকা নিয়ে ঘুরি। যাতে করে আমি এ ধরনের কোন সুযোগ হাতছাড়া না করি, এ ধরনের কোন আনন্দ থেকে বঞ্চিত হতে না হয়।

আমি আপনাকে সংকোচ থেকে শিক্ষা বিষয়ক আরেকটি উদাহরণ দেই। আমার এক বন্ধু আছে। তার নাম রবার্ট ডিপিউ ববি। ববি ক্যালিফোর্নিয়ার লিন্ডসের একটি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতো। ববি সেখানে কয়েক বছর ধরেই বেশ সুনামের সাথে শিক্ষকতা করে যাচ্ছিল। হঠাৎ ববি তার পেশা পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেয়। একদিন সে শিক্ষকতা ছেড়ে দিয়ে বিক্রয় প্রতিনিধি হিসাবে কাজ আরম্ভ করে। তার পরিবার পরিজন তাকে এই নিয়ে অনেক ভালো-মন্দ কথা শোনায়। সবচেয়ে খারাপ মন্তব্য আসে তার আপন ভাইয়ের কাছ থেকে যে ববিকে অপমান করে বেশ মজা নিচ্ছিল।

তার ভাই বলছিল, 'ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখা উচিত নয়। তোমার এত সুন্দর, নিরাপদ একটি চাকরি থাকা সত্ত্বেও তা ছেড়ে দিয়ে তুমি কী সব আজেবাজে কাজে মন দিচ্ছো। তোমার তো সবকিছুই আছে। এখন তুমি হঠাৎ কী বুঝে সব ছেড়ে দিয়ে অন্যদিকে ঝাঁপিয়ে পড়েছো। তুমি কি পাগল হয়ে গেলে?'

ববির ভাই সুযোগ পেলেই তাকে অপমান করতো, তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করতো। পরবর্তী সময়ে ববি যখন তার অতীতের কথা বলছিল, 'আমার ভাইয়ের প্রতিটি কথায় আমি খুবই বিরক্ত হতাম, আমার অনেক রাগ হত। তাই আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে আমি ধনী হবোই।'

আজকে ববি আমার কোটিপতি বন্ধুদের মধ্যে একজন।

এই গল্পটি এবং আমার বিস্কুটের গল্পটি থেকে আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে রাগ, দুঃখ বা সংকোচকে আমরা যদি ঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারি, তবে এগুলোও আপনাকেও সামনে এগিয়ে যেতে, কিছু অর্জন করতে অনুপ্রাণিত করবে।

sklilu.blogspot.com

আপনি কি কিছু করে দেখাতে চান? আপনারও কি এমন কোন রাগ, দুঃখ বা সংকোচ আছে? যা আপনি মুছে ফেলতে চান। সেই প্রবাদটি নিশ্চয়ই মনে আছে *যে বড় আকারের সাফল্য অর্জন করাই সবচেয়ে বড় প্রতিশোধ।* এটা আসলেই সত্য।

আপনি যদি একটু লক্ষ করে দেখুন তবে দেখবেন যে প্রতিটি মানুষের সাফল্যের পিছনে একটা না একটা কারণ অবশ্যই রয়েছে। মূল চাবিকাঠিই হচ্ছে কারণ। এই কারণটি যত শক্তিশালী হবে ব্যক্তি তত সফল হবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে একজন মানুষ কীভাবে তার মূলবিন্দুটিকে খুঁজে বের করবে যা তাকে জীবনে যথেষ্ট পরিমাণ সম্পদ ও সুখ অর্জনে সহায়তা করবে? পরবর্তী অধ্যায়ে ঠিক এই বিষয় নিয়েই আলাপ করা হয়েছে।

sklilu.blogspot.com

৩

লক্ষ্য :

কীভাবে লক্ষ্য নির্দিষ্ট করবেন?

প্রথম অধ্যায়ে আমরা শৃঙ্খলার গুরুত্ব নিয়ে আলাপ আলোচনা করেছি। এবার আমি আপনাকে সেই ইতিবাচক গুণটি আপনার বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করার জন্য অনুরোধ করবো।

যদি আপনি এখনো আপনার জীবনে শৃঙ্খলা প্রয়োগ না করে থাকেন তবে এখনই একটি খাতা ও কলম নিন, একটি নোটবুক বা ডাইরিতে লিখুন। আমি চাই আপনি যেন কেবল একজন পাঠক হয়েই না থাকেন, তার সাথে সাথে কাজের মাধ্যমে অংশগ্রহণ করুন, লিখুন।

যদিও আপনি আজকে যে ধরনের লেখালেখি করবেন তা একটু ভিন্ন ধরনের, কিন্তু এটা আপনার জীবনে উজ্জ্বল তারকার মতো সারা জীবন আপনাকে পথ দেখাবে। ব্যাপারটি হচ্ছে লক্ষ্য নিয়ে। আপনি দেখতে পাবেন যে আমাদের জীবনে লক্ষ্যের ভূমিকা কতটা জোরালো। লক্ষ্য হচ্ছে জীবনের কর্মশক্তি, জীবনকে এগিয়ে নিতে সহায়ক বল। এই শাশ্বত ক্ষমতা আপনাকে আপনার জীবনে এগিয়ে যেতে সহায়তা করবে।

এখন প্রশ্ন জাগতে পারে যে আপনি কেন নিজেকে এর মধ্য দিয়ে নিয়ে যাবেন? কারণ হচ্ছে এই কাজটি, এই পদক্ষেপটি হবে আপনি নিজেকে নিয়ে যে রকম স্বপ্ন দেখুন, যে রকম সফল ব্যক্তি আপনি হতে চান, কিন্তু আপনি বিশ্বাস করেন যে তা হওয়া আপনার পক্ষে সম্ভব নয়, ঠিক সেই স্বপ্ন পূরণের পথে আপনার প্রথম পদক্ষেপ। তাহলে চলুন আমরা আমাদের যাত্রা আরম্ভ করি। আপনি যত তাড়াতাড়ি আপনার বাস্তব জীবনে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনবেন

skillal.blogspot.com

আপনি তত দ্রুত সাফল্যের স্বাদ অনুভব করবেন। আর একবার যখন মুখরোচক স্বাদ পাবেন তখন আপনি সেই স্বাদটি অবিরাম পেতে আরও একটু কাজ করবেন, নিজেকে আরও একটু শৃঙ্খলিত করতেও দ্বিধাবোধ করবেন না।

দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য

আপনার খাতার প্রথমে বড় করে লিখুন, অথবা যদি এক পৃষ্ঠা কাগজ নিয়ে থাকেন, সমস্যা নেই, তাতেই লিখুন, 'আমার জীবনের দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য'। আপনার কাজ হচ্ছে নিজের জীবনকে শৃঙ্খলিত করা এবং এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া : 'আমি আগামী দশ বছরের মধ্যে কী অর্জন করতে চাই?'

এই অনুশীলনটি করার সময় আপনাকে চাপমুক্ত থাকতে হবে। আপনার যতগুলো ইচ্ছা আছে সবগুলো কাগজের ওপর লিখে ফেলুন। একটু সময় নিয়ে কাজটি করুন। এতে হয়তো পনেরো থেকে বিশ মিনিট সময় লাগতে পারে। আর চেষ্টা করবেন যতবেশি লেখা যায়, কমপক্ষে পঞ্চাশটি জিনিস লিখে ফেলুন।

আপনি যাতে শুরু করতে পারেন, সেজন্য নিচে কিছু প্রশ্ন দেওয়া হলো, এগুলোর উত্তর দিয়েও আপনি শুরু করতে পারেন।

১। আমি কী করতে চাই?

২। আমি কী হতে চাই?

৩। আমি নিজেকে কীভাবে দেখতে চাই?

৪। আমি জীবনে কী কী চাই?

৫। আমি জীবনে কোথায় যেতে চাই? কোন উচ্চতায় পৌঁছাতে চাই?

৬। আমি মানুষের জন্য কী ধরনের উপকারী সেবা সম্পন্ন করতে চাই?

এই ধরনের কিছু প্রশ্ন নিয়ে আপনি খুব সহজেই এগিয়ে যেতে পারেন। 'আমি আগামী এক থেকে দশ বছরের মধ্যে কী করতে চাই?' আপনার মনকে মুক্তভাবে চিন্তা করার সুযোগ দিন। এখনই যে আপনাকে সবকিছু বর্ণনা করে, খুঁটিনাটি ধরে বলতে হবে তা নয়। আপাতত ঠিক কী হতে চান তা চিন্তা করুন। বাদবাকি সব ধীরে ধীরে আসবে। ধরুন, আপনি যদি একটি মার্সিডিজ ৩৮০ এসএল গাড়ি কিনতে চান তবে শুধু '৩৮০' লিখুন এবং পরবর্তীতে লাইনে চলে যান।

skillsblogspot.com

আপনি যখন আপনার তালিকা শেষ করবেন তখন পুনরায় একবার তালিকার ওপর চোখ বুলিয়ে নিন।

এবার এগুলোর পাশে লিখুন যে এটা অর্জন করতে আপনার কত বছর সময় লাগতে পারে। আপনার যতটুকু মনে হয়, যত বছর লাগতে পারে বলে আপনি মনে করেন তাই লিখুন। তারপর যে জিনিসগুলোতে আপনার এক বছর লাগবে বলে আপনি লিখেছেন সেগুলোকে আলাদা করুন এবং এগুলোকে '১' নম্বর দিন। তারপর যে জিনিসগুলোতে আপনার তিন বছর লাগবে বলে আপনি লিখেছেন সেগুলোকে আলাদা করুন এবং এগুলোকে '৩' নম্বর দিন। তারপর যে জিনিসগুলোতে আপনার পাঁচ বছর লাগবে বলে আপনি লিখেছেন সেগুলোকে আলাদা করুন এবং এগুলোকে '৫' নম্বর দিন। তারপর যে জিনিসগুলোতে আপনার দশ বছর লাগবে বলে আপনি লিখেছেন সেগুলোকে আলাদা করুন এবং এগুলোকে '১০' নম্বর দিন।

এখন পুনরায় দেখুন তো, আপনার লক্ষ্যমাত্রার তালিকাটি একটু পর্যবেক্ষণ করুন। ধরুন, আপনি দেখলেন যে আপনার কাছে দশ বছর সময়কার লক্ষ্যগুলো বেশি; আর এক বছরে অর্জন করা যায় এমন লক্ষ্য খুব কম। তারমানে আপনি অনেক বেশি লক্ষ্য পরে অর্জন করার জন্য ফেলে রেখেছেন; আর বর্তমানে অনেক কম লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছেন।

অন্যদিকে, আপনি যদি দেখেন আপনার হাতে খুব কম দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য রয়েছে, তারমানে আপনি এখনো এটা নির্দিষ্ট করেননি যে আপনি দীর্ঘমেয়াদে কী হতে চান। আপনার এখনো এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া বাকি আছে।

আপনাকে স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্যগুলোর মধ্যে একটি ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। এটা একটা বড় গুণ। (আমরা একটু পরে স্বল্পমেয়াদি লক্ষ্যগুলো আসলে কী কী তা নিয়ে আলাপ করবো। তাছাড়া এমনও দেখা যায় যে আপনি হয়তো চিন্তা করছেন লক্ষ্যটি অর্জন করতে অনেক বেশি সময় লাগবে, কিন্তু লক্ষ্যটি এক বছরের চেয়েও কম সময়ে অর্জন করা সম্ভব। তা নিয়ে বিস্তারিত আলাপ হবে।)

আপনি কি অনেক বেশি লক্ষ্য দেখে হতভম্ব হয়ে পড়েছেন? আপনি কি এমন ব্যক্তি যে এক সময়ে কেবল একটি লক্ষ্যের দিকে মনোযোগ দিতে পছন্দ করে?

sktu.blogspot.com

দেখুন, এক সময়ে একটি কাজেই মনোযোগ দিতে হয় এবং দেওয়া উচিত। তবে লক্ষ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে আরও কিছু কাজ বা ধাপ রয়েছে, যেগুলোতে আপনি যদি পরিষ্কার হন তবে আপনি আরও সহজে ও দ্রুততার সাথে আপনার লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবেন। আমেরিকাতে এমন একটি ঘটনা ঘটেছে। চাঁদ থেকে নভোচারীরা আসার পর তারা মানসিকভাবে খুবই বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। কারণ কী? কারণ হচ্ছে তারা তো চাঁদে গিয়েছে, এখন কী? এখন তারা কী করবে, কোথায় যাবে?

চাঁদে যাওয়ার জন্য নভোচারীদের বহু বছর ধরে প্রশিক্ষিত করা হয়েছে। নানান ধরনের কলা কৌশল শেখানো হয়েছে, নিত্য নতুন সমস্যার সমাধান, ভরবেগ, গতিবেগ, চালচলন সহ এমন অনেককিছু। তাদের এত প্রশিক্ষণ, এত শিক্ষা এখন হঠাৎ করে অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। তারা তাদের জীবনের সবচেয়ে বড় কাজ সম্পন্ন করতে তাদের সর্বশক্তি দিয়ে কাজ করেছে। এখন কাজ সম্পন্ন হওয়ার পরে আর কী বাকি থাকে। তাই তারা এখন হতাশায় ভুগছে।

এই অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে পরবর্তীতে নভোচারীদেরকে অন্যান্য বড় বড় প্রকল্পে কাজ দেওয়া হলো যাতে করে তারা তাদের মহাকাশ বিষয়ক কাজ সম্পন্ন করার পরে হতাশায় না ভোগে।

সুখ আসলে একটি অধরা জিনিস। একে ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না। দেখা যায় জীবনটি তখনই খুব আনন্দের হয়ে ওঠে যখন আপনি একটি লক্ষ্য নিলেন এবং তা অর্জন করলেন, তারপর আরেকটি লক্ষ্য নিয়ে কাজ আরম্ভ করে দিলেন। আবার দেখা যায় যে সাফল্যের টেবিলে বেশি সময় ধরে বসে থাকতে নেই। এটা বিপদজনক এইজন্য যে আপনি খাবারের পরে খাবার খেয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু কোন স্বাদ পাচ্ছেন না। খাবার উপভোগ করার সবচেয়ে উত্তম পন্থা হচ্ছে আরেকটি কাজ আরম্ভ করুন, তারপর ক্ষুধা লাগবে, টেবিলে এসে, বসে খাবারটি উপভোগ করুন।

বেশ, আপনি যেহেতু এখন আপনার লক্ষ্য সম্পর্কিত তালিকাটি পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং একটি ভারসাম্যপূর্ণ তালিকা তৈরি করেছেন, এখন আপনি তালিকা থেকে চারটি করে লক্ষ্য নিন। এমন চারটি লক্ষ্য নিবেন যেগুলোর সময়কাল ভিন্ন ভিন্ন। (মানে এক বছর, তিন বছর, পাঁচ বছর, দশ বছর সময়কাল অনুযায়ী।) এমন চারটি করে লক্ষ্য নিবেন যেগুলো আপনি অর্জন করতে চান, যে লক্ষ্যগুলোকে আপনি সত্যিকার অর্থেই গুরুত্বপূর্ণ

sklilu.blogspot.com

বিবেচনা করেন। এখন আপনার হাতে আছে ষোলটি লক্ষ্যের একটি তালিকা। প্রতিটি লক্ষ্য নিয়ে ছোট্ট একটু বর্ণনা লিখুন :

১। আপনি যা চান তার একটি বর্ণনা লিখুন। উদাহরণস্বরূপ আপনার লক্ষ্য যদি হয় বস্তুগত জিনিস অর্জন তবে তা বর্ণনা করুন। কতটা লম্বা, কতটা উঁচু, কী নাম, কী রঙ সহ প্রভৃতি। আর যদি কোন উচ্চপদস্থ পদবী চান বা একটি ব্যবসা আরম্ভ করতে চান তবে বেতন কত হবে, কী কী সুবিধা পাবেন, কত টাকা নিয়ে ব্যবসা আরম্ভ করতে হবে, কতজন কর্মচারী থাকবে প্রভৃতি বিষয়ে লিখে ফেলুন।

২। এবার লিখুন আপনি কেন এই লক্ষ্যটি অর্জন করতে চান। এই বর্ণনার মাধ্যমেই আপনি খুঁজে পাবেন আপনি কি সত্যিই লক্ষ্যটি চান; নাকি এ কেবল আপনার জল্পনা। আপনি যদি একটি পরিষ্কার ও স্পষ্ট ধারণা নিয়ে 'কেন' প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারেন তবে একে বাদ দিন। এটি কোন প্রকৃত লক্ষ্য নয়। এরপর অন্য এক লক্ষ্য নিয়ে কাজ করুন।

আপনি দেখতেই পাচ্ছেন, আপনি *কী চান* তা একটি শক্তিশালী ও প্রেরণাদায়ী বল হবে *যদি এবং কেবল যদি* তার পিছনে একটি যৌক্তিক কারণ থাকে। আপনি যদি আপনার অতীত নিয়ে একটু চিন্তা করেন তবে এমনও পাবেন যে আপনি এক সময় যে লক্ষ্যগুলোকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন, আজ সেগুলো তত গুরুত্বপূর্ণ নয়। এর খুব সাধারণ ব্যাখ্যা হচ্ছে আপনি আজকে সেই লক্ষ্যগুলোর পিছনে সময় দেওয়ার মতো কোন যৌক্তিক কারণ খুঁজে পাচ্ছেন না। এটা ভালো। এই ধরনের পর্যালোচনা আপনাকে পুনরায় দেখার সুযোগ দিবে এবং আপনি যে ঠিক রাস্তায় আছেন তা নিশ্চিত করবে। (প্রায়ই দেখা যায় আমরা আমাদের লক্ষ্য থেকে দূরে সরে যাচ্ছি অথচ তা বুঝতে বা ধরতে পারছি না। এজন্য প্রতি বছরের শুরুতে বা শেষে একবার করে নিজের কাজকর্মকে পুনর্বিবেচনা করতে হয়।) আর এই পুরো প্রক্রিয়াই হচ্ছে আপনার ভবিষ্যৎ নির্মাণে পরিকল্পনা করতে সহায়তা করা।

একবার যখন আপনি এই ষোলটি লক্ষ্যের বর্ণনা শেষ করে ফেলেছেন তখন এর একটি ফটোকপি করে রাখুন। একটি ডাইরিতে এই কাগজগুলো নিয়ে নিজের সাথে সাথে রাখুন। প্রতি সপ্তাহে একবার করে পুনর্বিবেচনা করুন। দেখুন, আপনার কাজকর্ম কী আপনার লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এভাবে এগিয়ে যান। আপনি পারবেন।

shilit.blogspot.com

যাইহোক, আপনি নিশ্চয় দেখতে পাচ্ছেন যে লক্ষ্য তৈরি করার প্রক্রিয়াটি কোন ইট-পাথরের মতো একবারের জিনিস না। একে প্রায়ই দেখতে হয়, পুনর্বিবেচনা করতে হয়, যোগ-বিয়োগ করতে হয়। এ যেন এক চলমান প্রক্রিয়া এবং একে এভাবেই দেখুন।

স্বল্পমেয়াদি লক্ষ্য

স্বল্পমেয়াদি লক্ষ্যও খুব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ আমরা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করি, অনেক ধরনের কাজকর্ম করি। এতে করে লক্ষ্য বহির্ভূত কাজকর্মের মাধ্যমে আমরা আমাদের লক্ষ্য থেকে বহু দূরেও সরে যেতে পারি। এজন্য আমাদেরকে সর্বদা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য স্বল্পমেয়াদি লক্ষ্য দরকার। এগুলো একদিন থেকে এক বছর মেয়াদিও হতে পারে। এই লক্ষ্যসমূহ কিন্তু দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্যের চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ আজকের এই লক্ষ্যই আপনাকে বড় লক্ষ্যের দিকে ধাবিত করবে। একটি জাহাজের ক্যাপ্টেন তার গন্তব্যের জন্য বড় রাস্তা চয়ন করবে এ তো স্বাভাবিক। কিন্তু সেই রাস্তা দিয়ে গমন করতে গিয়ে ক্যাপ্টেনকে আর অনেক ছোট ছোট পদক্ষেপ নিতে হয় যা তাকে বড় লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করে।

সমুদ্রের নানা ঝড় ঝাপ্টার মতো আপনার জীবনও নানান ঘটনায় বিভিন্ন সময় উত্তাল হবে। ক্যাপ্টেন যেমন তাৎক্ষণাৎ সমস্যা সমাধানের জন্য ছোট ছোট পদক্ষেপ নেয় তেমন আপনিও আপনার তাৎক্ষণাৎ সমস্যা সমাধানে পদক্ষেপ নিবেন। ক্যাপ্টেন সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে যেমন চিন্তা করে এই সমাধান কী আমাকে আমার বড় গন্তব্যের দিকে আরেক ধাপ এগিয়ে দিবে, ঠিক তেমনি আপনিও সমাধান করতে গিয়ে চিন্তা করবেন এই সমাধান কী আমাকে আমার বড় লক্ষ্যের দিকে আরেক ধাপ এগিয়ে দিবে। আপনার স্বল্পমেয়াদি লক্ষ্য যেন দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

স্বল্পমেয়াদি লক্ষ্যগুলোকে আমি 'আত্মবিশ্বাস বর্ধক'ও বলে থাকি। কারণ স্বল্পমেয়াদি সাফল্যগুলো একজনের মধ্যে আত্মবিশ্বাস নির্মাণ করে। আজকে একটি কাজ সম্পন্ন করলাম। এই সম্পন্ন করার অনুভূতি একজনকে আরেকটি কাজ, আরেকটি কাজ করে বহু কাজ সম্পন্ন করার আত্মবিশ্বাস জোগায়। তাই যখনই আপনি কাজ করবেন, কঠোর পরিশ্রম করবেন। স্বল্পমেয়াদি কোন লক্ষ্য পূরণ করতে নিজের সবটুকু দিবেন। এতে করে আপনি কাজ সম্পন্ন করার একটি অনুভূতি লাভ করবেন। 'আমি একটি কাজ

skillu.blogspot.com

সম্পূর্ণ করতে পারি' এই বিশ্বাস আপনার আত্মবিশ্বাসকে বৃদ্ধি করবে। আর জয়ের এই ছোট ছোট অনুভূতি আগুনের ফুলকির মতো আপনার মধ্যকার আগ্নেয়গিরিকে প্রজ্বলিত করবে।

এজন্য আমি আপনাকে একটি খাতায় বা ডাইরিতে লক্ষ্যগুলো লিখে রাখতে বারবার বলছি। স্বল্পমেয়াদি লক্ষ্যের জন্যও আপনি একটি খাতা বা নোটবুক রাখতে পারেন। সেগুলোকে আপনি কীভাবে সাজাবেন তা আপনার ব্যাপার। আপনি হয়তো সেগুলোকে দিন, সপ্তাহ বা মাসে ভাগ করে নিলেন। অথবা আপনি হয়তো সেগুলোকে আপনার দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্যের অধীন করে নিলেন, যা হতে পারে এক বছর মেয়াদি।

মজার বিষয় হচ্ছে লক্ষ্যের একটি তালিকা থাকলে সেগুলো পুনর্বিবেচনা করা যায়। আর আপনি যখন দেখেন যে আপনার একটি কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং তা তালিকা থেকে কেটে দিচ্ছেন তখন আপনার মধ্যে আনন্দের এক জোয়ার ওঠে। এমন সময় আপনার কৃতিত্বকে উদযাপন করুন। এই উৎসব, এই আনন্দ আপনাকে আরও এগিয়ে যাওয়ার উৎসাহ যোগাবে। তাই আপনার কৃতিত্বকে উপভোগ করতে কিছু সময় দিন। আপনার আনন্দ ও সন্তুষ্টিও কিন্তু এক ধরনের সাফল্য।

আমি আপনাকে কেবল সাফল্যের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বর্ণনা করছি। কঠোর পরিশ্রম করলেন। এরপর কাজ সম্পন্ন করে আনন্দ উদযাপন করলেন। এবার ব্যর্থতার পালা। যদি ব্যর্থও হন আশা হারাবেন না। এই ব্যর্থতাকে শিক্ষা হিসাবে গ্রহণ করুন।

আমরা দুই ধরনের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বেড়ে উঠি। এক, জয়ের আনন্দ। আর দুই, হারানোর বেদনা থেকে। তাই আপনি যদি একটি প্রকল্প হাতে নেন তবে অলস বসে থাকবেন না। জয়ের আনন্দ অবশ্যই এক ধরনের বড় প্রেরণা। তবে এতে করে অনেকেই অলস হয়ে পড়ে, কাজ না করার এক ধরনের প্রবণতা থেকে বের হয়ে আসতে পারে না। তাই হারানোর বেদনাকে কাজে লাগান হয়। কোন কিছু হারানোর বেদনাও বেশ বড় এক ধরনের প্রেরণাদায়ী শক্তি। এই তাড়না থাকলে অলসতাকে অতিক্রম করে কঠোর পরিশ্রমের দিকে ধাবিত হওয়া সহজ হয়। আর আগেই বলেছি ব্যর্থতা আসতে পারে। একে স্বীকার করুন এবং এ থেকে শিক্ষা নিন। ফলাফল ইতিবাচক বা নেতিবাচক যাইহোক না কেন নিজের ওপর দায়িত্ব নিন। (ফলাফল ভালো হলে আমার কৃতিত্ব, আর ফলাফল মন্দ হলে দেশের দোষ -

skill.blogspot.com

এমন কাজ করবেন না। ফলাফল ইতিবাচক বা নেতিবাচক যাইহোক না কেন নিজের ওপর দায়িত্ব নিন।)

অতিরিক্ত হিসাবে, আপনি সচারচর যাদের সাথে চলাফেরা করেন, যারা আপনার বাজে কথায় বেশ উৎসাহ দেয় তাদের পরিহার করুন। এমন লোকদের খুব সহজেই পাওয়া যায়। এমন সহজ লোকদের ভিড়ে পা রাখবেন না। যেখানে আপনার কাছ থেকে উচ্চ ধারণা পোষণ করা হয় এমন জায়গায় যান। যেখানে উচ্চমানের কাজ করার চাপ থাকে সেখানে যান। এই সূত্রও কিন্তু সুখ ও সমৃদ্ধি অর্জনের অন্যতম কৌশল।

পাশ কাটিয়ে যাওয়া

আমি চাই আপনি যেন সাফল্য অর্জন করেন। তাই তো আমি এই বই লিখেছি। তবে আমি এও জানি যে আপনারা যারা লক্ষ্য নির্ধারণ সম্পর্কিত পৃষ্ঠাগুলো পড়ছেন তাদের মধ্যকার অনেকেই লক্ষ্য নির্ধারণ করতে অনাগ্রহী। কেন? কারণ হচ্ছে লক্ষ্য নির্ধারণ করা একটি সময় সাপেক্ষ ব্যাপার এবং চিন্তা করতে বাধ্য করে। অথচ দেখুন, অনেক পুরুষ ও নারীরা দিনের পর দিন এমন চাকরিতে বা কাজে কঠোর পরিশ্রম করে যায় যা তারা পছন্দও করে না। তাদেরকে যদি নিজেদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করার কথা বলা হয় তবে তারা জবাব দিবে, 'আমার সময় নেই।' এভাবে তারা তাদের ভবিষ্যৎকে পাশ কাটিয়ে যায়।

আমি এও জানি যে *বেশিরভাগ* মানুষ নির্দিষ্ট কোন পরিকল্পনা তৈরি করে না। কিন্তু *আপনি* নিশ্চয় *বেশিরভাগের* অংশ হতে চান না। আপনি নিশ্চয় মাথায় হাত দিয়ে হতাশ হতে চান না।

আপনি চান বা না চান, আপনি এখন জীবন নামক খেলার অন্তর্ভুক্ত। বিশ্বাস করুন, আপনার যদি কোন গন্তব্য না থাকে তবে আপনি যতই দৌড়ান কোন লাভ নেই, যতই পরিশ্রম করুন, আপনি কোন জায়গায় গিয়ে পৌঁছাবেন না। সবচেয়ে মারাত্মক ব্যাপার হচ্ছে, নির্দিষ্ট পরিকল্পনা না করার ফলে, আপনি হয়তো এমন কোন জায়গায় গিয়ে পৌঁছালেন যেখানে আপনি আসতে চাননি।

'সাধারণ' বলে আমরা যাদের চিনি, তাদের বক্তব্য হচ্ছে, 'আপনি আমি তো একই জায়গায় কাজ করি। সারাদিন কাজ করার পর বাসায় যেয়ে একটু খাবার খাই। বিশ্রাম নিতে নিতে একটু টিভি দেখি। তারপর ঘুমাতে

sklib.blogspot.com

যাই। এই তো। এরপর আবার বসে বসে রাতভর কে যাবে পরিকল্পনা, পরিকল্পনা আর পরিকল্পনা করতে।' অথচ এই সাধারণ লোকটিই তার বাসা ভাড়া দিতে হিমসিম খাচ্ছে। যদিও সে একজন ভালো কর্মচারী, কঠোর পরিশ্রমী।

(অনুবাদক হিসাবে আমি আমার এক বন্ধুকে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তৈরি করার কথা বলেছিলাম। অবাক করার মতো বিষয় হচ্ছে আমার বন্ধু ঠিক একই উত্তর দিয়েছে এবং তার অবস্থাও ঠিক একই রকম।)

কিন্তু বন্ধুরা, আমি দেখেছি যে আপনি যদি সারা জীবনও আন্তরিকতার সাথে কঠোর পরিশ্রম করেন তবুও আপনার জীবন কোনরকমভাবেই কাটতে পারে। আপনাকে এর উপরে উঠতে হবে। আপনাকে একজন ভালো পরিকল্পনাবিদ হতে হবে। লক্ষ্য নির্ধারণে আপনাকে দক্ষ হতে হবে।

একটি কাগজে বা ডাইরিতে লক্ষ্যসমূহকে নির্দিষ্ট করার মানে আপনি আপনার উন্নতির প্রতি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এতে বোঝা যায় আপনি আপনার জীবনে উন্নতি করতে কেবল ভাসা ভাসা চিন্তাই করেন না, পরিকল্পনা করার এবং কাজ করারও সাহস দেখাতে পারেন। আপনাকে যে লক্ষ্য পূরণে হিংস্র হয়ে উঠতে হবে তা নয়। তবে আপনাকে দৃঢ়তা দেখাতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত না আমার লক্ষ্য পূরণ হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি চেষ্টা করে যাবো। দেখুন, বেশিরভাগ লোকজনই জীবনে ভালো কিছু করতে চায়। কিন্তু পরিকল্পনা ছাড়া এই চাওয়ার কোন দাম নেই। আবার এর ক্ষতিকর দিকও আছে। অনেকেই আছে – চায় একটা করে আরেকটা। কারণ তার চাওয়া অনুযায়ী সে পরিকল্পনা ও কাজ করেনি। তাই কখন যে তার লক্ষ্য ভিন্ন কাজ আরম্ভ করেছে সে নিজেও জানে না।

আমিও এমন নিষ্ক্রিয় আশা নিয়ে দীর্ঘদিন বাস করেছি। এ খুব খারাপ এক রোগ। আবার এরচেয়েও মারাত্মক হচ্ছে এই নিষ্ক্রিয় আশা নিয়ে খুশি হওয়া, আনন্দে দিন কাটানো। এমনও হওয়া সম্ভব। একজন পুরুষের হয়তো পঞ্চাশ বছর। সে হয়তো হতাশ। কিন্তু তারপরও সে হাসতে পারে এবং আশাও করতে পারে। আপনার মনে হতে পারে, এ আর মন্দ কী! কিন্তু তাই যদি হয় তবে তো আর এই বই পাঠ করার কোন মানে হয় না। তাই এখনই আপনার জীবন নিয়ে সতর্ক হোন। আপনার লক্ষ্যগুলোকে একটি কাগজে লিখুন। এ কথা আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি।

skitu.blogspot.com

৪

লক্ষ্যসমূহকে কাজে লাগান

আমাদের ধর্মগ্রন্থ মতে, 'স্বপ্ন আর লক্ষ্যের অভাবে আমরা ধ্বংস হয়ে যাই।' খুবই সত্যি কথা! এর বিপরীতটিও সত্যি। স্বপ্ন আমাদেরকে অভূতপূর্ণভাবে বদলে দেয়। আপনার লক্ষ্যকে আপনার জন্য কাজ করার সুযোগ দিন। আগে আপনি দেখেছেন, কীভাবে লক্ষ্য নির্ধারণ করে কাজ করতে হয়। এখন আপনি দেখবেন, লক্ষ্যগুলোকে কীভাবে কাজে লাগাতে হয়।

খেয়াল করুন, লক্ষ্য নির্ধারণের আগের মানুষ আর পরের মানুষটির মধ্যে পার্থক্য আছে। সত্যিকারের লক্ষ্য আপনার প্রতিটি কাজকে প্রভাবিত করবে। আপনাকে সঙ্গ দিবে। আপনার সবকিছু বদলে দিবে। কারণ, তখন যা কিছুই করুন না কেন, সবকিছুর সাথে এটি সম্পৃক্ত।

তবে একে কাজে লাগাতে জানতে হবে। একবার একজনকে তার এক মাসের লক্ষ্য নিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, কোনরকম বাসার বিলগুলো পরিশোধ করতে টাকার যোগান নিশ্চিত করতে চায়!

আমি বলছি না যে এ কোন লক্ষ্য হতে পারে না। তবে এটা ভালো কোন লক্ষ্য নয়। আমি কখনো এমন লক্ষ্য নির্ধারণ করবো না। তাই উঁচু কোন লক্ষ্য নির্ধারণ করুন। যাতে আপনি নিজেকে তৈরি করতে পারেন। নিজেকে উন্নত করতে পারেন। যাতে আপনি এই লক্ষ্যের কথা ভেবে রোমাঞ্চিত হতে পারেন। তবে লক্ষ্য যেন এত উঁচু না হয় যে আপনি পৌঁছানোর আগেই হতাশ হয়ে পড়লেন।

skillup.blogspot.com

লক্ষ্যের আসল উদ্দেশ্য

লক্ষ্য পূরণ করা কিন্তু মূল উদ্দেশ্য নয়। মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে নিজেকে তৈরি হতে বাধ্য করা। ব্যাখ্যা করলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে। লাখপতি হলে বড় পাওয়া কী হবে? অর্থ? আমি তা মনে করি না। সবচেয়ে বড় পাওয়া হবে—দক্ষতা, জ্ঞান, শৃঙ্খলা, ও নেতৃত্বের গুণ যা আপনি লাখপতি হতে গিয়ে অর্জন করেছেন। আপনার ভিতরের গুণগুলোই আপনাকে লাখপতি হতে সাহস আর ইচ্ছাশক্তির যোগান দিয়েছে।

লাখপতি হতে যেসব গুণ প্রয়োজন, সেগুলো অনুপস্থিত এমন কাউকে লাখ টাকা দিয়ে দেখুন। সে তা হারিয়ে ফেলবে। একজন সত্যিকারের লাখপতির কাছ থেকে তার অর্থ নিয়ে নিন। সে আবার লাখপতি হতে পারবে। কারণ, তার সেই গুণাবলি রয়েছে। একজন লাখপতির মূল্যবান জিনিস তার অর্থ নয়, তার লাখপতি হয়ে ওঠার সংগ্রাম। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে, স্বপ্নগুলো পূরণ করতে হলে আমাকে কেমন ধরনের মানুষ হয়ে উঠতে হবে? আপনার ডাইরিতে এ সম্পর্কে কিছু লিখে ফেলুন। কোন কোন দক্ষতা অর্জন করতে হবে, তাও লিখুন। এর উত্তরে নিজের দক্ষতা বাড়াতে আরেকটি লক্ষ্য পেয়ে যাবেন। স্মরণ রাখবেন, অর্থ কখনো দক্ষতার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নয়।

আমি প্রায়ই আমার জীবনের দিকে তাকিয়ে দেখি। চিন্তা করি, 'যা চেয়েছি তাই তো পেয়েছি, কিন্তু এরজন্য যেমন হওয়া প্রয়োজন ছিল ঠিক তেমন হতে পেরেছি কি?' যদি আমি অনেক অলস হতাম—শিখতে, পড়তে, আর উন্নতি করতে না চাইতাম, তাহলে কি এসব পেতাম? আমি যখনই কোন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি, আমার হয় নিজেকে নয় চাওয়াগুলোকে পরিবর্তন করতে হয়েছে।

অতিউৎসাহী হয়ে উঠবেন না

প্রথমবার লক্ষ্য নির্ধারণ করতে গেলে অনেকেই বিভ্রান্ত হয় অথবা অতিউৎসাহী হয়ে পড়ে। এ হওয়া স্বাভাবিক। আমি আপনাকে শান্ত হতে পরামর্শ দেই। যদি প্রস্তুত না থাকেন, তো নিজেকে প্রস্তুত করুন। আপনার সক্ষমতা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাবে, যাতে করে আপনি আপনার স্বপ্ন পূরণ করতে পারেন। আপনার স্বপ্ন আর সক্ষমতা ভারসামপূর্ণ হবে। এটাই লক্ষ্য নির্ধারণের জাদু। এর জন্য যত বেশি কাজ করবেন, তত বেশি সুযোগ আপনার কাছে আসবে। প্রতিটি

skillu.blogspot.com

সুযোগ পূর্বের অমীমাংসিত সমস্যার সমাধান নিয়ে আসবে।

তাই শুরু করতে ভয় পাবেন না। এটি আপনাকে কল্পনা থেকে দূরে নিয়ে যাবে। পঁচিশ বছর আগের আমি যে মানুষ ছিলাম, আজকে, এখন আমার কাছে তাকে অপরিচিত লাগে। আমি সেই আগের মানুষটি নেই, বদলে গেছি। আপনিও বদলে যাবেন।

বেশিরভাগ মানুষই অতীতের ব্যর্থতাকে ভয় পায়, সামনে এগোতে পারে না। তারা অতীতের ভারী বোঝা বহন করতে থাকে। সময়ের সাথে সাথে যা আরও ভারী হয়ে ওঠে।

অতীতকে বদলানো যায় না। তবে ভবিষ্যৎকে বদলে দেওয়া যায়। গতকালের আপনি আর আজকের আপনি একরকম নন। পরিবর্তিত হচ্ছেন আপনি। সারাজীবন ধরেই হবেন। পরিবর্তনই একমাত্র সত্য। নিজেকে একটি সুযোগ দিয়ে দেখুন। আপনিও পরিবর্তিত হতে পারবেন।

দক্ষতা ধীরে ধীরে উন্নত হতে থাকে। সময়ের সাথে সাথে আপনার সম্ভাবনা আর সামর্থ্যও প্রকাশিত হবে। ফলে একসময় যা অর্জন করা অসম্ভব মনে হত, তাও সহজ হয়ে আসবে। আপনি নিজের ভিতর নতুন সত্তা (নিজেকে) আবিষ্কার করবেন।

লক্ষ্য কেন এত গুরুত্বপূর্ণ? এটি কীভাবে বাস্তবতা নির্মাণ করে? আমি নিজেও তা পুরোপরি জানি না। এ আমার কাছেও রহস্যপূর্ণ। আমি কেবল বলতে পারি এর কার্যকারিতা সম্পর্কে। ব্যাপারটি নিজেই অনুভব করুন। সম্ভাব্য সবকিছু অর্জনের জন্য নিজেকে একটি সুযোগ দিন।

চাওয়া

ধর্মগ্রন্থে জিজ্ঞেস করার কথা বলা হয়েছে। এর মানে কী? এর মানে হলো, 'যা চান তা যদি তীব্রভাবে চান, তবে আপনি তাই পাবেন।' ঠিক সেই বিষয়গুলোই আপনার দিকে ধাবিত হবে।

চাওয়া পাওয়া আরম্ভই হয় জিজ্ঞাসার মাধ্যমে। এটা সুইচ অন করার মতো। আপনি যখন বাতাস চান, তখন ফ্যানের সুইচটি অন করেন। ফ্যান চালু হয়, আপনি বাতাস পান। বিষয়টিও তেমনই একটি ব্যাপার। আগেই বলেছি এটা কীভাবে কাজ করে তা আমি জানি না, তবে ব্যাপারটি কাজ করে তা নিশ্চিত। এমন অনেক বিষয় আছে যেগুলো আমাদের না জানা সত্ত্বেও

skilu.blogspot.com

কাজ করে যাচ্ছে। অনেকেই শুরু করতে পারে না, কারণ তারা কেবল চিন্তা করে সময় কাটায়। আর কেউ কেউ সেই সময় ফলের স্বাদ উপভোগ করে। তাই জিজ্ঞেস করুন। কিছু পেতে হলে আপনাকে প্রথমে অবশ্যই জিজ্ঞেস করতে হবে। তারপর বাকি সবকিছু স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করবে। আপনাকে এমন একজন হতে হবে যে খুব প্রশ্ন করতে পারে। (অবশ্যই যুক্তিসঙ্গত এবং আপনার আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কিত প্রশ্ন হতে হবে।)

কোন কিছু অর্জন, ফলাফল বা প্রাপ্তি হলো সাগরের জলের মতো। প্রচুর জল আছে। সাফল্যের যোগান কম নয়। তাহলে সমস্যা কী? সমস্যা হলো, বেশিরভাগ মানুষ সমুদ্রের কাছে যায় একটি চা চামচ নিয়ে। কল্পনা করুন, আপনি সাগর থেকে একটি চা চামচে করে পানি আনতে যাচ্ছেন! অদ্ভুত, তাই না? আপনি যত বড় পাত্র নিয়ে যান না কেন, সমুদ্র আপনাকে ফেরাবে না। তাই যত বড় পাত্র নেওয়া যায় তত ভালো। তাই নয় কি?

চাওয়া বা জিজ্ঞাসা সম্পর্কে আরও দুইটি বিষয় রয়েছে। প্রথমত, বুদ্ধিদীপ্তভাবে চাইতে হবে। স্পষ্টভাবে চাইতে হবে। কত বড়, কখন, কোন মডেল, কী রঙ সব স্পষ্ট হতে হবে। তাহলেই আপনার আকাঙ্ক্ষা বা চাওয়াটি চুম্বকের মতো কাজ করবে।

দ্বিতীয়ত, বিশ্বাসের সাথে চাইতে হবে। বাচ্চাদের মতো বিশ্বাস নিয়ে চাইতে হবে। বাচ্চারা যেমন সবকিছুতেই বিশ্বাস করে, ঠিক তেমন। সন্দেহ পোষণ করা যাবে না। আমরা এখন প্রায় সবাই সন্দেহ পোষণ করি। বাচ্চাদের সেই নিষ্কলুষতা বা পবিত্রতা হারিয়ে ফেলছি। আপনার লক্ষ্যে বিশ্বাস রাখুন। শিশুরা চিন্তা করে তারা সবকিছু করতে পারে। তারা সবকিছু জানতে চায়। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে থাকে। তাদের কৌতূহল নিঃসন্দেহে একটি চমৎকার গুণ। আপনি তাদের মতো হতে পারলে এরচেয়ে ভালো কিছু আর হয় না।

লক্ষ্যের সাথে সময় ব্যবস্থাপনার সামঞ্জস্য করুন

বর্তমানে সময় ব্যবস্থাপনা বেশ জনপ্রিয় একটি বিষয়। এটি নিয়ে চারিদিকে বেশ আলোচনা হচ্ছে। আপনি কী করছেন? আপনি কি সময়কে সুষ্ঠভাবে ব্যবহার করতে চান? একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য ছাড়া সময়ের সদ্ব্যবহার সম্ভব নয়। লক্ষ্যকে নির্দিষ্ট করুন। কারণ লক্ষ্য সুদৃঢ় না হলে আপনি আপনার সময়কে কখনো সাজানো গোছানো ব্যবস্থাপনার অধীনে আনতে পারবেন না।

skillulblogspot.com

প্রাধান্য

বর্তমান সময়ের চ্যালেঞ্জগুলোর মধ্যে একটি হলো ঋতু সংক্রান্ত জ্ঞান বা ধারণার অভাব। কৃষক যেমন ঋতুর সাথে তাল মিলিয়ে তার গুরুত্ব নির্ধারণ করে, কখন কোন ঋতুতে কোন ধরনে বীজ বপন করবে তা নির্ধারণ করে, আমরা তেমন করে আমাদের কাজগুলোকে ভাগ করতে পারছি না। সামনে যা আসছে তাই করছি। সমাজের অনন্ত স্রোতের সাথে বয়েই চলছি। ফলে আমাদের গুরুত্বের বিষয়গুলোও ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ছে।

চলুন, বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যাক :

একজন চাষীর জন্য বসন্তকাল সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব বহন করে। এই সময় তাকে সকাল-সন্ধ্যা খাটতে হয়। কারণ, এ সময় হচ্ছে বীজ বপনের সময়। শীতকাল এলে তাকে এত কাজ করতে হয় না।

জীবনের সময়গুলোকেও এভাবে ভাগ ভাগ করে ব্যবহার করা উচিত। কখনো কঠোর পরিশ্রম করতে হবে কিংবা কখনো এত পরিশ্রমের দরকার নেই, একটু বিশ্রাম করতে হবে। সবদিক বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। নয়টা- পাঁচটা কিংবা বছরের পর বছর ধরে একইভাবে চলা সম্ভব। কিন্তু এতে অগ্রগতি ঘটে খুব ধীর গতিতে, অনেক সময় অগ্রগতির চেয়ে সমস্যাই বেশি ঘটে। এখানে প্রাধান্যের বিষয়টি গুরুত্ব পায় না বলেই চক্রাকারে চলতে থাকে। এলোমেলো হাজারো কাজের মধ্যে সময়কে হারিয়ে যেতে দিবেন না। নিজের মৌসুমের দিকে মনোযোগ দিন; নতুবা আপনি হেরে যাবেন।

মুখ্য ও গৌণ

কোন বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দিবেন তা যদি নির্দিষ্ট করতে চান তো জীবনের মুখ্য বিষয়গুলোকে গৌণ বিষয়গুলো থেকে বাদ দিন। আবার বলছি, আপনার জীবনের কোন কোন বিষয় গুরুত্বপূর্ণ তা জানতে এবং সেগুলোতে উন্নতি করতে অপ্রধান বিষয়গুলো থেকে প্রধান প্রধান বিষয় আলাদা করুন। নিজেকে প্রশ্ন করুন, কখন আপনার সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। এটা কি অতীব গুরুত্বপূর্ণ; নাকি কম গুরুত্বপূর্ণ? এটা কি মুখ্য; নাকি গৌণ? এর মাধ্যমে আপনি কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর কম সময় দিতে পারবেন।

পণ্য বিক্রয়ের বেলায় আমরা একটি নির্দিষ্ট সময়ের ওপর গুরুত্ব দেই। এই সময়ে আমরা সর্বোচ্চ প্রত্যাশা নিয়ে কাজ করি। প্রত্যাশা অর্জনের ওপর

skilbd.blogspot.com

সময় দেওয়া একটি গৌণ কাজ। দেখবেন, বেশিরভাগ ব্যবসায় সারা বছর কী বেশি বিক্রয় হয়? একটি নির্দিষ্ট সময়ে বেশি বিক্রয় হয়। ঠিক তেমনই, আমরাও সেই নির্দিষ্ট সময়ের ওপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেই। বেশিরভাগ বিক্রয়কর্মী পথ চলার চেয়ে গন্তব্যের দিকে খেয়াল রাখে। ফলে আশানুরূপ ফলাফল পায় না। আপনি যদি রাস্তায় নেমে পথের দিকে না তাকিয়ে কেবল গন্তব্যের দিকে তাকিয়ে থাকেন তো আপনি কি সেখানে পৌঁছাতে পারবেন? এজন্যই বিক্রয় সংক্রান্ত কাজে একজন কর্মীকে শেখানো হয়, 'কাছাকাছি এক বাজারে বিক্রয় বা ব্যবসা করতে না জানলে, অন্য কোন শহরে গিয়েও লাভ নেই।'

মুখ্য ও গৌণ ধারণার আরেকটি চমৎকার ব্যবহার আছে। সবসময় মনে রাখবেন, মুখ্য জিনিসের ওপর কখনো কম সময় ব্যয় করা উচিত নয়। বিভ্রান্ত হওয়া খুবই সহজ। বাবা-মায়েরা টিভি দেখতে যত সময় ব্যয় করে তারচেয়ে বহু কম সময় ব্যয় করে বাচ্চার সাথে খেলতে। একজন ব্যবস্থাপক বেশিরভাগ সময় ফরম পূরণে ব্যস্ত থাকে, কিন্তু তার কর্মচারীদের উৎসাহ দিতে অনেক কম সময় ব্যয় করে। এভাবেই মানুষ মুখ্য ও গৌণ বিষয়গুলোকে গুলিয়ে ফেলে।

একই কথা অর্থের বেলায়ও প্রযোজ্য। ক্ষুদ্র জিনিসে বেশি টাকা খরচ করা ঠিক নয়। তেমনি বৃহৎ জিনিসে কম টাকা খরচ করা উচিত নয়। অনেকেই দেহের খাদ্যের জন্য অর্থ ব্যয় করে, কিন্তু মনের আহারের জন্য ততটুকু করে না, বা করলেও খুবই সামান্য। আপনি যদি অনুপ্রেরণামূলক বই কেনার চেয়ে চকলেটের পেছনে বেশি ব্যয় করেন, তাহলে আপনার দেহ ও মস্তিষ্কের সাথে কী হবে তা চিন্তা করে দেখুন। বলা বাহুল্য, দেহ যেমন মোটা হবে, তেমনই মস্তিষ্কও। কিন্তু এই কাজটি কি বুদ্ধিমত্তার পরিচয় বহন করে? সময় আর অর্থের সদ্ব্যবহার করতে হলে আপনাকেও এর ওপর গুরুত্ব দিতে হবে।

মনোযোগ

যেকোন পেশাদার খেলোয়াড়ের কাছেই জানতে পারবেন মনোযোগের গুরুত্ব কতখানি। এক মুহূর্তের অমনোযোগ আপনাকে অন্য কারও পায়ের নিচে পিষে ফেলতে পারে। নিজের সাথে এমনটি হতে দিবেন না।

প্রতিটি কাজে সর্বোচ্চ মনোযোগ দিন। আপনার জীবনে এর গুরুত্ব সুদূরপ্রসারী। মনকে অবাক হতে দিন। যখন অবাক হবেন, তখন আর কিছুই

sklib.blogspot.com

করবেন না। চাপমুক্ত থাকতে সৈকতে বেড়াতে যান বা পাহাড় থেকে ঘুরে আসুন। (মোবাইলে বা কম্পিউটারে সমুদ্র বা পাহাড়ের ছবি দেখাই যথেষ্ট নয়।) খোলা প্রকৃতির দামাল হাওয়াকে আপনার চুলগুলো ছুঁতে দিন, মনকে উড়তে দিন। দিবাস্বপ্ন দেখা ভালো। তবে এটা কেবল একটি নির্দিষ্ট সময়েই করুন, যে সময়টুকু আপনি এর জন্য বরাদ্দ করেছেন। বাকি সময় মনোযোগ দিন। মনোযোগ বৃদ্ধি করতে হলে কাজ করার পাশাপাশি অবসরেরও দরকার আছে। অবসরে দূরে কোথাও বেড়িয়ে আসুন। এতে নিজের মধ্যে পুনরায় সজীবতা অনুভব করবেন।

বাস্তবতা

সবার শেষে যে জিনিসটি মনে রাখতে হবে তা হলো, আপনি যা কিছু চাইবেন তার সবকিছুই পাবেন, এটা সত্য নয়। আমি জানি। তাহলে আপনাকে সব পেতে এতক্ষণ ধরে উদ্বুদ্ধ কেন করছি? আমি কি দুই রকম কথা বলছি?

আপনি যা চান তা সব কেন পাবেন না? কারণ, এটাই প্রকৃতির নিয়ম। হয়তো সে কখনো আপনার ফসল নষ্ট করে দিবে। ফসলের ওপর বৃষ্টি ঝরাবে। কখনো জীবনের ঘুণপোকা জ্বালাতন করবে। আপনি হয়তো-বা বলবেন, এ অন্যায়। এ অন্যায় না-ও হতে পারে। যেহেতু আমরা কেউই প্রকৃতির পরিকল্পনার অংশ ছিলাম না। তাই একে মেনে নিতে হবে।

তবে সুখবরও আছে। আমি যেভাবে বলেছি সেভাবে করলে আপনি প্রয়োজনের অতিরিক্ত পাবেন। সবসময় যে যা চাইবেন তাই পাবেন তা নাও ঘটতে পারে। তবে তাতে কিছু যায় আসে না। আপনি যা পেয়েছেন তার জন্য নিজেকে ধন্যবাদ জানা। এতে আরও পাবার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে।

লক্ষ্য। একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য। আপনি যখন এর দ্বারা অনুপ্রাণিত হবেন, যখন এর জন্য পরিশ্রম করবেন, একে বিশ্বাস করবেন, তখন কী হবে তার কোনও সীমা নেই। কেবল নব্বইদিনের জন্য এই পদ্ধতি অনুসরণ করে দেখুন। এটা হয়তো আমার জীবনের চেয়েও ভালোভাবে আপনার জীবনে কাজ করবে।

skillbloggspot.com

দ্বিতীয় সূত্র

সুখ ও সমৃদ্ধি অর্জনের দ্বিতীয় সূত্র

জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করা

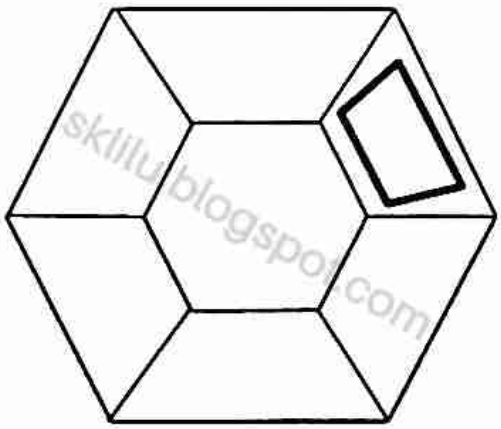

সুখ ও সমৃদ্ধি অর্জনের ২য় সূত্র

sklilu.blogspot.com

৫

জ্ঞান অর্জনের উপায়

লক্ষ্য অর্জনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে আপনি যে সুন্দরভাবে জীবনযাপন করতে চান বা লক্ষ্য অর্জন করতে চান তার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা। কোন বিষয় সম্পর্কে জানা থাকলে তা অর্জন করা সহজ হয়। আর *কী জানা দরকার* এ যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনই সেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সম্পর্কে *কীভাবে জানতে হবে* তাও জানা গুরুত্বপূর্ণ।

জনাব শোফ আমাকে পড়তে উৎসাহী করে তুলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'যদি তুমি সাফল্য চাও, তবে সাফল্য সম্পর্কে পড়ো। যদি তুমি সুখ চাও, তবে সুখ সম্পর্কে পড়ো। যদি তুমি অর্থ চাও, তবে কীভাবে সম্পদ অর্জন করতে হয় তা নিয়ে পড়ো। যারা সাফল্য, সুখ বা সম্পদ অর্জন করে তারা হঠাৎ করে এগুলো পায়নি; বরং নিয়মিত পড়ালেখার মাধ্যমেই পেয়েছে। আসল ব্যাপারটি হচ্ছে, প্রথমে পড়তে হয়, তারপর চর্চা করতে হয়।'

অনুমান করুন তো কত শত লোক সম্পদ নিয়ে পড়ালেখা করছে বা গবেষণা করছে? খুব কম, তাই না? তারা এ সম্পর্কে না জেনেই পরিশ্রম করছে। শত শত লোক সুখ, শান্তি ও সম্পদ চায়। অথচ তারা এই ব্যাপার সতর্কভাবে নিজ ইচ্ছায় পড়ালেখা করে না। ব্যাপারটি আমার কাছেও রহস্যজনক।

বহু বছর আগে ধর্মগ্রন্থে পড়েছিলাম, 'তুমি যদি খোঁজ তবেই পাবে।' এর মানে হলো, খুঁজলেই পাওয়া যায়। জ্ঞান খুঁজলে, নতুন নতুন জ্ঞান, বুদ্ধি বা ধারণা পাওয়া যায়। যার মাধ্যমে নতুন কোন বুদ্ধি বা কৌশল সৃষ্টি করা যেতে পারে। খুঁজতে থাকুন। কোন কিছু পেতে হলে প্রথমে খুঁজতে হবে। জীবন বদলাতে কোন বুদ্ধি, পরামর্শ বা ধারণা খুঁজছেন, পাওয়া যাচ্ছে না?

skillbloggspot.com

খুঁজতে থাকুন। জ্ঞান অর্জনের জন্য পরিশ্রম করে যান। ঠিকই তা আপনার কাছে ধরা দিবে।

জ্ঞানরূপী সম্পদ আহরণ

(আহরণ মানে হচ্ছে উপার্জন বা সংগ্রহ করা)। আরও একটি মৌলিক ধারণা হলো, আহরণ করা। আমরা অসাধারণ বুদ্ধিগুলো খুব তাড়াতাড়ি ভুলে যাই। জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়গুলোর বিষয়েও একই কথা প্রযোজ্য। এজন্যই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোকে বোঝা উচিত।

প্রথমে বিশেষ সময়গুলোকে ধরে রাখার চেষ্টা করা উচিত। অনেক অনেক ছবি তুলুন। চোখের পলকে কোন ঘটনাকে ক্যামেরাবন্দী করা বিশ শতকের একটি দাবি। প্রযুক্তি আমাদের জীবন কত সহজ করে দিয়েছে!

একটি অভিজ্ঞতার কথা বলি। গত তিন বছর ধরে তাইওয়ানে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। গত সপ্তাহের সেমিনারে প্রায় এক হাজারেরও বেশি দর্শক ছিল। তাহলে ভাবুন সেখানে ক্যামেরা ছিল কতগুলো? ঠিকই ধরেছেন, এক হাজার। প্রত্যেকেই সময়টিকে ধরে রাখার জন্য ছবি তুলছিল। আমাকেও বহু সময় ধরে ছবির জন্য পোজ দিতে হয়েছে।

আপনি কি কখনও কয়েক প্রজন্ম আগের তোলা কোন ছবি দেখেছেন? যদিও এর সংখ্যা অনেক কম হবে। তবুও তখনকার জীবন কেমন ছিল তা জানার জন্য আমাদের কাছে পর্যাপ্ত ছবি আছে। আর এখন আমরা কত বেশি ছবি তুলতে পারছি। আমরা আমাদের আগামী প্রজন্মের জন্য এমন কত ছবি রেখে যেতে পারবো। এটা কি বিস্ময়কর ব্যাপার নয়? তাই, নিরুদ্যম না হয়ে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য পর্যাপ্ত ছবি আর ভিডিও রেখে যান।

জ্ঞান আহরণের আরেকটি মাধ্যম হচ্ছে ব্যক্তিগত পাঠাগার নির্মাণ। আপনি আপনার নিজস্ব পাঠাগারের মাধ্যমেও জ্ঞান সংরক্ষণ করতে পারেন। আপনার ঘর সাজানোর জন্য যে বইগুলো কিনেছেন আমি সেগুলোর কথা বলছি না। যেগুলো আপনার জীবন গঠন করবে এমন বইয়ের কথা বলছি। মানসম্পন্ন বই পড়ুন। এসবই প্রকৃত সম্পদ।

আজকের যুগ হচ্ছে তথ্য প্রযুক্তি ও যোগাযোগের যুগ। এই যুগে অডিও, ক্যাসেট, টেপ বা ভিডিও টেপ আমাদের জন্য আশীর্বাদ স্বরূপ।

jkillu.blogspot.com

এগুলো সংগ্রহে রাখুন। এগুলোই আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম, আমাদের ছেলে মেয়েদের কাছে মূল্যবান সম্পদরূপে প্রতীয়মান হবে।

আর এভাবেই আপনি আপনার জীবন ধারণের জন্য পর্যাপ্ত জ্ঞান আহরণ করবেন। আমি ঠিক এই ব্যাপারই আপনাকে দেখাতে চাচ্ছি। আপনি যখন সুখ ও সম্পদ অর্জনের জন্য একজন আগ্রহী শিক্ষার্থী হবেন, প্রতিদিন একটি খাতায় বা ডাইরিতে আপনার বুদ্ধি, পরামর্শ বা ধারণাগুলো লিখে রাখবেন, তখনই অভিনব কিছু ঘটবে, যা আপনার জীবনকে উন্নত করবে। এভাবে ধীরে ধীরে আপনার সম্পদ বৃদ্ধি পাবে। এসব সম্পদ হচ্ছে - ব্যবসায়িক ধারণা, সামাজিক ধারণা, সাংস্কৃতিক ধারণা, বিনিয়োগের ধারণা, জীবনকে যাপন করার নিত্য নতুন ধারণা। আপনি কি এর মূল্য বুঝতে পারছেন? আপনি উত্তরাধিকারসূত্রে যে সম্পদ পেয়েছেন, নিঃসন্দেহে এগুলো তারচেয়েও বেশি মূল্যবান।

কীভাবে জ্ঞান অর্জন করবেন?

দুইটি উপায় আছে। একটি হচ্ছে নিজের জীবন থেকে শেখা। আর অন্যটি হচ্ছে অন্যের জীবন থেকে শেখা। এই দুইভাবে আপনি জ্ঞানার্জন করতে পারেন।

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা

অতীত ঘটনা থেকে শিখুন। আপনার অতীত জীবনের অভিজ্ঞতা পর্যালোচনা করুন এবং এর থেকে শিখুন। আমি এই পদ্ধতির নাম দিয়েছি 'অতীত থেকে শেখা'।

আপনার জীবনের অতীত ঘটনাগুলোই আপনার জন্য সবচেয়ে ভালো শিখবার জায়গা। দিনগুলোকে অনুভব করুন। কেবল অবহেলায় কাটিয়ে দিবেন না। চারিদিকে কী ঘটছে দেখুন। এগুলো পর্যালোচনা করুন। তবেই তা আপনার মনকে আলোড়িত করতে পারবে।

সবকিছুর জন্য নির্দিষ্ট সময় আর জায়গা রয়েছে। কাজের সময় কাজ করবেন। আবার অতীত ঘটনাকে পর্যালোচনা করার জন্য কিছু সময় দিবেন। সেখান থেকে শিক্ষা নিয়ে পুনরায় কাজ করবেন এবং পূর্বে চেয়ে ভালোভাবে কাজটি করবেন। সবসময় অতীত নিয়ে ভাবা যায় না। হয়তো আমরা ব্যস্ততার অজুহাতে অতীত ঘটনাকে পাশ কাটিয়ে যাই। কিন্তু অতীত ঘটনাকে

sktlibrary.blogspot.com

বিশ্লেষণ না করলে আমরা একই কাজ বারবার করে যাবো এবং ফলাফলও একই রকম আসবে।

দিনশেষে পুরো সময়কে পর্যালোচনা করা উচিত। কোথায় গেলেন, কেন গেলেন, কী করলেন বা বললেন এসব ফিরে দেখা উচিত। খুব স্পষ্ট করে এসব দেখার চেষ্টা করুন। মনে করার চেষ্টা করুন। রঙ, আকৃতি, চেহারা, শব্দ, কথোপকথন, অভিজ্ঞতা সবকিছু।

অভিজ্ঞতা কিন্তু পণ্যও হতে পারে, মুদ্রাও হতে পারে। এটি মহামূল্যবান একটি উৎস। তবে এটা তখনই সম্পদে পরিণত হবে যখন আপনি এর থেকে শিখতে চাইবেন। নিজের অভিজ্ঞতা পর্যালোচনা করুন। এর থেকে শেখার চেষ্টা করুন।

কোন ঘটনাকে আপনি কীভাবে দেখছেন তার ওপর নির্ভর করছে ফলাফল। তাই জীবনে ইতিবাচক কিছু করতে হলে এর থেকে মূল্যবান জ্ঞানটুকু আহরণ করা উচিত। সপ্তাহ, মাস বা বছরব্যাপী আপনি এই চেষ্টা করে যেতে পারেন। সপ্তাহ শেষে পুরো সাতদিনের প্রতিবিম্ব বা ঘটনা নিয়ে চিন্তা করুন। মাস শেষে এবং বছর শেষেও একই কাজ করুন। তবে বছর শেষে হাতে এক সপ্তাহ সময় নিয়ে চিন্তা করুন। কারণ, ৩৬৫ দিনের ফ্ল্যাশব্যাক একদিনে সম্ভব নয়।

একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি সেই হয় যে জানে কী করে তার অতীত জ্ঞানকে ভবিষ্যতের জন্য কাজে লাগাতে হয়। কিছুদিন আগে আমার বাবার বয়স ৭৬ বছরে পা দেয়। তখন আমি তাকে বলেছিলাম, 'বাবা, তুমি যদি তোমার অতীত ৭৫ বছরের অভিজ্ঞতা জড়ো করে তোমার ৭৬তম বছরে বিনিয়োগ করো, তবে কেমন হয়?'

কখনো কি এভাবে চিন্তা করে দেখেছেন? এতে করে আপনার জীবন আরও বেশি উৎপাদনশীল হবে। দিনগুলোকে শুধু শুধু চলে যেতে দিবেন না। এগুলো থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করুন এবং তা ভবিষ্যতে কাজে লাগান। অতীত কাজের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে পরবর্তী কর্মক্ষেত্রকে আরও সুন্দর করুন। প্রতিটি কাজের বেলায় এই পদ্ধতি অনুসরণ করুন।

নতুন অভ্যাস তৈরি করুন। জীবনকে লক্ষ্য করুন। সে যেন বলতে না পারে যে আপনি তাকে উপেক্ষা করেছেন। এক দশমাংশ সময় পর্যবেক্ষণ করুন, বাকি সময় তা কাজে লাগান। কেবল আরেকটি বছর বেঁচে থাকাই

skitu.blogspot.com

যথেষ্ট নয়। গত বছরগুলোর শিক্ষা কাজে লাগান এবং এই শিক্ষাকে ভবিষ্যৎ কর্মে বিনিয়োগ করুন।

জীবনকে পর্যালোচনা করার সময় ভালো-মন্দ সবকিছু পর্যবেক্ষণ করুন। ব্যর্থতা-সফলতা বিশ্লেষণ করুন। আমাদের তথাকথিত ব্যর্থতাগুলো আমাদেরকে আরও সফল হতে সাহায্য করে। এগুলো সাফল্যের চেয়েও ভালো শিক্ষক।

ভুল করার মাধ্যমেই আমরা ঠিক কাজ করতে শিখি। তাই ভুল করা অপ্রয়োজনীয় নয়। তাই বলে ইচ্ছাকৃত ভুল নয়। যাক, এ সম্পর্কে আর বেশি না বলি। যদি গত ১০ বছর আপনি ভুল করেই কাটিয়ে দেন, আমি চাইব না আগামী ১০ বছরও আপনি একই কাজ করেন। অতীত থেকে শিক্ষা নেওয়ার চেয়ে ভালো কিছু নেই।

জনাব শোফের সাথে ৬ বছর কাজ করার পর একদিন উনি জানতে চাইলেন, 'জিম, তুমি এখানে কত বছর ধরে কাজ করছ? কেমন লাগছে?'

আমি কিছুটা বিরক্তির সাথেই উত্তর দিলাম, 'খুব একটা ভালো নয় স্যার।'

- এভাবে আর চলা ঠিক নয়। ৬ বছর একটা ভুল পরিকল্পনা নিয়ে সময় নষ্ট করা তোমার কাছে কি যথেষ্ট মনে হয় না। গত ৬ বছরে তুমি কত টাকা জমিয়েছ?

- কিছুই না।

তিনি অবাক হয়ে বললেন, 'তোমাকে এই পরিকল্পনা নিতে কে বলেছিল?'

কত চমৎকার প্রশ্ন! এই পরিকল্পনা কী করে করেছিলাম আমি? এটা কি আমার পরিকল্পনা ছিল, নাকি অন্য কারও। প্রত্যেকেই অন্য কারও পরিকল্পনানুযায়ী কাজ করে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, কার পরিকল্পনা নিয়ে আমরা কাজ করি?

অতীত ভুলগুলো পর্যালোচনা করা খুব একটা সুখকর নয়। আমার মতো যারা শুরুতে অনেক বেশি ভুল করেছে, তাদের বেলায় এটা পুরোপুরি সত্যি। তবুও এর ইতিবাচক দিক নিয়ে চিন্তা করুন। আপনি যখন এসব ভুল ঘাঁটাঘাটি করবেন, তখন সচেতন হবেন। ভবিষ্যতে এর থেকে দূরে থাকতে পারবেন।

sklitu.blogspot.com

অন্যের জীবন থেকে শেখা

অন্যের জীবন থেকেও শিখতে পারেন আপনি। তাদের ব্যর্থতা আর সফলতা থেকে শিখতে পারেন। আমার ধর্মগ্রন্থ আমার জন্য শিক্ষার একটি চমৎকার উৎস। কারণ, এতে ভালো-মন্দ দুইরকম বিষয়েরই উল্লেখ থাকে। একরকম হলো - উদাহরণ। এতে আপনাকে অনুসরণীয় ব্যক্তিকে অনুসরণ করার কথা বলা হয়েছে। অন্যটি হলো - সাবধানতা। এতে বলা হয়েছে আপনি যেন সেসব বোকাদের মতো কাজ না করেন। কত প্রয়োজনীয় বিষয় এটা!

তবে সম্ভবত ধর্মগ্রন্থে আরেকটি বার্তাও রয়েছে। আপনার নিজের জীবনের গল্পটি যদি কোন বইয়ে স্থান পায়, তবে তা যেন অনুসরণীয় হয়। সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখবেন। (প্রিয় পাঠক, আপনার ধর্মগ্রন্থও পাঠ করে দেখুন। সেখানেও এই উদাহরণ এবং সাবধানতার ধরন সম্পর্কে বলা হয়েছে।)

তিনভাবে অন্যের জীবন থেকে শেখা যায় :

১) প্রকাশিত লেখা, অডিও বা ভিডিও থেকে।

২) অন্যের জ্ঞানার্জনের বিষয় শোনার মাধ্যমে।

৩) সফল ও ব্যর্থদের জীবন পর্যবেক্ষণ করে।

বিষয়গুলো একটু বিস্তারিতভাবে জানা যাক।

বই, অডিও এবং ভিডিও

যেসব সফল মানুষের সাথে আমার পরিচয় হয়েছে তাঁরা সবাই পরিশ্রমী পাঠক ছিলেন। তাঁরা অনেক পড়ালেখা করতেন। তাঁদের কৌতুহলই তাঁদেরকে পড়তে উৎসাহিত করেছে। তাদের প্রত্যেকের ছিল তীব্র জানার তৃষ্ণা। নতুন তথ্য তারা সারাক্ষণ খুঁজতেন।

'প্রত্যেক দলনেতাই একজন পাঠক।'

একটা সময় ছিল যখন লেখা প্রকাশ মানেই ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করা বোঝাতো। কিন্তু, এখন সময় বদলে গেছে। প্রযুক্তির সাহায্যে এখন ছাপার অক্ষর ছাড়াও অনলাইনের মাধ্যমে পড়া যাচ্ছে, লেখা যাচ্ছে।

বেশিরভাগ ব্যস্ত মানুষই অবসর সময়ে অডিও শোনেন, এর মাধ্যমে শেখার চেষ্টা করেন। তাঁরা প্রায়ই গাড়ি চালানোর সময় এটা করেন। যাতে

sktilu.blogspot.com

সময় বেঁচে যায়। এটা বেশ সহজ ও কার্যকর একটি উপায়।

আপনি কি জানেন বিভিন্ন বিষয়ে শত শত বই, অডিও এবং ভিডিও আছে? তারপরও বেশিরভাগ মানুষই এর থেকে শিখতে চায় না। আপনি একে কী বলবেন? হাজার হাজার সফল মানুষ খবরের কাগজে তাঁদের অভিজ্ঞতা শেয়ার করার পরেও মানুষ তা পড়তে চায় না। কী বলা যাবে?

মানুষ এখন ব্যস্ত। তবু এর মাঝে যতটুকু সময় পাওয়া যায় তা কাজে লাগানো উচিত। পড়তে বেশি সময় লাগলে আপনি অডিও শুনতে পারেন।

আপনাকে গভীর রাত পর্যন্ত পড়তে হবে না। আপনি প্রতিদিন কেবল ৩০ মিনিট ব্যয় করলেই হবে।

যদি আসলেই শিখতে চান তবে এই ৩০ মিনিটকে ৬০ মিনিটে নিয়ে যান। তবুও কমপক্ষে ৩০ মিনিট ব্যয় করুন। রুটিন তৈরি করুন। খাবার খেতে ভুলে গেলেও এই ৩০ মিনিট ভুলবেন না। কারণ, একবেলা না খেলেও আপনি বেঁচে থাকবেন। কিন্তু একটি বুদ্ধি বা ধারণা হারিয়ে গেলে তা আর জীবনে ফেরত পাবেন না। হয়তো এই বুদ্ধি বা ধারণাই আপনার জীবনকে বদলে দিতে পারত।

ধর্মগ্রন্থ থেকে আমরা জানতে পারি মানুষ কেবল খাওয়ার জন্যই বাঁচে না। তার মন ও আত্মার পুষ্টি দরকার। আর তা হতে পারে শব্দ, বাক্য, শোনা বা পড়ার মাধ্যমে। দুর্ভাগ্যবশত বেশিরভাগ মানুষ মানসিকভাবে দরিদ্রতার শিকার। আপনার মনকে কেবল খাবার দিলেই হবে না। নিশ্চিত হতে হবে আপনার মন যেন সুষম খাবার পায়।

আপনার পড়ার সময়কে 'জ্ঞানরূপী সম্পদ' অর্জনের জন্য তৈরি করুন। কেউ যদি শেখার জন্য ৩০ মিনিট খরচ করতে না চায়, তবে কিছু অবিশ্বাস্য অজুহাত শোনার জন্য প্রস্তুত হোন। ধরুন, আমি জনকে বললাম, 'জন, আমি একটা সোনার খনি পেয়েছি, চলো খনন করি।'

সে বলবে, 'আমার কাছে তো কোদাল নেই।'

'তাহলে কোদাল যোগাড় করো।'

তার উত্তর হবে, 'তুমি কি জানো, আজকাল কোদালের কী দাম?'

দেখুন, সমৃদ্ধ হতে হলে আপনাকে অর্থ বিনিয়োগ করতে হবে। শিক্ষার

skillu.blogspot.com

জন্য যেসব উপকরণ দরকার: বই, টেপ বা ভিডিও সংগ্রহ করুন, কোন সেমিনারে অংশগ্রহণ করা সম্ভব হলে অংশ নিন। নিজের ভবিষ্যতের জন্য বিনিয়োগ করতে কার্পণ্য করবেন না।

জনাব শোফ শুরু থেকেই আমাকে বইপাঠের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বুঝিয়েছেন। তিনি বলতেন, 'স্বশিক্ষিত হও। প্রথাগত শিক্ষা তোমাকে প্রথাগত ফলাফল এনে দিবে। এর সাথে নিজের আয়ের দিকেও লক্ষ্য রাখো। যদি আরও বেশি পরিশ্রম করতে হয়, তো কর। যদি তুমি জীবন থেকে গড়পড়তার চেয়ে বেশি চাও, তবে তোমাকে অবশ্যই স্বশিক্ষিত হতে হবে।' তাই আমি তখন থেকেই আমার ব্যক্তিগত পাঠাগার গড়ার কাজে নেমে পড়লাম। এখন আমার বেশ সমৃদ্ধ একটি পাঠাগার আছে।

তিনি আমাকে শুরুতে কিছু বই পড়তে দিয়েছিলেন। এর মধ্যে আমাদের ধর্মগ্রন্থও ছিল, যেটা আমার কাছে আগে থেকেই ছিল। আমাদের ধর্ম নিয়ে আমার কাছে ৬৬ টি বই ছিল। আমার বাবা-মা দেখলেন যে এ বিষয়ে আমার ভালোই জ্ঞান আছে। আমার শুরুটা তাই মন্দ ছিল না। তবে জনাব শোফ চাইতেন আমি যেন নেপোলিয়ন হিলের *'থিংক এন্ড গ্রো রিচ'* বইটি ভালো করে পড়ি। আপনি যদি এখনও না পড়ে থাকেন, তো দ্রুত পড়া আরম্ভ করুন। (সাফল্য প্রকাশনী থেকেই নেপোলিয়ন হিলের *'থিংক এন্ড গ্রো রিচ'* বইটি প্রকাশিত হয়েছে। অনুবাদ ফজলে রাব্বি। ২০১৫ সাল থেকেই এর বাংলা অনুবাদ বাংলাদেশের পাঠক সমাজে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত।)

আমাকে এটা বহুবার পড়তে হয়েছে। জনাব শোফ বারবার বলতেন, 'দক্ষতা অর্জন করতে পুনরাবৃত্তি হচ্ছে মূল জিনিস।' আর আমার ব্যাংক একাউন্টের যে অবস্থা ছিল, তাতে আমার যে অনেক ধরনের দক্ষতার প্রয়োজন ছিল, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এখন যখন আমি আমার অতীতের দিকে তাকাই তখন মনে হয়, বইটি আমার কাছে ১০ লাখ টাকার সমান ছিল। এ থেকে আমি এক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা পাই। দাম ও মূল্যের মধ্যে যে কত বিশাল ফারাক থাকতে পারে তা আমি এখান থেকেই শিখি।

জনাব শোফের সাথে পরিচয়ের আগে আমি প্রত্যেকটি জিনিসের দাম জানতে চাইতাম। তিনি আমায় শিখিয়েছেন মূল্য সম্পর্কে। তিনি শিখিয়েছেন যেকোন জিনিসের মূল্য সম্পর্কে প্রশ্ন করতে। যখন থেকে দামের বদলে আমি মূল্য নিয়ে ভাবতে আরম্ভ করলাম তখন থেকেই আমার জীবন বদলাতে আরম্ভ করল।

sakib.blogspot.com

স্মরণ রাখবেন : আপনি তাই যা আপনি পাঠ করেন।

কারও সাথে দেখা করতে গেলে আমি আগে তার পাঠাগার দেখি। অযাচিত আড্ডার চেয়ে এতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি। পাঠাগারের মাধ্যমে আমি ব্যক্তির রুচি ও চিন্তাধারা সম্পর্কে ধারণা করতে পারি।

আপনার পাঠাগারটি আপনার সম্বন্ধে কী বলে? বই পড়া কোন অবসর সময়ের বিলাসিতা নয়। যারা জানতে আগ্রহী তাদের জন্য এটা ভীষণ দরকারি বিষয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ালেখা শেষ করে ভাবছেন যে আর পড়ার কিছু নেই। আমার অনেক বন্ধুই এটা ভাবত। এটি ভুল। পড়া আরম্ভ করুন। যেসব বই আপনার সম্ভাবনাকে সমৃদ্ধ হতে সাহায্য করবে সেগুলো বেশি বেশি করে পড়ুন।

আপনাকে সব বই পড়তে হবে না। সপ্তাহে দুইটি করে বই পড়ুন। এটা যদি বেশি মনে হয় তাহলে দুইটি পাতলা বই দিয়ে আরম্ভ করুন। ১০ বছর ধরে এভাবে পড়লে আপনার ১০,০০০ বই পড়া হয়ে যাবে। বইয়ের গভীর ও লুকায়িত জ্ঞান আপনার জীবনকে প্রভাবিত করবে।

এভাবে না পড়লে আপনি অন্য যেকোন ব্যক্তি থেকে পিছিয়ে যাবেন। এতে করে বাজারে টিকতে পারবেন না আপনি। অন্যরা আপনাকে চুইংগামের মতো চিবিয়ে ফেলে দিবে।

প্রয়োজনীয় জ্ঞানের অভাবে বহু সুযোগ হারাবেন। তখন জীবনের পথ পাড়ি দেওয়া কষ্টকর হয়ে যাবে। যে বই পড়া হয়নি তা আপনাকে সাহায্য করতে পারবে না। ঠিক আছে, আপনি হয়তো অনেক বেশি বই পড়তে পারবেন না। কিন্তু কিছু তো পাঠ করতে পারবেন।

শ্রবণ করা

শুনতে শুনতেও আপনি শিখতে পারেন। একটি বুদ্ধি দেই। একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে রাতের খাবারের দাওয়াত দিন। একজন দরিদ্র ব্যক্তির উচিত একজন ধনী ব্যক্তির পিছনে বিনিয়োগ করা। (আমরা প্রত্যেকেই কোন না কোন দিক দিয়ে কারও না কারও তুলনায় গরিব)। তারপর, আপনি তার কাছে থেকে অভিজ্ঞতার গল্প শুনবেন।

এটা করে দেখুন। দরকার হলে এক দুই হাজার টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগ করুন। প্রশ্ন করুন। মিনিট ১৫ ধরে সালাদ খেতে থাকুন, কথা বলতে থাকুন।

skillu.blogspot.com

৪৫ মিনিট পর্যন্ত কথোপকথন চালিয়ে যান। এরপর কিছু মিষ্টান্ন খান। যতটুকু সম্ভব সময় বাড়িয়ে নিন। কমপক্ষে ২ ঘণ্টা তাঁকে ধরে রাখুন। ২ ঘণ্টা কথা বলতে পারবেন এমন কাউকে পেলে তাঁর কাছ থেকে অনেক কিছু শিখতে পারবেন। এতে আপনার জীবন বদলে যাবে।

তবে গরিব কখনো ধনীকে আমন্ত্রণ জানায় না। এজন্যই হয়তো তারা গরিব। কেউ হয়তো বলবে, 'সে নিজেই তো ধনী। সে নিজে নিজের খাবার কিনে নিক। আমার এত টাকা নেই। আর তাছাড়া আমার জায়গায় তুমি থাকলে সারাদিন কাজ করে এসে প্রচণ্ড ক্লান্ত হয়ে পড়তে। যা একটু সময় পাওয়া যায় তাতে রাতের খাবার খাওয়া এবং একটু টিভি দেখে নিতে হয়। তারপর তো ঘুমের জন্য বিছানায় শুয়ে পড়তে হয়। একজন ধনী ব্যক্তির পিছনে ব্যয় করার মতো সময় কোথায়!' আর দেখবেন এই ব্যক্তিই মানুষের কাছ থেকে ধার করে চলছে। সে একজন ভালো কর্মী, পরিশ্রমী কর্মচারী। সে তার সারা জীবন খুব আন্তরিকতার সাথে কাজ করে গেছে। তবুও সে সুখী নয়। আপনাকে কেবল ভালো কর্মচারী হলেই হবে না, এরচেয়েও বেশি কিছু হতে হবে। আপনাকে একজন ভালো শ্রোতা হতে হবে। চিন্তা ভাবনা করে সময় বিনিয়োগ করতে হবে। কারণ বিনিয়োগ না করলে মুনাফা পাওয়া যায় না।

পর্যবেক্ষণ

শেখার তৃতীয় মাধ্যমটি হচ্ছে পর্যবেক্ষণ। এর মাধ্যমে আপনি অন্যের জীবন পর্যবেক্ষণ করে শিখতে পারেন। সফলদের দেখুন। কেন? কারণ, সফলতা সূত্র ফেলে যায়। দেখুন, একজন সফল ব্যক্তি অন্যের সাথে কী করে হাত মেলায়। দেখুন, তাঁরা কীভাবে প্রশ্ন করে। সফলতাকে তাঁরা অভ্যাসে পরিণত করেছে।

তাঁরা জয়ের নমুনা প্রতিষ্ঠা করে। যেমন ব্যর্থরা প্রতিষ্ঠা করে ব্যর্থতার নমুনা। সফলদের কাছ থেকে শিখুন কী করে অর্থের ঠিক ব্যবহার করতে হয় এবং জীবনাচারণের ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি।

সফল মানুষেরা প্রায়ই সেমিনারে বক্তৃতা করেন। সেখানে গিয়ে তাদের বক্তব্য শুনুন। সরাসরি শুনুন ও দেখুন। এটা ভিডিও বা অডিও টেপের চেয়ে অনেক ভালো কাজ করবে। একজন ভালো পর্যবেক্ষণকারী হোন। কোন সূত্র বাদ দিবেন না। কে জানে কোন সূত্র আপনার জীবন বদলে দিবে। (পর্যবেক্ষণ সম্পর্কে আরও জানতে পাঠ করুন রুসেল এইচ. কনওয়েল এর বই *অবজারভেশন*। অনুবাদ : ফজলে রাব্বি। ঢাকা, সাফল্য প্রকাশনী, ২০১৭।)

sklitu.blogspot.com

ভবিষ্যতের জন্য বিনিয়োগ

সুখ ও সমৃদ্ধি অর্জনের কৌশলগুলোর মধ্যে জ্ঞান অন্বেষণ একটি অন্যতম কৌশল। জ্ঞান অন্বেষণ করার চিন্তা একটি শক্তিশালী চেতনা। ধারাবাহিকভাবে, শৃঙ্খলাপূর্ণ ও উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করুন। তবে অন্য সবকিছুর মতো এখানেও কিছু খরচের বিষয় আছে। এখানে এসে অনেকে থেমে যায়। বিনিয়োগ না করলে শেখা যায় না। তিন রকম বিনিয়োগ আছে :

অর্থ বিনিয়োগ : বই ও অন্যান্য সামগ্রী কিনতে অর্থ খরচ হবে। এজন্যই আমি পরামর্শ দেই একটি অতিরিক্ত ফান্ড গঠন করুন যেখানকার অর্থ কেবল শেখার জন্য খরচ হবে। প্রতি মাসে আয়ের একটি অংশ আলাদা করে রাখুন। শেখার জন্য ব্যয় করুন। নিজের ভিতরের ঘুমন্ত দৈত্যকে জাগাতে খরচ করুন। টাকার পরিমাণ সামান্য, তবে সম্ভাবনার পরিমাণ অসীম।

সময় বিনিয়োগ : এটা বেশ গুরুত্ব বহন করে। কাউকে অর্থ বিনিয়োগের বিষয়ে বলার চাইতেও কঠিন হলো সময় বিনিয়োগ করতে বলা।

এখানে কোনও সংক্ষিপ্ত পথ নেই। যতক্ষণ পর্যন্ত না কোন যন্ত্র আপনার মস্তিষ্ক পর্যন্ত জ্ঞানটুকু পৌঁছে দিচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত সময় বিনিয়োগ করতেই হবে। বিনিয়োগ বেশি হলে ফলাফলও বেশি হবে। এখন বিনিয়োগ করা সময়টুকু হয়তো ভবিষ্যতের সমৃদ্ধির অণুঘটক হিসাবে কাজ করবে।

শ্রম বিনিয়োগ : আপনার শ্রমও চিন্তা ভাবনা করে বিনিয়োগ করতে হবে। সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি সুখ ও সম্পদ অর্জনে সেই সম্পর্কিত অতিরিক্ত শিক্ষাও অর্জন করতে হবে। সাধারণ শিক্ষার সাথে এইসব অতিরিক্ত শিক্ষার যথেষ্ট প্রভেদ আছে। আত্ম পর্যবেক্ষণ, পড়ালেখা করা অথবা অন্যকে পর্যবেক্ষণ যাই করুন না কেন আপনার শ্রমই আপনার শিক্ষাকে বেগবান করে তুলবে।

একটি মনোযোগী মন লক্ষ্য ভেদ করতে নির্গত হওয়া রাইফেলের গুলির মতো। আর এই মনোযোগের জন্য আপনার মধ্যে নিয়মিত প্রচেষ্টা চাই। আর এই প্রচেষ্টাই পারবে শস্যাগারের দরজা খুলে দিতে যেখানে আপনার সমস্ত শস্য বা ফলাফল জমা হবে।

sklitu.blogspot.com

তৃতীয় সূত্র

সুখ ও সমৃদ্ধি অর্জনের তৃতীয় সূত্র

কীভাবে পরিবর্তিত হতে হয় তা শেখা

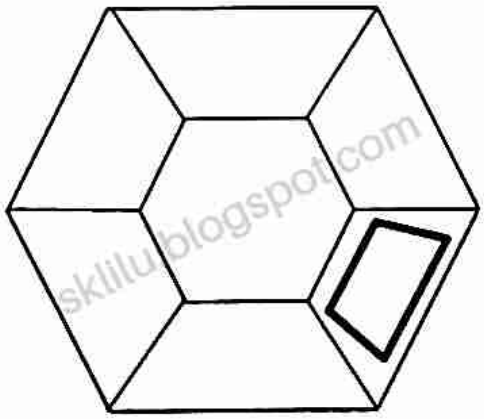

সুখ ও সমৃদ্ধি অর্জনের ৩য় সূত্র

৬

ব্যক্তিগত উন্নয়নের জাদু

একদিন জনাব শোফ বললেন, 'জিম, তুমি যদি তোমার জীবনে সুখী ও সমৃদ্ধশালী হতে চাও তবে এই নীতিটি সর্বদা স্মরণ রাখবে : নিজের কর্মক্ষেত্রের চেয়ে নিজের ব্যক্তি সত্তার উন্নতির ওপর বেশি শ্রম দিবে।'

সেই থেকে আমি আমার ব্যক্তিগত উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছি। এটা বেশ চ্যালেঞ্জিং কাজ। তবে কাজটি যত কঠিনই হোক না কেন এর ফলাফল সারাজীবন ধরে ভোগ করা যায়।

আসলে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হচ্ছে আপনি কী হয়ে উঠছেন। জীবনে উন্নত ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়ে ওঠা অন্য যেকোন সম্পদ বা সম্পত্তি পাওয়ার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ব্যক্তিগত উন্নয়নের শিক্ষা থেকে আপনি কী পাবেন তারচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে আপনি কী রকম পুরুষ হয়ে উঠলেন। কী হতে পারবেন আর কী পেতে পারেন এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে।

আমি কী পাচ্ছি? এই প্রশ্ন না করে আপনার প্রশ্ন হওয়া উচিত, আমি কী হতে পারছি? আপনি যা হবেন, আপনি তাই পাবেন। হওয়ার ওপর পাওয়া নির্ভরশীল। এভাবে চিন্তা করলে সুবিধা হবে।

আজকে আপনার কাছে যা কিছু সম্পদ, সম্পত্তি আছে, তার কারণ আপনি যে ব্যক্তি হিসাবে নিজেকে গড়ে তুলেছেন। আপনার ব্যক্তিত্বের অনুপাতেই আপনার সম্পদ, সম্পত্তি।

তাই সত্যটি হলো আপনার যা আছে তার চেয়ে বেশি পেতে চাইলে, আপনার নিজেকে ছাড়িয়ে যেতে হবে। এটা জীবনের এক চরম সত্য :

shilu.blogspot.com

> আপনি যদি আরও বেশি চান, তবে আপনার নিজেকে আরও বেশি সমৃদ্ধ করে তুলতে হবে।

এটা হতে পারে চারিত্রিক গুণাবলি, কোন বিশেষ দক্ষতা বা আচরণ সংক্রান্ত বিষয়। এখানে আপনার অনেক বেশি মনোযোগ দিতে হবে। অন্যথায় বর্তমানে যা কিছু আছে তাই নিয়ে সুখী থাকতে হবে। নিজেকে বদলাতে না পারলে প্রাপ্তির পরিমাণ আগের মতোই থাকবে।

আপনার আয় কখনোই আপনার আত্মোন্নয়নকে ছাড়িয়ে যেতে পারে না। কখনো কখনো আয় হঠাৎ করেই এক লাফে বেড়ে যায়। কিন্তু সাথে করে যে দায়িত্ব আনে তা যদি সামলানো না যায়। তবে তা আগের মতো হয়ে পড়ে। কেউ যদি আপনাকে একলাখ টাকা দেয় তো আপনি খুব দ্রুত লাখপতি হয়ে যাবেন। কিন্তু টাকাটা আপনি কতদিন ধরে রাখতে পারবেন? একবার এক ধনী লোক বলেছিলেন, 'যদি পৃথিবীর সব টাকা সংগ্রহ করে সবার মাঝে সমানভাবে ভাগ করে দেওয়া হয় তবে তা যে পকেটগুলোতে ছিল ঠিকই সেই পকেটেই আবার ফিরে আসবে।'

ব্যক্তিগত উন্নয়ন ছাড়া যা অর্জন করা হয় তা ধরে রাখা খুবই মুশকিল।

মূল্য

আমার বয়স যখন কম ছিল তখন আমি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ধাঁধার মধ্যে থাকতাম। ভেবে অবাক হতাম, একই কাজে কাউকে বিশ হাজার টাকা আর কাউকে চল্লিশ হাজার টাকা দেওয়ার কারণ কী! অথচ তারা উভয়ই একই প্রতিষ্ঠানে কাজ করে, একই ধরনের পণ্য নিয়ে কারবার করে এবং সম পরিমাণ বছর ধরে প্রতিষ্ঠানে কাজ করে যাচ্ছে।

কী অদ্ভুত তাই না? কেন একজন আরেকজনের থেকে দ্বিগুণ অর্থনৈতিক শক্তির অধিকারী? বিশ আর চল্লিশ হাজারের মধ্যে পার্থক্যই বা কতটুকু?

skillsblogspot.com

আমি চিন্তা করলাম, 'এটা আসলে সময়ের ব্যাপার। কেউ কেউ ভালো করে কারণ তার যথেষ্ট সময় আছে তাই। সুমি তো ভালো করবেই। কারণ তার যথেষ্ট সময় আছে। আমার যদি এমন সময় থাকতো তবে আমিও ভালো করতাম।' তখন আমি এভাবেই ভাবতাম। কিন্তু এটা সত্য নয়। আপনি অন্য কারও সময় পেতে পারেন না ...

একবার এক লোক আমাকে বলেছিল, 'আমি যদি আরও বেশি সময় পেতাম তাহলে আরও বেশি আয় করতে পারতাম।' আমি বলেছিলাম, 'তাহলে এটা ভুলে যাও। প্রত্যেকের সময়ই দিনে ২৪ ঘণ্টা। কমও না, বেশিও না।' যখন মধ্যরাতের ঘণ্টা বাজে, তখন এটা জানিয়ে দেয় যে সময় শেষ। আর সময় নেই। আপনি যদি দিনে ২৪ ঘণ্টার বেশিও চান, তাতে লাভ কী। আপনি কি তা পাবেন?

তাই যদি বেশি সময় তৈরি করতে না পারেন, তাহলে আর্থিক ফলাফলও প্রভাবিত হবে না। মূল্যই (value) কিন্তু পার্থক্য তৈরি করে। আপনি সময় তৈরি করতে পারবেন না, তবে মূল্য তৈরি করতে পারেন।

অর্থনীতিতে মূল্য (value) তৈরি করাই প্রাথমিক কাজ। আপনি যেখানেই কাজ করুন না কেন, আপনার তৈরিকৃত মূল্যের জন্যই বেতন পান। আপনাকে সময়ের জন্য অর্থ দেওয়া হয় না, অর্থ দেওয়া হয় মূল্য বা উৎপাদনশীলতার জন্য।

কেউ হয়তো বলল, 'এক মাসে আমাকে আট হাজার টাকা দেওয়া হয়।' এটা ঠিক নয়। এটি সত্য হলে সে তো বাসায় বসেই এক মাস সময় দিয়ে আট হাজার টাকা পেতে পারত। এক মাসের কাজের মাধ্যমে সে যতটুকু মূল্য তৈরি করে তার জন্যই আট হাজার টাকা প্রদান করা হয়। মূল্য পরিমাপের জন্য মাস হিসাব করা হয়।

এজন্য 'দ্বিগুণ মূল্য তৈরির বিনিময়ে দ্বিগুণ আয় করা কি সম্ভব? একই সময়ের মধ্যে তিনগুণ বা চারগুণ কাজ করে দেখানো কি সম্ভব?' প্রশ্নগুলো গুরুত্বপূর্ণ। এর উত্তর দেওয়া যায় এভাবে, 'অবশ্যই। আপনি আরও বেশি মূল্য (value) তৈরি করতে পারেন যদি... আপনি নিজের ব্যক্তিগত উন্নয়নে কাজ করেন। (এখানে একটি 'যদি' আছে। জীবন নিজেই একটি বড় 'যদি'। হ্যারি ট্রুম্যান একবার বলেছিলেন, 'জীবন যদিময়।')

এখানেই মানুষ বিভ্রান্ত হয়। একজন বলল, 'আমার ১০ বছর কাজের

skilu.blogspot.com

অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও ভালো করতে পারছি না।' আসলে তার ১০ বছরের অভিজ্ঞতা নয়, ছিল এক বছরের অভিজ্ঞতা। সে ঐটাই ঘুরেফিরে ১০ বছর কাজে লাগিয়েছে। নাহলে সে বাকি ৯ বছরে নিশ্চয় উন্নতি করতে পারত।

সবাই বেশি বেশি টাকা উপার্জন করতে চায়। কিন্তু বেশিরভাগই ভুল জায়গায় খোঁজে। আমাদের কর্মচারী বন্ধু হয়তো বলবে, 'সব দোষ মালিকের। আমি আমার মালিকের অধীনে কাজ করছি। আরও বেশি টাকা আয় করতে তাকে তুষ্ট করতে হবে। যদিও মালিক খুব দুষ্ট প্রকৃতির। আমি তাকে কখনো খুশি হতে দেখিনি। খুশি হয়ে কারও বেতন তিনগুণ করে দিল, তাও দেখিনি।'

কেউ হয়তো বেতন বাড়ানোর জন্য আন্দোলন করতে চায়। একবার আন্দোলন শুরু হলে পরেরবারও এটা বজায় রাখতে হবে। এতে খুব বেশি বেতন বাড়ে না। এই কৌশলটি ভুলে যান।

আপনি হয়তো কোনভাবে জীবন চালিয়ে নিবেন। কিন্তু, আপনার জন্য আরও বেশি কিছু আছে। কোন রকমে জীবন চালানোর জন্য আপনি নিশ্চয় এই বই পড়ছেন না। আপনি খুব ভালো করে জীবন অতিবাহিত করতে চান। তাই না?

আমি এমন কিছু বিক্রয়কর্মীকে জানি যারা হঠাৎ কোন সুযোগের আশায় থাকে। তারা বলে, 'আমরা কোন বিক্রয় সংক্রান্ত বই থেকে এর সমস্ত কৌশল শিখে নেব। ফলে আমাদের আয় বেড়ে যাবে বহুগুণ।' আপনিও চেষ্টা করে দেখতে পারেন। কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা বলে আপনি যদি ঠিকভাবে মূল্য (value) না দেন, তবে আপনার যা বেতন আছে ভবিষ্যতে তাও পাবেন না।

আপনি ধূর্ততার সাথে কাজ করে গেলেন, তা কিন্তু মূল বিষয় নয়। অথবা আপনি যে দাবি-দাওয়া চাইলেন তার কতটুকু পেলেন তাও মুখ্য নয়। বরং বাহিরাগত একটি কাজ ঠিকভাবে করার জন্য আপনি নিজের ভিতর কতটুকু কাজ করলেন তাই বড়।

একসময় আমি চিন্তা করতাম কার্যক্ষমতা বুঝি বিভিন্ন বহিরাগত কারণে ঘটে থাকে। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে আমি আবিষ্কার করলাম, সত্যিকারের কার্যক্ষমতা আসে মূলত তাদের ভিতর থেকে যাদের ভিতরে উপযুক্ত দক্ষতা আছে। (এ তো স্বাভাবিক চিন্তা যে আখের মধ্যে যদি রস নাই থাকে, তবে তাকে যতই নিংড়ানো হোক না কেন, তাতে কোন রস বের হবে না।) আগে

sklilu.blogspot.co m

আমি সর্বদাই বাইরের বিষয়গুলো নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলাম। তারপর আমি শিখলাম যে সুখ ও সাফল্যের বিষয়গুলো বাইরে পাওয়া যায় না; বরং এগুলো এমন ধরনের গুণাবলি, মূল্য (value) বা উপাদান যা গঠন করতে হয়।

মানুষ প্রায়ই আমাকে জিজ্ঞেস করে, 'আমার আয় সাধারণের চেয়ে বেশি কীভাবে বাড়ান যায়?' আমার উত্তরটি হলো, 'গড়পড়তা আয়ের চেয়ে বেশি আয় করতে হলে নিজেকেও গড়পড়তা মানুষের চেয়ে উন্নত করতে হবে।' কীভাবে?

যারা শুরু করছেন মাত্র তাদেরকে বলব, 'আপনারা মানুষের সাথে যে হাত মেলান, যাকে ইংরেজিকে হ্যান্ডশেক বলে, এই হাত মেলানোর ধরনটি বদলে ফেলুন। প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে কাজ করুন। কোন কোন মানুষ বলবে আমি উন্নতি করতে চাই। অথচ তিনি হাত মেলানোর মতো ছোট্ট কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ কাজে উন্নত হতে অনাগ্রহী। (তার সাথে হাত মেলালে মনে হবে দুর্বল। উৎসাহ, আগ্রহ ও শক্তির অভাব। যেন কোন রকমে হাতটি মিলিয়েই চলে যেতে চায়।) ব্যাপারটি তারা বুঝতেও চায় না। কিন্তু আপনি, যিনি গড়পড়তা মানুষের চেয়ে উন্নত হতে চান, তাকে অবশ্যই এসব বিষয়ে উন্নত হতে হবে। তারপর আপনার গড়পড়তা হাসির ওপর কাজ করুন। মানুষের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠুন। তাকে দিয়ে নিজের কাজ করিয়ে নেওয়ার জন্য নয়। বরং তাকে জানার জন্য, সত্যিকার অর্থে, আন্তরিকতার সাথে মানুষের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠুন। গড়পড়তা আকাঙ্ক্ষার চেয়ে বেশি চান। জীবনে উন্নতি করতে, জয়ী হতে নিজের আকাঙ্ক্ষাকে গড়পড়তার চেয়ে বেশি তীব্র করে তুলুন। দেখবেন, সবকিছু বদলে গেছে।

এরচেয়ে মন্দ কিছু আর নেই, যিনি গড়পড়তার উপরে চাকরি চান এবং গড়পড়তার উপরে বেতন চান, অথচ তার কার্যক্ষমতা গড়পড়তার উপরে নয়। আমি একে হতাশা বলি। (সাধারণ কার্যক্ষমতা নিয়ে অনেকেই উঁচু পদ ও বেশি বেতন আশা করে। এখান থেকেই হতাশার সৃষ্টি হয়। উঁচু পদ মানে বেশি দায়িত্ব, আর যে ব্যক্তি বেশি দায়িত্ব সম্পন্ন করতে পারে তাকেই তো বেশি বেতন দেওয়া হয়। কিন্তু যার কার্যক্ষমতা সাধারণ, সে যখন তার নিজের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি করার বদলে উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সুবিধাদি ভোগ করতে আগ্রহী হয়ে ওঠে, তখন থেকেই তার মধ্যে হতাশার সৃষ্টি হয়।)

আগে আমিও এমন চিন্তা করতাম। চিন্তা করতাম, 'দিন বদলাবে। নতুন দিন আসবে। যখন আমার আর কোন সমস্যা থাকবে না। পরিস্থিতির বদল

sktu.blogspot.com

ঘটবে, সময়ের পরিবর্তন হবে এবং আমার অবস্থার উন্নতি হবে।' ভাগ্য ভালো পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়নি। হলে আমি আমার অযোগ্যতা নিয়ে বেশি দিন কর্মক্ষেত্রে থাকতে পারতাম না। কিন্তু যখনই আমি বুঝতে পারলাম, আমার আশা দুরাশা, কোন কিছুই পরিবর্তন হতে যাচ্ছে না, তখন থেকেই আমার মনে হলো আমি বানের জলে ভেসে যাচ্ছি।

হুনুলুলুতে আমি একটি তেল কোম্পানি আয়োজিত সেমিনারে অংশ নিয়েছিলাম। এখানে সারা বিশ্বের তেল কোম্পানিগুলোর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ যোগ দিয়েছিলেন। একজন বলেছিলেন, 'জনাব রন, আপনি বিশ্বের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকে চেনেন। পরবর্তী ১০ বছর কীভাবে কাটবে বলে আপনি মনে করেন?'

আমার উত্তর ছিল, 'হ্যাঁ, আমি এমন অনেককেই চিনি। আমি আপনাদেরকে বলতে পারি পরবর্তী ১০ বছরে আসলে কী ঘটবে। আসলে যেমন চলছে তেমনই চলবে।'

এটা অনেককেই অবাক করেছিল। কিন্তু যা সত্য আমি তাই বলেছিলাম।

ঢেউ আসে আবার চলেও যায়। ৬,০০০ বা তারও বেশি বছর ধরে এটা এভাবেই চলছে। আলোর পর আঁধার আসে, আর আঁধারের পর আলো। এটা এখন আর আমাদের বিস্মিত করে না।

হেমন্তের পর শীত আসে। প্রত্যেকবারই এমন হয়। গত ৬,০০০ বছর ধরেই এমন হচ্ছে।

কোন শীতকাল দীর্ঘ, কোনটা-বা সংক্ষিপ্ত; কোনটা কঠিন কোনটা সহজ। যেমনই হোক প্রতিবার হেমন্তের পরেই শীত আসে। এর কোন ব্যত্যয় নেই।

কখনো বুঝতে পারবেন, কখনো পারবেন না। কখনো পথ সহজ মনে হবে, কখনো-বা বন্ধুর। পরিবর্তন কখনো আপনাআপনি হবে না। এটা এমনই।

কেউ যদি জিজ্ঞেস করে, 'আমার জীবন বদলাবে কী করে?' উত্তরটা হবে, 'আপনি বদলালেই আপনার জীবন বদলাবে।'

সবার প্রতিই আমার পরামর্শ হলো, 'যখন নিজে আরও উন্নত হবেন, আপনার জীবনও তখন উন্নত হবে।' উন্নতি কিন্তু চাইলেই ঘটে না। উন্নতি

sakib.blogspot.com

এমন এক জিনিস যার জন্য আপনার স্বীয় চেষ্টা দরকার। আপনি নিজে যখন উন্নত হবেন, তখনই কেবল আপনার উন্নতি ঘটবে।

জীবনের মৌসুম

এখানে দুইটি বিষয় জড়িত।

প্রথমটি হলো, 'জীবন আর বাণিজ্য দু'টোই ঋতুর (মৌসুমের) মতো।'

দ্বিতীয়টি হলো, 'ঋতু বদলানো না গেলেও নিজেকে বদলানো যায়।'

চলুন দেখি জীবনের ঋতুগুলো বা মৌসুমগুলো কীভাবে সামলানো যায়:

শীতকাল হচ্ছে শক্তি অর্জনের সময়

প্রথম ও প্রধানত শিখুন কী করে শীতকালকে সামলানো যায়। এটি বিভিন্ন রকম হতে পারে। শীতকাল বলতে এখানে কঠিন পরিস্থিতি বোঝানো হচ্ছে। অর্থনৈতিক মন্দা চললে সেটা আর্থিক শীতকাল, অসুখ করলে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত শীতকাল, কষ্ট পেলে সেটা ব্যক্তিগত শীতকাল। শীতকাল হলো কষ্ট ও একাকীত্বের সময়।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি হলো, আপনি একে সামলাবেন কী করে? কেউ কেউ শীতকালকে ভুলে যাওয়ার ভান করে, ঠিক যেন বাচ্চাদের মতো। কিন্তু এতে কিছুই হয় না।

এ সময় বুদ্ধিমানরা কী করে? তারা আরও শক্তি অর্জনের চেষ্টা করে। শীতকালকে ব্যক্তিগত উন্নয়নে ব্যবহার করাটি কিন্তু মন্দ কোন কাজ নয়।

এটা বোঝার আগে আমি শীতকাল এলেই গ্রীষ্মের জন্য অপেক্ষা করতাম। কিছুই বুঝতে পারতাম না।

জনাব শোফ আমাকে বললেন, 'সমস্যায় পড়লে কখনো চিন্তা করবে না, আমার সাথেই কেন ঘটল; বরং আরও শক্তি অর্জন করার চিন্তা করবে। জীবনে সমস্যা যেন কম হয় এ প্রত্যাশা করো না; প্রত্যাশা করো যেন তোমার সমস্যা সমাধানের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। চ্যালেঞ্জ কম চেয় না, বেশি বুদ্ধি চাও।' তখন থেকে শীতকে স্বাগতম না জানালেও বসন্তের জন্য শীতকে ব্যবহার করতে শিখলাম। কারণ, শীতের পরই বসন্ত আসে।

skillbd.blogspot.com

বসন্তকাল হচ্ছে ফসল তোলার সময়

বসন্তের সময় থেকে সুবিধা নিতে শিখুন। কষ্টের পর সুখ আসে। মন্দার পর বাজার ফুলে-ফেঁপে ওঠে, ঠিক ঘড়ির মতো। সৃষ্টিকর্তা আসলেই অসাধারণ।

'সুবিধা' নেওয়া মানে কী? বসন্তের মনোরম আবহাওয়া যাতে আপনাকে প্রলুব্ধ করতে না পারে সে বিষয়ে খেয়াল রাখুন। হেমন্তে বীজ বপন করুন। প্রত্যেকেই কোন না কোন বিষয়ে দক্ষ হয়ে উঠতে হবে। কাউকে বসন্তে গাছ লাগাতে ওস্তাদ হতে হবে আবার কেউ হেমন্তে গর্ত করতে ওস্তাদ হতে হবে। সুতরাং বসন্তে কাজ করুন। সব বসন্তকে কাজে লাগানো যাবে না, যতগুলো পারবেন, কাজে লাগান। বিটলস্ লিখেছিল, 'জীবন খুব ছোট।' আর নিউ ইয়র্কের রাস্তায় জন লেননের জন্য জীবন অতিরিক্ত ছোট।

গ্রীষ্মকাল হচ্ছে যত্ন নেওয়ার সময়

গরমকালে নিজের ফসলের যত্ন নিতে হবে। এসময় পোকামাকড় ও ঘাস আপনার ফসলকে আক্রমণ করবে। প্রতিরোধ করতে না পারলে ফসল নষ্ট হবে।

সব রকম প্রতিবন্ধকতা থেকে ফসলকে বাঁচানো শিখতে হবে। এটাই গ্রীষ্মের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষা।

এ সময়ে আপনি দুই রকম বাস্তবতা শিখতে পারবেন। প্রথমত, সব ভালো জিনিসই আক্রমণের শিকার হয়। কারণ জানতে চাইবেন না। আমি ঠিক জানি না এরকম কেন হয়। তবে এটা সত্য। প্রতিটি বাগানই আক্রমণের মুখে পতিত হয়। কারণ না বোঝা স্বাভাবিক বটে।

দ্বিতীয়ত, আপনি শিখতে পারবেন, প্রতিটি মূল্যবোধকে বাঁচাতে হয়। সামাজিক, রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক সব মূল্যবোধকেই বাঁচাতে হয়। গ্রীষ্মকালে প্রতিটি বাগানের খেয়াল রাখতে হয়। যদি না আপনি নিজের মূল্যবোধগুলো বাঁচাতে পারেন, আপনার কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।

হেমন্তকাল হচ্ছে দায়িত্ব নেওয়ার সময়

গ্রীষ্মকাল আর শীতকালের ফল পাওয়া যায় এ সময়। ফসলের জন্য কতটুকু দায়িত্ববোধ আছে তা দিয়ে আমাদের প্রাপ্তবয়স্কতা পরিমাপ করা যায়।

ফলাফল যাই হোক না কেন, তার জন্য সম্পূর্ণ দায়িত্ব নেওয়া উচিত।

sklitu.blogspot.com

এ সময়ে আপনি কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে পদার্পণ করবেন।

কোন অভিযোগ বা ক্ষমা প্রার্থনা ছাড়াই হেমন্তকালকে স্বাগতম জানান। যদিও এটা সহজ নয়। তবে বুদ্ধিমানরা এটাই করে। এ ক্ষেত্রে আমি বহু সমস্যার সম্মুখীন হতাম। কেউ জিজ্ঞেস করলেই আমি কতগুলো কারণ দাঁড় করাতাম। সেই তালিকার নাম ছিল, 'ভালো না করার কারণসমূহ।' এতে কিছু অভিযোগও থাকত।

আমি সরকারকে দোষ দিতাম। এটা আমার তালিকার শুরুতেই থাকত। শুল্কবিভাগকে দোষারোপ করতাম। পণ্যের দাম, আবহাওয়া, যানজট, আমার গাড়ি, উৎপাদনকারী, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, সমাজ সবাইকে দোষ দিতাম। আমি ভাবতাম, ভালোভাবে কাজ না করার পিছনে আমার অনেক যৌক্তিক কারণ আছে।

জনাব শোফ অনেক দয়ালু একজন লোক, কিন্তু কাটখোট্টাও বটে। একদিন তিনি বেশ কৌতুহলীভাবে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'জিম, একটা কথা জানতে ইচ্ছা করছে। আমাকে বল তো এখন পর্যন্ত তুমি উন্নতি করতে পারছ না কেন?'

চমৎকার প্রশ্ন, তাই না?

আমি তখন না পারার কারণগুলো বললাম। তখন কেমন করে সেই সাহস অর্জন করেছিলাম জানি না। তবে বলেছিলাম। আমার তালিকায় যেসব কারণ ছিল, সব বলেছিলাম। তিনি ধৈর্য ধরে শুনেছেন। আমার তালিকায় চোখ বুলিয়ে বললেন, 'তোমার তালিকায় একটি ছোট্ট ভুল আছে। এখানে তুমি নেই।'

সাথে সাথে আমি পুরো তালিকাটা ছিঁড়ে ফেলে নতুন তালিকা করতে শুরু করলাম। এবার সবার আগে লিখলাম, 'আমি।'

নিগ্রোদের একটি দোয়া আছে, 'বাবা-মা, ভাই-বোন কেউ নয়, কেবল আমি। হে আল্লাহ, আমি তোমার সামনে দাঁড়িয়ে আছি। অসহায় ও নিঃস্ব অবস্থায়। আমাকে সাহায্য করো।' আমি সচেতনতার অভাবে আমার বাইরের সবকিছুকে দায়ী করতাম। অথচ সমস্যা ছিল আমার নিজের মধ্যে।

বাহ্যিক ঘটনা আমাদের জীবনের ফলাফল নির্ধারণ করে না। যা ঘটে তা তো ঘটেই। তা সবার সাথেই ঘটে। এর কোন ব্যতিক্রম নেই।

skitab.blogspot.com

দুই ভাইয়ের বাবা ছিল মদ্যপ। দুই ভাইয়ের মধ্যে একজন হয়েছিল অপরাধী আরেকজন বিচারক। একই ঘটনার দুই রকম ফলাফল। কী করে তা হলো? আসলে ঘটনা কী ঘটে সেটা বড় কিছু নয়, তারচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে যা ঘটে সেই ব্যাপারে আমার আপনার প্রতিক্রিয়া কী তাই। জীবনে তো কতকিছুই ঘটে এবং ঘটবে। আমার সাথে, আপনার সাথে, সবার সাথেই নানান বিচিত্র ঘটনা ঘটে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের প্রতিক্রিয়া কেমন হবে?

আপনারা কখনো 'মার্ফির সূত্র' সম্পর্কে শুনেছেন? মার্ফির সূত্র হচ্ছে, 'ভুল হবার সম্ভাবনা যদি থাকে, তবে তা ঘটবেই।' আসলেই তাই। এমনটা আমার সাথেও ঘটেছে। বহুবার অবাক হয়েছি। একবার বিশ লাখ টাকার সম্ভাবনা হারিয়েছিলাম। ভয়ংকর ঘটনা! (এটা থেকে উদ্ধার পেতে আমার অনেক সময় লেগেছিল।)

আমাকে বলতেই হবে কিছু লোকের জন্য ঘানি টানাই যথেষ্ট নয়। আমার অবস্থাও এমন ছিল। যে কোন সময় আপনার সব অর্জন ধুলিস্যাৎ হতে পারে। এমন সময়ও আসতে পারে যখন আপনি কপর্দকশূন্য হয়ে পড়বেন। আমারও এমন সময় গেছে। তখন আমি ঋণগ্রস্ত হয়েছিলাম। এমনই হয়।

প্রত্যেকেরই আলাদা আলাদা গল্প আছে। কেউ হয়তো বলবে, 'কিন্তু আপনি আমার দুর্দশা অনুমানও করতে পারবেন না।' আরে ভাই, প্রত্যেকেরই দুর্দশা থাকে। আপনি কি মনে করেন, দুর্দশা কেবল আপনার জন্য বিশেষ উপহার? মোটেই না। এখন প্রশ্ন হলো, তাহলে আপনি কী করবেন?

আপনার সীমা যখন আপনি নিজেই আরোপ করেন

(স্ব-আরোপিত সীমাবদ্ধতা)

আমরা নিজেরা নিজেদের ওপর কিছু সীমাবদ্ধতা আরোপ করি। এগুলো আমাদের উন্নতি ব্যাহত করে। তিন রকম স্ব-আরোপিত সীমাবদ্ধতা রয়েছে। চলুন দেখে নিই।

প্রথমটি হলো গড়িমসি করা। এটা সবচেয়ে ভয়াবহ। আমরা যখন ছোট ছোট কাজগুলো জমিয়ে রাখি তখন একে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় না। কাজগুলো যখন জমে পাহাড়সম হয়ে পড়ে, তখন? নিঃসন্দেহে মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে হয়।

sklilu.blogspot.com

দোষারোপ করা হলো আরেকটি সীমাবদ্ধতা। এটা প্রায় সবাই করে। অন্যকে দোষ দেওয়ার ইতিহাস বেশ লম্বা। আপেল বাগানে গিয়ে লোকটি বলেছিল, 'এই মহিলার জন্যই আমি এখানে এসেছি।' আর ভদ্রমহিলা দোষ দিয়েছিলেন সাপকে।

আমরা কেন সবসময় অন্যের দিকে আঙুল তুলি? কারণ আমরা আমাদের অহংকে বাঁচাতে চাই। এভাবে আমরা যখন বাইরের কারণগুলোর প্রতি আঙুল তুলি, আমরা নিজেদের দুর্বলতা ও ব্যর্থতাকে ঢেকে দেই। ঠিক এই কারণেই আমি আমার অজুহাতের তালিকাটিকে এত পছন্দ করতাম।

আমার তালিকার সবচেয়ে বড় অজুহাত ছিল জিনিসপত্রের অনেক বেশি দাম নিয়ে। একদিন এমন অজুহাত দেওয়াতে জনাব শোফ বললেন, 'শোন জিম, দাম কোন কারণ নয়। কারণ হলো তোমার সামর্থ্য না থাকা।' তিনি ঠিকই বলেছিলেন।

আসলে দাম কোন সমস্যা নয়। আপনি যদি আপনার দায়িত্বগুলো সর্বদা এড়িয়ে চলেন, তবে আপনি সবসময়ই হতাশা ও দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে থাকবেন। আপনার ক্রয় করার সামর্থ্যও কখনো বাড়বে না। কিন্তু আপনি যখন 'অন্যের' পরিবর্তে 'নিজের' ওপর দায়িত্ব নিবেন তখন দেখবেন আপনার ব্যক্তিগত উন্নয়ন ও অধিক আয়ের ঢেউ বয়ে যাচ্ছে।

অজুহাত হলো তৃতীয় সীমাবদ্ধতা। দোষারোপের সাথে এর মিল আছে। ভাবুন কত রকম অজুহাত আছে। লাখ! লাখ! মানুষ এর চেয়েও বেশি অজুহাত দেয়। সত্যকে স্বীকার করতে ভয় পায় বলেই এটা করে। আমার মনে হয় লাখ টাকা আয় করার চেয়ে লাখো অজুহাত দিয়ে কারও কারও জীবন কেটে যায়। (টাকা ও অজুহাত একত্রে বাস করতে পারে না।)

এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে, নিজের উন্নতির জন্য কী করবেন? আপনাকে অবশ্যই এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া উচিত। এসব সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্তি পেতে না পারলে পাঁচ বছর পরও আপনি একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকবেন। আপনার বয়সও বেড়ে যাবে পাঁচ বছর। দায়িত্ব নিয়ে এসব সীমাবদ্ধতাকে ঝেড়ে ফেলতে পারলে আপনি পাঁচ বছর এগিয়ে থাকতে পারবেন। অসাধারণ, তাই না?

অনেকেই আছেন যাদের নিজস্ব দক্ষতায় বিশ্বাস নেই। তারা প্রায়ই ভাবেন, 'আমি কি এটা করতে পারব? জীবন বদলাতে কী করা উচিত?'

sklitu.blogspot.com

বিস্তারিতভাবে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করি। আপনি সবচেয়ে গুরুত্ববাহী কাজটিই করতে পারেন। আপনার জীবনে যত সমস্যাই থাকুক না কেন। মানুষ চাইলে অনেক কিছু করতে পারে। একজন মা তাঁর সন্তানকে বাঁচাতে দুই টন ওজনের গাড়ি সরিয়ে ফেলে, জেলের মধ্যে অসুস্থ একজন না খেয়েও বেঁচেছিল একদিন তাঁর পরিবারকে দেখার আশায়। অভিবাসীরা থালাবাসন ধুয়ে টাকা উপার্জনের মাধ্যমে নতুন জীবন শুরু করে। সঞ্চয় করে পাঁচ বছরের মধ্যে নিজেদের ব্যবসা আরম্ভ করে। অবিশ্বাস্য!

আমি এও দেখেছি যে শিশুদেরও যদি গুরুত্বপূর্ণ কিছু করতে দেওয়া হয়, তবে তারাও অবিশ্বাস্য সাফল্য লাভ করতে পারে। টিভি থেকে দূরে সরিয়ে তাদের দেহ ও মনকে এভাবে গঠন করুন, তারা উল্লেখযোগ্য মানুষ হয়ে উঠবে।

মানুষ পারে কারণ তার সম্ভাবনা আছে। আপনি অ্যামিবা, মাছ, পাখি বা কুকুর নন। আমরা শূন্য থেকে পূর্ণ করতে পারি। বিপর্যয়কে সৌভাগ্যে পরিণত করতে পারি। অন্যদিকে একটি কুকুর যেখান থেকে শুরু করবে সেখানেই থেকে যাবে। কারণ, সে একটি কুকুর। তার সৃজনশীল ক্ষমতা নেই।

নিজের সম্ভাবনাকে আঁকড়ে ধরুন। নিজের ভিতরে ডুব দিয়ে রত্ন তুলে আনুন। সেখানেই সম্পদ আছে। কেবল খুঁজে আনার অপেক্ষা। যখন তা আনতে পারবেন তখন যা খুশি পরিবর্তন করতে পারবেন। যদি পছন্দ না হয় বদলে ফেলুন। যদি পর্যাপ্ত না হয় বদলে ফেলুন। আপনাকে না মানালে বদলে ফেলুন। আনন্দ না দিলে বদলে ফেলুন।

জীবনে উত্তম কিছু চাইলে সবকিছু বদলাতে পারেন। এর শুরুটা করতে হবে আপনার নিজেকে দিয়ে। আপনি যখন উন্নতির জন্য নিজের ব্যক্তিগত উন্নয়ন ঘটাবেন, দেখবেন আশেপাশের সবকিছুরই উন্নতি ঘটছে। আপনি কোন গাছ বা পশু নন যে আপনাকে প্রকৃতির ওপর নির্ভর করতে হবে। আপনি মানুষ, সৃষ্টির সেরা জীব।

তবে কেবল বই পাঠেই তো বদলানো যাবে না। এরচেয়েও বেশি কিছু দরকার। কী লাগবে? প্রথমে বলব কী কী করা উচিত না...

কেউ হয়তো বলবে, আগ্রহই পার্থক্য গড়ে দেয়। আজকাল আগ্রহ নিয়ে অনেক আলোচনা শোনা যায়। সেই পুরাতন বাণী, দিচ্ছে নতুন

sklitu.blogspot.com

লোকজন। কেবল আগ্রহ আপনাকে সাহায্য করতে পারবে না। দুঃখিত! আরও কিছু করতে হবে। না হলে বদলানো যাবে না। একজন দুইশত পাউন্ড ওজন তোলার কথা ভাবতে গিয়ে রোমাঞ্চিত হতে পারে। কিন্তু যখন জিমে গিয়ে ট্রেনিং নিয়ে এটা করতে পারবে, তখনকার অনুভূতি নিঃসন্দেহে অন্যরকম। এ ধরণের রোমাঞ্চকে বলে শৃঙ্খলা। এর মাধ্যমে সত্যিকার উন্নতি সম্ভব। উন্নতির জন্য শৃঙ্খলা দরকার। শৃঙ্খলাপূর্ণ কাজের মাধ্যমে আপনি রোমাঞ্চ অনুভব করবেন।

কীভাবে পরিবর্তন ঘটে

অভ্যাস বদলানো খুবই কষ্টকর। আমরা তখনই আমাদের অভ্যাস পরিবর্তন করতে পারি যখন আমরা আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করি। আমরা অনেকেই পরিবর্তনের তীব্র অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হই না। কারণ পরিবর্তনটি ঘটে খুব আস্তে আস্তে, অনেকটা নীরবে নিভৃতে। আমরা শুধু সঠিক পথের দিকে চোখ রেখে ভালো অভ্যাস গঠনের চেষ্টা করবো, ছোট-খাটো দুই একটি পরিবর্তন করবো, দেখবো এই পরিবর্তনগুলোই আমাদের জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন এনে দিয়েছে।

ব্যক্তিগত উন্নয়নের তিনটি ক্ষেত্র

আপনার ব্যক্তিগত উন্নয়নের অভিযানে আপনাকে তিনটি ক্ষেত্র বিবেচনায় রাখতে হবে। এগুলো হলো : আপনাকে আধ্যাত্মিকভাবে, শারীরিকভাবে এবং মানসিকভাবে উন্নয়ন ঘটাতে হবে।

আধ্যাত্মিক উন্নয়ন

আমি এক্ষেত্রে খুব বেশি বিজ্ঞ নই। কারণ, আল্লাহর প্রতি প্রবল ভক্তির মধ্য দিয়ে আমি বেড়ে উঠেছি। আমার বাবা একজন ধর্মগুরু। আমি ছোটবেলা থেকেই সৃষ্টিকে ভালোবেসে প্রতিপালিত হয়েছি। আপনার ধর্ম যাই হোক না কেন (বইটি সব ধর্ম ও বিশ্বাসী মানুষের জন্য), নিজে নিজে মূল্যায়ন করুন এই স্থানে উন্নয়নের জন্য কী কী দরকার। সুখ ও সমৃদ্ধির জন্য আপনার কৌতুহলের একটা শক্ত ভিত্তি তৈরি করে দিবে আধ্যাত্মিক ও নৈতিক মূল্যবোধ।

skilu.blogspot.com

শারীরিক উন্নয়ন

ধর্মগ্রন্থে আছে, আমাদের শরীরকে প্রার্থনাগৃহের মতো মনে করা উচিত। আমি মনে করি একে সাজানোর জন্য আমাদের ঠিক পোশাক পরিধান করা উচিত।

বেশভূষা দ্বারাও আমাদের কর্মদক্ষতা প্রভাবিত হয়। মানুষের জন্য আমাদের বাইরের পোশাক পরিচ্ছদের যত্ন নিতে হয় আর সৃষ্টিকর্তার জন্য ভিতরের। মানুষ তাৎক্ষণিকভাবে বাইরেরটাই দেখে আর বিধাতা দেখেন অন্তর। আপনি হয়তো ভাবছেন অন্যরা আপনার আচার-আচরণ, বেশভূষা দিয়ে আপনাকে বিচার করে না। কিন্তু, এটা সত্য নয়। আগে দর্শনধারী পরে গুণবিচারী। তাই আপনার বাহিরটাও ফিটফাট রাখতে হবে। এ বিষয়ে আরও জানতে চাইলে বই পড়তে পারেন। বাজারে এ সম্পর্কে অনেক বই পাওয়া যাবে। শারীরিক উন্নতির জন্য কাজ করার আরও একটি কারণ হলো স্বাস্থ্যবান ও সুগঠিত থাকা। দেহ ও মন একসাথে কাজ করে। মনের শক্তির জন্য দেহের সুস্থ থাকা দরকার। আপনি কি প্রতিদিন দেহের যত্ন নেন? ব্যায়াম করেন? না করলে আজই আরম্ভ করুন। খাদ্য তালিকা তৈরি করে তা অনুসরণ করুন, শারীরিক কসরত করুন। নিজ দেহকে সুগঠিত রাখুন। এতে করে দেহ সদা সতেজ ও প্রাণবন্ত থাকবে।

মানসিক উন্নয়ন

বেশিরভাগ মানুষেরই মানসিক উন্নয়ন শৈশবেই থেমে যায়। আপনি কি কখনো শিক্ষারেখার নাম শুনেছেন? জন্মের পর থেকে ১৮ বছরের মধ্যে এই রেখাটি পরিবর্তিত হয়। শুরুর দিকে এটা বেশ উঁচুতে থাকে। বড় হওয়ার সাথে সাথে এটা নিচে নামতে আরম্ভ করে।

অতীতে আপনি যদি গড়পড়তা জীবন চাইতেন, তাও মেনে নেওয়া যেত। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর কয়েক দশক ধরে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ঘটার সাথে সাথে এর চিত্রও পাল্টে গেছে। শিক্ষার ধারাবাহিক চাহিদা বেড়ে গেছে। প্রযুক্তির ধরন বদলে যাওয়ায় একই কাজ ৪০ বছর ধরে একই রকমভাবে করে যাওয়া সম্ভব নয়। আপনি যদি চিন্তা করেন যে কাজ আমার দাদা করে গেছেন, যে কাজ আমার বাবা করেছেন, সেই কাজ আমিও করে যাব, তবে আপনার জন্য এটা দুঃসংবাদই বটে। এমন মানসিকতার আজকে কোন জায়গা নেই। আপনাকে প্রতিনিয়ত উন্নত হতে হবে। এজন্য আপনাকে জানতে হবে, শিখতে হবে।

skillbloospot.com

আপনার শিক্ষারেখাটি যদি কেবল উপরের দিকে উঠতে থাকে, তাহলেই আপনি সময়ের সাথে তাল মেলাতে পারবেন। কারণ, প্রতিনিয়ত শিখতে পারছেন বলে নতুন সময়ের সাথে মানিয়ে নেওয়া কঠিন হবে না। কত নতুন দৃষ্টিভঙ্গি আর দক্ষতা অর্জিত হবে ভাবতে পারেন?

নিয়ম-শৃঙ্খলা অনুসরণের সহজ উপায়

ব্যক্তিগত উন্নয়নের অভ্যাস গড়তে চাইলে কেবল ধারাবাহিকভাবে কাজ করে যেতে হবে। এর জন্য শৃঙ্খলা আপনাকে সাহায্য করবে।

ছোট কোন কাজ দিয়ে আরম্ভ করুন। শৃঙ্খলার সাথে করুন। একদিন দেখবেন বড় কাজেও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পারছেন।

আমি আপনাকে ছোট একটি চ্যালেঞ্জ নিতে বলবো। এমন একটি কাজ নিন যেটা আপনি এই মুহূর্তে করতে পারবেন। এরপর আরও একটি কাজ নিন। এভাবে যখন বড় চ্যালেঞ্জ আসবে, তখন আত্মবিশ্বাসের সাথে কাজ করতে পারবেন।

ওজন কমাতে চান? মাখন ছাড়া রুটি খান।

বিদেশ ভ্রমনে যেতে চান? প্রতি সপ্তাহে ১,০০০ টাকা করে জমান।

সময়জ্ঞান সম্পন্ন হতে চান? আধা ঘণ্টা আগে কাজ শেষ করুন।

এক লাখ টাকার পণ্য বিক্রি করতে চান? আগে ১,০০০ টাকার পণ্য বিক্রি করুন।

ছোট ছোট কাজ থেকেই বড় কিছু সৃষ্টি হয়। কিন্তু আপনি যদি কখনো ছোট পদক্ষেপ না নেন তবে আপনি কখনো বড় কোন প্রকল্পে কাজ করার সাহস অর্জন করতে পারবেন না। বিন্দু বিন্দু জলেই সমুদ্রের সৃষ্টি। ছোট থেকেই বড় কিছু হয়। ছোট পদক্ষেপ না নিলে বড় পদক্ষেপ নেওয়ার আত্মবিশ্বাস অর্জন করা যায় না।

sklilu.blogspot.com

প্রতিটি বিষয়ই প্রতিটি বিষয়কে প্রভাবিত করে। ভুলবশত এক লোক বলেছিল, 'শুধু এইখানেই আমি অদক্ষ।' এটা সত্য নয়। প্রতিটি অদক্ষতাই আপনার দক্ষতাকে বিপদে ফেলবে। কারণ, যা পারেন তার চেয়ে কম করলে আত্মমর্যাদা কমে যায়। আত্মমর্যাদা কমে গেলে সাফল্যও দূরে সরে যায়।

নিজেকে প্রেরণা দিন

(আত্মোৎসাহ - self-motivation)

সম্প্রতি আমি অস্ট্রেলিয়াতে একটি বক্তৃতা দিয়েছিলাম। বক্তৃতার পর তাদের গণমাধ্যমে একটি সাক্ষাৎকার দিয়েছিলাম। তারা জিজ্ঞেস করল, 'জনাব রন, আপনি কি আমেরিকান মোটিভেটর?' আমি বললাম, 'না, আমি একজন ব্যবসায়ী। আমি আমার ধারণা, বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতাগুলো অন্যদের সাথে বিনিময় করি। মানুষ নিজেরাই নিজেদেরকে অনুপ্রাণিত করে।'

আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে অন্যকে বদলানো সম্ভব না। বিধাতা জানেন, পূর্বে আমি সেরকম চেষ্টাও করতাম।

এক সময় আমি কিছু হতাশাগ্রস্ত বিক্রয়কর্মীদের সাথে ছিলাম। এটা আমার জন্য একটি চ্যালেঞ্জ ছিল। আমি বলেছিলাম যদি এদেরকে সফল বানানোর জন্য আমাকে মরতেও হয়, তবুও আমি রাজি আছি। আমার অবস্থা মরার মতোই হয়েছিল।

দক্ষ লোকজনকে খুঁজে পাওয়া যায়। কাউকে পরিবর্তন করে দক্ষ করা যায় না। অবশ্য এও সত্য যে তারা যদি চায় তবে তারা নিজেরাই নিজেদের পরিবর্তন করতে পারি; আমি আপনি তাদের পরিবর্তন করতে পারি না। মানুষ জিজ্ঞেস করে, 'কী করে যোগ্য মানুষ নিয়োগ দেওয়া যাবে?' আমি বলি, 'যোগ্য মানুষ খুঁজতে হবে।' এর চেয়ে ভালো উত্তর আমার জানা নেই।

উত্তম ব্যবস্থাপনার জন্য প্রথম সূত্র হচ্ছে, 'হাঁসছানাদের কখনো ঈগলের পাঠশালায় পাঠাতে নেই।' কেন? কারণ, এরা কখনো ঈগলের মতো উড়তে পারবে না। হাঁস হাঁসই থেকে যাবে। আমি জানি, কারণ আমিও একই কাজ করেছিলাম।

সম্প্রতি একটা হোটেলের বিজ্ঞাপনে আমার চোখ আটকে গেল। তাদের শিরোনাম ছিল, 'আমরা আমাদের কর্মীদের ভালো হতে শিখাই না।' মানে কী? এর পরবর্তী অংশ ছিল, 'আমরা ভাল কর্মীদের নিয়োগ দেই।' বাহ্! কী চমৎকার বুদ্ধি!

প্রেরণা আসলে রহস্যময়। কোন একজন বিক্রয়কর্মী সকাল ৭ টায় কাজ শুরু করে আর কোন একজন ঘুম থেকেই ওঠে ১১ টায়। কেন এমন হয়? এটি একটি রহস্য।

skilb.blogspot.com

আমি বহু মানুষের সামনে বক্তৃতা দেই। এমনই এক অনুষ্ঠানে, একজন একদিন হেঁটে এসে বলল, 'আমি আমার জীবন বদলাতে চাই।' আবার আরেকজন হাই তুলতে তুলতে বলল, 'এসব কথা এর আগেও অনেক শুনেছি।' কেন এমন হলো? দুইজনে একই কক্ষে থেকে, একই বক্তব্য শুনেও একই রকমভাবে উদ্দীপ্ত হলো না কেন? রহস্যময়!

ধরুন, একজন কোটিপতি হাজারো মানুষকে বলল, 'আমি বইটি পড়েছি এবং সুফলও পেয়েছি।' ভাবুন, তখন কতজন মানুষ বইটি কিনতে যাবে। ঠিকই ধরেছেন। খুব কম মানুষ। এটা কি অবিশ্বাস্য নয়? কেন প্রত্যেকেই বইটি কিনতে চাইবে না? এও জীবনের এক রহস্য।

আপনি অনেকটা পথ চলে এসেছেন। বইপাঠে এতদূর পর্যন্ত আসাটা প্রমাণ করছে আপনার ভিতরে বদলে যাওয়ার অনুপ্রেরণা কাজ করছে। এর উপর ভিত্তি করেই সমস্ত সম্ভাবনাকে প্রকাশ করুন। যা হওয়া সম্ভব তাই হয়ে উঠুন।

আমি জানি আপনি পারবেন!

sklilu.blogspot.com

চতুর্থ সূত্র

সুখ ও সমৃদ্ধি অর্জনের চতুর্থ সূত্র

খরচ নিয়ন্ত্রণ করা

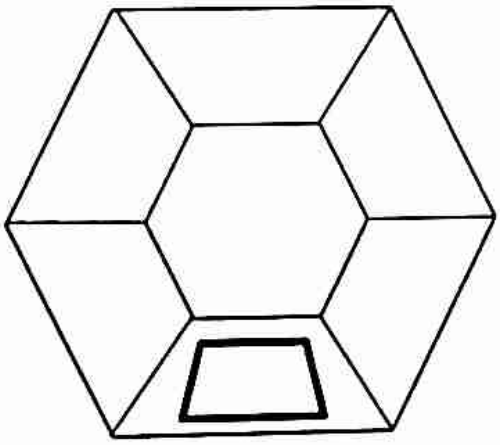

সুখ ও সমৃদ্ধি অর্জনের ৪র্থ সূত্র

sklilu.blogspot.com

৭

অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের উপায়

অর্থ একটি আবেগীয় বিষয়। বেশিরভাগ মানুষেরই এ সম্পর্কে দ্বিমুখী ধারণা বিদ্যমান। একদিকে আমরা স্বচ্ছলতা চাই, আবার অন্যদিকে মনে করি নৈতিক অধঃপতন হবে। টেলিভিশন ও সিনেমাগুলো ধনী মানুষদেরকে সবসময় মন্দ হিসাবে দেখায়। শেষ কবে টিভিতে ধনী কাউকে ভালো মানুষ হিসাবে উপস্থাপন করতে দেখেছেন?

কেউ কেউ ধর্মগ্রন্থের কথা বলে। ধর্মগ্রন্থে আছে, 'অর্থের লিপ্সাই সব পাপের মূল।' অনেকেই এই কথাটিকেই বিকৃত করে বলে, 'অর্থই সব অনর্থের মূল।' অর্থ চাওয়া আর অর্থ লিপ্সা কি এক জিনিস হলো?

ধর্মগ্রন্থ বলে, অর্থকে ভালোবাসুন, অর্থের পিছনে ছোটেন, কিন্তু মূল্যবোধগুলো হারানো চলবে না। যদি মূল্যবোধের ক্ষয় হয় তবে আপনি বিজয়ী হতে পারবেন না।

চলুন একটি প্রশ্ন দেখি, 'আপনার যদি উন্নতি করার সক্ষমতা থাকে, তো কী করবেন?' অবশ্যই উন্নতি করার চেষ্টা করবেন, তাই নয় কি?

যারা ক্রমাগত উন্নতির চেষ্টা করে যায়, একে অভ্যাসে পরিণত করে, একমাত্র তারাই জয়ী হয়।

মানুষ মূলত উদ্যমী প্রাণী। বিভিন্ন ঋতুর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হয় আমাদের। মাটি, সূর্য, বৃষ্টি ও বীজের সমন্বয়ে আমাদের উৎপাদন কাজে মন দিতে হয়। যেন প্রকৃতি বলতে থাকে, 'আমাদের দ্বারা অসাধারণ কিছু তৈরি করতে পারো তুমি? আমরা কাঁচামাল। আমাদের দ্বারা চমৎকার কিছু তৈরি করতে পারো তুমি?'

sklilu.blogspot.com

প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে হয়, আমরা উদাসীন হয়ে বসে থাকতে পারি না। মেধাকে সর্বোচ্চ কাজে লাগিয়ে সর্বোচ্চ ফসল ঘরে তুলতে চাই। এটাই জীবনের সারকথা।

বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের কাছে সংখ্যা তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। তারা জানে আল্লাহর দেওয়া সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

শেষের বাক্যটি সবকিছু বলে দিচ্ছে। আমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে আমরা কী কী করতে পারি সেটাই হলো এই বইয়ের মূল কথা। জর্জ ক্লেসনের লেখা 'ব্যাবিলনের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি' বইটি পড়লে বোঝা যাবে। এটি একটি ছোট্ট বই, এক বসাতেই শেষ করার মতন বই। এটি অনেক মূল বিষয় তুলে ধরেছে। আমি এর নাম দিয়েছি, 'আর্থিক সক্ষমতার বিষয়ে জানার কৌতুহল উদ্রেককারী।' বইটি অবশ্যই পড়ে ফেলবেন।

আমাদের কাজকর্ম ও অর্জিত ফলাফল আমাদের সম্পর্কে অনেক কিছু বলে দেয়। জীবনের দর্শন, দৃষ্টিভঙ্গি, জ্ঞান ও চিন্তা এমনকি আমাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সবকিছু জানা যার এগুলোর মাধ্যমে। কারণ অন্তরের প্রতিচ্ছবিই বাইরে ফুটে ওঠে।

প্রতিটি জিনিসই কোন না কোন কিছুর লক্ষণ প্রকাশ করে। হয় ভালো কিছুর বা মন্দ কিছুর। তাই লক্ষণ এড়িয়ে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়। জীবনের কোন কিছু যদি যেমন চলার কথা তেমন না চলে, তারমানে এটা একটা সতর্ক বার্তা। যার মানে হলো কিছু না কিছু বদলানোর প্রয়োজন।

উদাহরণস্বরূপ, আয় অনুযায়ী আপনার জীবনযাপনের পদ্ধতির দিকে নজর দিন। আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি হলে ধীরে ধীরে আর্থিক সংকটের দিকে এগিয়ে যাবেন আপনি। বিনিয়োগও খুব একটা সুফল বয়ে আনতে পারবে না। বর্তমান আয়ের দিকে লক্ষ্য দিন। ভালোভাবে চলতে পারছেন কি? ব্যয় কি আয়ের ৭০ শতাংশের চেয়ে বেশি হচ্ছে? নাকি মাসে মাসে ধার করে চলতে হচ্ছে? দেরি হওয়ার আগেই লক্ষণ বা সংকেতগুলো পর্যালোচনা করুন।

sklib.blogspot.com

আমি একবার জনাব শোফকে বলেছিলাম, 'আমার যদি আরও অনেক টাকা থাকত আমি আরও কার্যকর পরিকল্পনা করতে পারতাম।' তিনি দ্রুত বললেন, 'তোমার যদি একটি ভালো পরিকল্পনা থাকত তবে আরও অনেক টাকা আসত।'

দেখলেন তো? সংখ্যা নয়, পরিকল্পনাই গুরুত্বপূর্ণ। কতটুকু বরাদ্দ করছেন তারচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো কীভাবে বরাদ্দ করছেন।

খরচ বরাদ্দ করা

কেউ কি আপনাকে কখনও *উপার্জিত অর্থ কীভাবে খরচ করতে হয়* তা সম্পর্কে বলেছে? জনাব শোফ আমাকে হাতে ধরে শেখানোর আগ পর্যন্ত আমিও জানতাম না।

আমাদের বিদ্যালয়গুলোতে দৈনন্দিন জীবনে অর্থনীতির প্রয়োগ শেখানো হয় না। অভিজ্ঞতা থেকে বলছি। বহু শিক্ষিত মানুষের সাথে মিশে দেখেছি এ সম্পর্কে তাঁরাও জানেন না। এরা হয়তো বহু কঠিন বিষয় পড়তে জানেন, কিন্তু অর্থনীতির প্রতিদিনের ব্যবহার সম্পর্কে জানেন না। এই অজ্ঞতার জন্য তাঁদের সন্তানরাও এ বিষয়ে কোন জ্ঞান অর্জন করতে পারে না। বংশপরম্পরায় এ অজ্ঞতা প্রবাহিত হতে থাকে। আমি আপনাকে সম্পদ অর্জনে অর্থ সঞ্চয়ের প্রক্রিয়া বা কলা-কৌশল সম্পর্কে বলতে পারি।

ট্যাক্স

সম্পদ অর্জনে ট্যাক্সের আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক মনে হতে পারে। জীবনে কখনো না কখনো আমাদেরকে ট্যাক্স দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে জানতেই হবে। কারণ কিছু ভোগ করতে গেলেই টাকা লাগে। তা পণ্য বা সেবা যাই ভোগ করতে যাই না কেন। আর টাকার ব্যাপার হলে ট্যাক্সের ব্যাপারটিও চলে আসে।

ধরুন, দশ বছর বয়সের একটি বাচ্চা প্রথমবার দোকানে গিয়ে দশ টাকা দামের কিছু কিনল। প্যাকেটের গায়ে লিখা আছে সব ধরনের ট্যাক্স যোগ করে দশ টাকা। বাচ্চাটি দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করতে পারে। এই ট্যাক্স কে পায় আর কেন নেওয়া হয়? বাচ্চাটিকে এর উত্তর দিতে হবে, কারণ আমরা একটি সমাজে বাস করি। আমরা কেবল নিজেদের জন্যই সবকিছু করি না, অন্যের জন্যেও করি।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, রাস্তা তৈরি করা একার পক্ষে সম্ভব নয়। যন্ত্রপাতির দাম অনেক, আর এগুলো ব্যবহার করতে শেখাও সময়সাপেক্ষ। তাই আমাদের সরকার আছে। সরকার জনগণের পক্ষে কাজ করে। আমাদের একার পক্ষে যা সম্ভব নয়, তাই সে করে। রাস্তার খরচ, ফুটপাথের খরচ,

sklitb.blogspot.com

পুলিশ, ফায়ার সার্ভিসের খরচ বহনের জন্য সরকারকে আমরা কিছু অর্থ দেই। এই অর্থই হচ্ছে ট্যাক্স এবং সেটা আমাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে ব্যবহার করা হয়। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের বাচ্চাদেরও এটা জানা উচিত।

আপনি কি সোনার ডিম পাড়া হাঁসের গল্প শুনেছেন। গল্পের সেই হাঁসের মতো আমাদেরও উচিত পাখা না কেটে হাঁসের যত্ন নেওয়া, যাতে হাঁসটি নিয়মিত আমাদের জন্য সোনার ডিম পাড়তে পারে।

তবে আমাদের অনেকেরই মনে হয়, হাঁসটি অনেক বেশি খায়। হয়তো এটা সত্য। কিন্তু আমরা নিজেরাও কি অনেক বেশি খাই না? আমরা যত বেশি সুবিধা ভোগ করবো, সরকার তত বেশি সেই সুবিধা দিতে গিয়ে খরচ স্বরূপ অর্থ আদায় করবে। আমাদের নিজেদেরকে এবং সরকারকে উভয়কেই নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে চলা উচিত। আমাদের উভয়কেই আয় বুঝে ব্যয় করা উচিত।

জনাব শোফ আমাকে ট্যাক্স দেওয়ার ব্যাপারে অনেক পরামর্শ দেন। প্রথমে তিনি বললেন একজন সুখী করদাতা হও। যদিও পরামর্শটি মানতে আমার বেশ সময় লেগেছে। কিন্তু অবশেষে আমি তা হতে পেরেছি। আমি ট্যাক্স কেন দিবো এটা জানার পরেই আমি একজন সুখী করদাতা হলাম। আমাদের সবার উচিত সরকারকে কর দেওয়া।

এই কর থেকেই সরকার আমাদের প্রতিরক্ষার জন্য ব্যয় করে। কেউ কেউ বলে, 'এসব ব্যয়বহুল কাজে মাথা ঘামানোর দরকার কী? শত্রুরা তো দেশ আক্রমণ করতে আসছে না।' তারা হয়তো ইতিহাসের বই-পুস্তক পড়েনি। আবার অনেকে বলে প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় করা সম্ভব না। তাহলে তারা এমন কোথাও যাক যেখানে নিরাপত্তাও দেওয়া হয় না এবং নিরপত্তা সংক্রান্ত কোন খরচও করতে হয় না। কেউ যদি সেবা পেতে চায় তবে তাকে খরচ তো করতেই হবে।

sklilu.blogspot.com

আপনার ট্যাক্স বিষয়ক পরামর্শদাতাকে বহিষ্কার করার আগে এই বিষয়গুলো খেয়াল করুন। কখনো অতিরিক্ত ট্যাক্স দিবেন না। বিভিন্ন সময় কর সংক্রান্ত কাজে নানান সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়। এই সুবিধাদি কাজে লাগান। এই সুবিধাদি দেওয়ার কারণ হচ্ছে সরকার যেন আপনার দেওয়া অর্থ কাজে লাগাতে পারে।

ট্যাক্স যতটুকুই আসুক না কেন, পরিশোধ করুন। খুশি হয়ে সরকারকে কর দিন। মনে করুন সোনার ডিমপাড়া হাঁসটিকে খাবার দিচ্ছেন। সোনার ডিম হলো - স্বাধীনতা, নিরাপত্তা ও সুবিচারের প্রতীক।

সবচেয়ে গরিব লোকটিরও ট্যাক্স দেওয়া উচিত। বছরে আয় যদি দশ হাজার টাকাও হয় তাও কর দেওয়া উচিত। সবারই উচিত সমাজের স্বাধীনতা, নিরাপত্তা ও সুবিচারের ব্যয় নির্বাহ করা এবং সম্মান ভাগাভাগি করে নেওয়া।

যিশুখ্রিস্টের এমন একটি গল্প আছে। একবার চার্চে দান করার জন্য কিছু ধনী ও গরিব লোক এল। তারা অনেক অর্থ দান করল। আবার কেউ কেউ অনেকে কম অর্থও দান করল। একজন বৃদ্ধ মহিলা মাত্র বিশ টাকা দান করল। যিশু খুশি হয়ে তাঁর প্রশংসা করলেন, 'দেখেছ, এই চমৎকার মানুষটি বিশ টাকা দিলেন!' যিশুর সঙ্গীরা তো অবাক, 'বিশ টাকা!'

তারা জানতে চাইল, 'এতকিছু দানের মধ্য আপনি ঐ মহিলার দানের উদাহরণ দিলেন কেন?' যিশু বললেন, 'তোমরা বুঝতে পারছ না, সে অন্য সবার চেয়ে বেশি দান করেছে। তার সব সম্পদ ছিল ঐ বিশ টাকা।'

কী অসাধারণ!

বিষয়টিকে আরও গভীরভাবে দেখুন। ধরুন, যিশু বৃদ্ধ মহিলাকে সেই বিশ টাকা ফেরত দিয়ে বললেন, 'আপনি অনেক গরিব ও দয়ালু। এই অর্থটুকু আপনার কাজে লাগবে। আপনি রেখে দিন।' কত বড় অপমান! উত্তরে মহিলা নিশ্চয় বলতেন, 'তাতে কী হয়েছে? আমার বিশ টাকা কি যথেষ্ট নয়? আপনি কি আমার দান করার সম্মানটুকুও কেড়ে নিতে চান? ভাগ্য ভালো এরকম হয়নি। এর মধ্যেই প্রকৃত শিক্ষা বিদ্যমান।

sklilu.blogspot.com

৭০/৩০ সূত্র

উপযুক্ত পরিমাণ ট্যাক্স দেওয়ার পর, বাকি টাকা দিয়ে কী করে চলতে হয় তা শিখে নেওয়া উচিত। ৭০ ভাগ যাবে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পূরণে এবং বিলাসিতায়। বাকি ৩০ ভাগের কী হবে? নিম্নোক্তভাবে বাকি ৩০ ভাগ ব্যয় করা যেতে পারে :

সমাজসেবা

৩০ ভাগের এক তৃতীয়াংশ আপনি সমাজসেবায় ব্যয় করতে পারেন। অসহায় কিংবা দুস্থদের কল্যাণে ব্যয় করলে ভালো হয়। ট্যাক্স দেওয়ার পর এক দশমাংশ অর্থ এভাবে ব্যয় করলে আপনি যে মানসিক শান্তি পাবেন তাই নয়, এতে আপনি সমাজের বৃহৎ স্বার্থে নিজেকে যুক্তও করতে পারবেন। আপনি চাইলে আরও বেশিও ব্যয় করতে পারেন। এটা আপনার পছন্দ। কেউ কেউ এই অর্থ ধর্মীয় উপাসনালয় বা বিভিন্ন সংঘের মাধ্যমে প্রদান করে, কেউ কেউ সরাসরি প্রদান করে। যেভাবেই দিন না কেন আয়ের একটা নির্দিষ্ট অংশ এর জন্য বরাদ্দ রাখবেন।

দান করার শিক্ষা ছোটবেলা থেকেই শেখানো উচিত। শিশুদেরকে এর মূল্য শেখানো উচিত তখন যখন তাদের হাতে প্রথম অর্থ আসে। তাদেরকে সাথে করে এই ধরনের সমাজকল্যাণমূলক কাজের বিভিন্ন অংশে নিয়ে যাওয়া

sklilu.blogspot.com

উচিত যাতে তারা এর গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারে। একবার যদি তারা এর প্রয়োজন বুঝে ফেলে তাহলে আর কখনো এর থেকে পিছপা হবে না। কারণ শিশুরা মহৎ হৃদয়ের অধিকারী হয়।

আয়ের পরিমাণ কম হলেও দানের মাহাত্ম্য শিক্ষা দেওয়া উচিত। একশ টাকা থেকে দশ টাকা দেওয়া যতটা সহজ, এক লাখ টাকা থেকে দশ হাজার টাকা দেওয়া ততটাই কঠিন। আপনি হয়তো বলবেন, 'আমার লাখ টাকা থাকলে সেখান থেকে হাজার খানেক টাকা দেওয়া তো সোজাই।' আমি ততটা নিশ্চিত নই। দশ হাজার টাকা অনেক টাকা। অল্প টাকা থেকেই আরম্ভ করা উচিত যাতে বেশি টাকা দিতে সংকোচ বোধ না হয়।

সম্পদ উপার্জনে বিনিয়োগ

ট্যাক্স পরবর্তী দ্বিতীয় দশমাংশ আপনি সম্পদ উপার্জনে কাজে লাগাবেন। এই অর্থ দিয়ে আপনি সম্পদ কিনবেন, পণ্য উৎপাদন করবেন বা বিক্রয় করবেন। কোন না কোনভাবে আপনাকে ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত থাকতে হবে, অল্প সময়ের জন্য হলেও। (সম্পদ হচ্ছে যা আপনার পকেটে টাকা আনে। তাই এমন কিছুতে বিনিয়োগ করুন যা আপনার পকেটে টাকা আনবে। আর যা আপনার পকেট থেকে টাকা নেয় তা হচ্ছে দায়।)

আমি বিশ্বাস করি প্রত্যেককেই পুঁজির সাথে সম্পৃক্ত থাকা উচিত। মূলধন বা পুঁজি মানুষের কাছে থাকে এবং ব্যক্তি মানুষের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করে বলেই আমি বিশ্বাস করি। অপরদিকে সমাজতন্ত্র রাষ্ট্রের হাতে সব ক্ষমতা দিতে চায়। সমাজতন্ত্র শেখায় রাষ্ট্রের হাতে সব ধরনের পুঁজি থাকবে।

এখানে কিছুটা বৈপরীত্য আছে। ব্যক্তির বিচক্ষণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতার ওপর সমাজতন্ত্রের বিশ্বাস খুব কম। অন্যদিকে যারা ক্ষমতায় আছে তারা সবসময়ই সবকিছু সরকারের হাতে কেন্দ্রীভূত করে রাখতে চায়। মুক্তবাজার অর্থনীতির যুগে আমাদের মতো সব দেশেই মেধাবীরা জনগণের সাথে থাকে বলে আমরা বিশ্বাস করি। রাষ্ট্র নয়, ব্যক্তিই অভিনব কিছু উদ্ভাবন করতে সক্ষম এবং আজ পর্যন্ত তাই হয়েছে। সবার জন্য স্বচ্ছলতা আনতে মুনাফা একটি শক্তিশালী উপাদন হিসাবে কাজ করে। ঠিক এই উদ্দেশ্যেই (সবার জন্য স্বচ্ছলতা আনতে) আপনি কি আপনার দ্বিতীয় দশমাংশ অর্থ বিনিয়োগ করবেন?

(মনে রাখবেন, আপনার আশেপাশের লোকজন যখন সৎ, সুখী ও

সম্পদশালী হবে তখন তাদের সুখানুভূতি আপনাকেও স্পর্শ করবে। ঠিক একই রকমভাবে আপনার আশেপাশের লোকজন যখন অসৎ, অসুখী ও সম্পদহীন হবে তখন তাদের দুঃখানুভূতিও আপনাকেও স্পর্শ করবে। নিজেকে সুখী করার সিদ্ধান্ত আপনারই হাতে।)

অনেক রকম উপায় আছে। কল্পনাকে কাজে লাগান। আপনার শখের দিকে দৃষ্টি দিন। আপনার হয়তো এমন কোন শখ আছে যা দ্বারা অর্থ আয় করা সম্ভব। হয়তো এই শখকে আরও দক্ষভাবে পরিচালিত করলে মুনাফাজনক কিছু করা সম্ভব।

অথবা, আপনি যেকোন পণ্য পাইকারি ক্রয় করে তা খুচরা বাজারে বিক্রি করতে পারেন। অথবা কোন সম্পত্তি ক্রয় করে এর উন্নয়ন করে (add some value) বিক্রি করতে পারেন। আপনি যদি আপনার কর্মক্ষেত্রে অন্যদের চেয়ে পারদর্শী হন, তবে আপনি অন্যদের চেয়ে বেশি আয় করতে পারবেন। অতিরিক্ত অর্থ দিয়ে শেয়ারবাজারে বিনিয়োগ করতে পারেন।

এই দশমাংশ অর্থ দিয়ে যন্ত্রপাতি, পণ্য বা শেয়ার কিনে কাজ আরম্ভ করে দিন। কেউ জানে না কোন সুযোগ আপনার কোন সম্ভাবনাকে জাগিয়ে তুলতে পারে। কখন কোথায় কোন সম্ভাবনা আপনার জন্য সুফল বয়ে আনে তা তো বলা যায় না।

এটি একটি রোমাঞ্চকর চিন্তা। চাকুরির পিছনে পর্যাপ্ত সময় দিন, আর নিজের সৌভাগ্য নির্মাণে কিছু সময় দিন। নিজের সৌভাগ্যের জন্য কেন সময় বিনিয়োগ করবেন না? কেমন হবে যখন আপনি সততার সাথে বলতে পারবেন, 'আমি কেবল খরচ মেটানোর জন্যই কাজ করছি না, সম্পদ অর্জনেও কাজ করছি।' সম্পদ অর্জন করার পরিকল্পনা থাকলে আপনার চোখ আর ঘুমে কাতর হবে না।

সঞ্চয়

শেষ দশমাংশ আপনি সঞ্চয় করবেন। সঞ্চয়ের প্রবণতা আপনাকে মানসিক শান্তি দিবে। এর মাধ্যমে আপনি খারাপ সময়ের জন্য প্রস্তুতি নিতে পারবেন। এটি সম্পদ অর্জনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ধারাবাহিক সঞ্চয়ের মাধ্যমে আপনি একটি বিশাল অংক জমা করতে পারবেন।

sklilu.blogspot.com

অর্থনৈতিক শিক্ষা : শিশুতোষ দৃষ্টিভঙ্গি

একটা শিশু যখন বুঝতে পারে যে সে অতিরিক্ত অর্থ উপার্জন করতে পারছে, তখনই তাকে পুঁজি সংক্রান্ত শিক্ষা দেওয়ার উপযুক্ত সময়। আপনার শিশুকে হাত খরচের অর্থ দেওয়ার পাশাপাশি কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করুন।

যেমন - যেকোন শিশুর দুইটি সাইকেল থাকা উচিত। একটি সে নিজে চালাতে পারবে এবং অন্যটি ভাড়া দিতে পারবে। এতে সে ব্যবসা সংক্রান্ত ধারণা পাবে। এতে আপনার বেশি খরচও হবে না। (শিক্ষা যে কেবল বিদ্যালয় থেকে গ্রহণ করতে হবে এমন নয়। আপনি নিজেও আপনার শিশুকে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা গ্রহণে সহায়তা করতে পারেন।) এভাবে আপনার শিশু ব্যবসার মৌলিক ধারণার সাথে পরিচিত হতে পারবে। সাইকেল ব্যবসার ধারণা থেকে সে হয়তো ভবিষ্যতের বড় কোন ব্যবসার উদ্যোক্তা হয়ে উঠবে।

আরেকটি বুদ্ধি দিই। শিশুকে শেখাতে পারেন একশ টাকার একটি জিনিস কী করে দেড়শ টাকা বিক্রি করতে হয়। এভাবে পুঁজিকে কাজে লাগিয়ে মুনাফা অর্জন করা, পণ্য ও সেবা বাজারে বিক্রয় করা শেখাতে পারেন। এভাবেই সৌভাগ্য গড়ে নেওয়া সম্ভব।

শিশুকে শিশু হওয়ার সুবিধা সম্পর্কে জানান। তাকে বলুন, শিশু বলে তার কাছ থেকে মানুষ বেশি বেশি পণ্য কিনবে...

জনি তার প্রতিবেশির বাড়ি গিয়ে বলল, 'মিসেস জোনস, আমার কাছে একটি সাবান আছে, আমার মা'সহ আরও অনেকে এটি থালাবাসন পরিষ্কার করতে ব্যবহার করে। আপনারও এটি ব্যবহার করা উচিত।

এর দাম মাত্র ত্রিশ টাকা। আমি আপনার প্রতিবেশি। আমি আপনার ভালো চাই। তাই আমি আপনার জন্য একটি সাবান নিয়ে এলাম।'

কত সহজ কাজ, তাই না? ব্যবসার মৌলিক দিকগুলো জানাতে এবং পুঁজিবাদ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা দিতে এটি একটি চমৎকার উদাহরণ।

মিসেস জোনস বললেন, 'জনি, আমি তোমার উদ্যোগকে স্বাগত জানাই। কিন্তু সত্যি বলতে কী, আমার কাছে অনেক সাবান আছে। এখন আর লাগবে না।'

জনি বলল, 'আমাকে পরীক্ষা করতে দিন।' বলেই সামনে এগোল।

skillbloggspot.com

কারণ বাচ্চারা সুযোগের অপেক্ষা করে না। মিসেস জোনস বুঝলেন আপত্তিতে কাজ হবে না। তিনি বললেন, 'ঠিক আছে, আমি নিব।' জনি উত্তেজিত হয়ে বাসায় এসে বলল, 'এখন আমি এই ত্রিশ টাকা খরচ করতে পারি।' আপনি তাকে মনে করিয়ে দিলেন, 'তুমি যদি পুরোটা খরচ কর তাহলে তুমি আর ব্যবসা করতে পারবে না।' একটু মনক্ষুণ্ন হয়ে জনি বলল, 'বুঝতে পেরেছি।' আপনি তাকে বোঝাতে থাকবেন, 'প্রথমে আরও সাবান কেনার জন্য তোমায় বিশ টাকা সরিয়ে রাখতে হবে। মূলধন কখনো খরচ করা যাবে না। তা সংরক্ষণ করে রাখবে। ভাব তো, কৃষক যদি সব বীজ খেয়ে নেয় তবে ফসল ফলাবে কী দিয়ে? বোকা কৃষক, তাই না? মূলধনরূপী বীজকে রক্ষা করতে হবে। এর মাধ্যমে আরও ফসল ফলানো সম্ভব।'

জনি আপনার ব্যাখ্যা নিয়ে তর্ক না করে বলল, 'ঠিক আছে, বিশ টাকা দিয়ে আরও দশ টাকা মুনাফা করার জন্য এগুলো রেখে দিই। কিন্তু মুনাফা তো খরচ করা যাবে, তাই না?'

এবার জনিকে ধনী ও গরিবের পার্থক্য বোঝানোর সময় হলো। আপনি বললেন, 'সব মুনাফা খরচ করলে তুমি অসুখী হয়ে পড়বে।' জনি না বুঝতে পারলে আপনি তাকে একটি গরিব মানুষের কাছে নিয়ে গিয়ে বললেন, 'তুমি কি এমন হতে চাও?'

- না।

- তাহলে পুরো মুনাফা কখনো খরচ করো না।

- তাহলে কী করবো?

- প্রথমে ট্যাক্স দাও।

বাচ্চাদের জন্য এটা সোজা। যেকোন পণ্য ক্রয়ের সময়ই ট্যাক্স দেওয়া হয়ে যায়। যখন তারা বড় হয়ে অর্থ উপার্জন শুরু করবে তখন তাকে জাতীয় রাজস্বের বিষয়টি খুলে বলুন। হাঁস ও সোনার ডিমের গল্প বলুন।

তারপর জনিকে দান করার কথা মনে করিয়ে দিন। জনি বলল, 'আমি এক টাকা অসহায়দের দিতে পারি। বাকিটুকু খরচ করতে পারবো?'

- না। তাহলেও তুমি সুখী হতে পারবে না।

- তাহলে?

skillup.blogspot.com

- দ্বিতীয় দশমাংশ মূলধন বাড়ানোর কাজে লাগাও। প্রতি দশ টাকায় এক টাকা করে সঞ্চয় করলে একটির বদলে দুইটি সাবান কিনতে পারবে।

- যদি একটি সাবানের বদলে দুইটি সাবান কেনা যায় তাহলে আরও বেশি বিক্রি করতে পারবে।

তারপর আপনি তাকে বললেন, অনেক কোম্পানি আছে বেশি বেশি পণ্য কিনলে দামও কম রাখে। কোম্পানি যদি একটি সাবান বিশ টাকা রাখে। তারা হয়তো দুইটি সাবান আটত্রিশ টাকা রাখবে। জনি খুব খুশি হয়ে বলল, 'সত্যি! যখন আমি এগুলো বেচব তখন আরও বেশি মুনাফা পাবো।'

এটা সত্য। মূলধন বাড়লে মুনাফাও বাড়বে।

জনি আবার বলল, ' তাহলে আমার মুনাফার বাকি অংশ কী করব?'

- আমাদের আরও কাজ বাকি আছে। বাকি অংশ ব্যাংকে রাখব।

- এটা কীভাবে কাজ করে?

- মুনাফার একটি নির্দিষ্ট অংশ ব্যাংকের মতো কোনও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে রাখা উচিত। তারা তোমার অর্থ বিভিন্ন কাজে বিনিয়োগ করবে এবং এর বিনিময়ে তোমাকে মুনাফা দিবে।

- ব্যাংক এটা কেন করবে?

- কারণ, কোনও নতুন ভবন বা কারখানা নির্মাণে তোমার আমার ব্যক্তিগত খরচের চেয়ে অনেক বেশি অর্থ ব্যয় হয়। তাই প্রত্যেক ব্যক্তির জমাকৃত অর্থ ব্যাংক জড়ো করে এসব ভবন বা কারখানা নির্মাণের ক্ষেত্রে ধার দেয়। এতে নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়। এতে ব্যাংক যা আয় করে তার থেকে প্রত্যেক ব্যক্তির অর্থ ব্যবহার করার জন্য কিছু কিছু মুনাফা দেয়।

- তারা বাচ্চাদের কেমন মুনাফা দেয়?

- বড়দের যেমন দেয় তেমনই।

- কী বলছ? আমাকে বড়দের মতো মুনাফা দিবে?

- হ্যাঁ, কারণ তোমার টাকা অন্যদের টাকার মতোই সমান।

- আমি কি আমার জমাকৃত টাকাটা ফেরত পাবো?

skillu.blogspot.com

- অবশ্যই, তার চেয়ে বেশি পাবে।

- আচ্ছা, বেশ। এখন কি বাকি অংশ খরচ করতে পারবো?

- হ্যাঁ, পারবে। চলো বাইরে গিয়ে আইসক্রিম কিনে নিয়ে আসি।

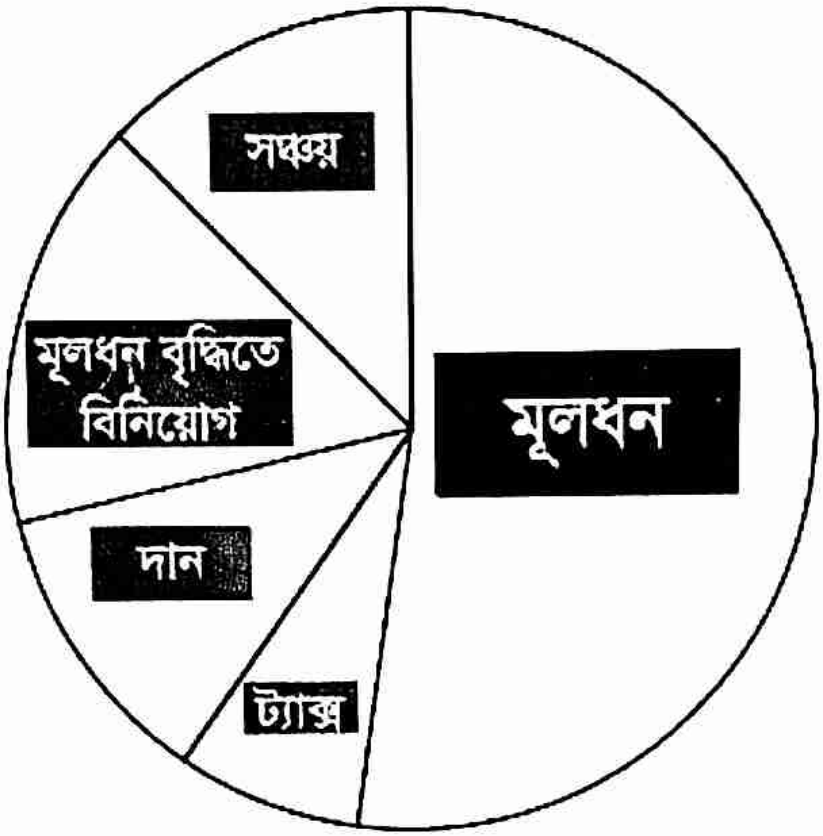

আমি বাজি ধরে বলতে পারি যে আপনারা অনেকেই এসব জানেন। কিন্তু ২৫ বছর বয়সে জনাব শোফের সাথে পরিচয় হওয়ার আগে আমার অবস্থা ছিল জনির মতোই। আমি ভেবে অবাক হই যে কত প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ এখনো জানে না কী করে সম্পদ উপার্জনের পরিকল্পনা করতে হয়...

যদি আপনার কোন ছেলে-মেয়ে থাকে তবে তাকে অবশ্যই সম্পদ উপার্জনের পরিকল্পনা শেখান। তাদেরকে ৭০/৩০ সূত্র সম্পর্কে ধারণা দিন। তারা যদি ছোট বয়স থেকেই ৭০/৩০ সূত্র কাজে লাগায় তবে তারা ৪০ বছর বয়সেই অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করতে পারবে। জীবনের বাকি অংশ তারা ইচ্ছামতো কাটাতে পারবে।

চলুন এবার আপনাকে 'ধনী' ও 'গরিব' এর সংজ্ঞা দেই। গরিবরা খরচ করার পর যা অবশিষ্ট থাকে সেই অর্থ সঞ্চয় করে। আর ধনীরা সঞ্চয় করার পর যা অবশিষ্ট থাকে তা খরচ করে। একই জিনিস। কিন্তু দেখার দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন।

sikder.blogspot.com

একটি উদাহরণ দিচ্ছি। বিশ বছর আগে দুই বন্ধু প্রত্যেক মাসে ১০,০০০ টাকা করে আয় করত। প্রতি বছর তাদের পদোন্নতিও একই রকম ছিল। একজনের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল খরচের পর যা অবশিষ্ট থাকবে তা জমাবে। আর অন্যজনের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সঞ্চয় করে অবশিষ্ট যা থাকবে তা খরচ করবে। আজ যদি আপনি তাদেরকে চিনতে পারেন তো দেখবেন এদের একজন গরিব এবং অন্যজন ধনী।

শৃঙ্খলার অন্যান্য ধরনের মতো সঞ্চয়েরও একটি সূক্ষ্ম প্রভাব আছে। দিন, সপ্তাহ বা মাস শেষে এটি বোঝা মুশকিল। তবে কয়েক বছর পর তফাতটি অনায়াসেই চোখে পড়বে। দশ বছর শেষে পার্থক্য হবে রীতিমত নাটকীয়।

প্রাণিজগতের নিচের দিকের একটি প্রাণীর কাছ থেকে আমরা অসাধারণ এক শিক্ষা নিতে পারি। এটি হলো 'পিঁপড়ার দর্শন'। আমাদের ধর্মগ্রন্থে মানবজাতিকে, বিশেষ করে অলস ব্যক্তিদেরকে পিঁপড়ার জীবনধারা অনুসরণ করতে বলা হয়েছে। এরা দুই কারণে অনন্য :

প্রথমত, পিঁপড়া কখনো হাল ছাড়ে না। যদি চলার পথে আপনি কোনও বাধা তৈরি করেন, সে হয় এর উপর দিয়ে, নিচ দিয়ে অথবা পাশ দিয়ে তার গন্তব্যে যাওয়ার চেষ্টা করবে। বাধাটা সরিয়ে দিলে সে আবার চলা শুরু করবে। আবার বাধা দিলে আবার একই ভাবে পথ খুঁজবে। পিঁপড়ারা কতক্ষণ ধরে এমন চেষ্টা করে যাবে? মৃত্যুর আগ পর্যন্ত চেষ্টা করে যাবে। পিঁপড়া কখনো হাল ছাড়ে না।

চমৎকার শিক্ষা! তাই না?

দ্বিতীয় কারণটি কী? অনুমান করতে পারেন কী? পুরোটা গ্রীষ্মকাল ধরে পিঁপড়া কীসের পরিকল্পনা করে? ঠিক তাই - শীতের। শীতের প্রস্তুতির জন্য সারা গ্রীষ্মকাল জুড়ে পিঁপড়ারা কতটুকু সঞ্চয় করে? যতটা করতে পারে। প্রায় সবটুকু সময় ধরেই তারা এই প্রস্তুতি নিতে থাকে। কী বুদ্ধি!

পিঁপড়া ও গঙ্গাফড়িং-এর গল্পটি মনে আছে কি? সেই যে গঙ্গাফড়িং, পিঁপড়ার সঞ্চয় করা দেখে হাসত, ভবিষ্যতের জন্য কিছুই না জমিয়ে গরমকাল শেষ করত। শীতের সময় যখন সে না খেয়ে মরতে লাগল তখন পিঁপড়াদের খাবার জমানো ছিল প্রচুর।

shishubook.blogspot.com

গরিব বা ধনী - আপনি কতটুকু আয় করছেন তা বড় ব্যাপার নয়। আপনি আপনার আয়কৃত অর্থের ব্যবহার কীভাবে করছেন, তাই সবচেয়ে বড় ব্যাপার। এখন সিদ্ধান্ত আপনার।

মাঝপথের পুনর্বিবেচনা

বৃদ্ধদের কথা ভাবলে কী মনে হয় আপনার? তাদেরকে কি অসহায়, দুর্বল ও টাকা-পয়সা ছাড়া কোনরকম বেঁচে থাকা মানুষ বলে মনে হয়? বেশিরভাগ বয়স্ক নাগরিকেরই এমন অবস্থা।

ছবিটি বদলে দিতে পারলে কেমন হতো, ভাবুন তো। চলুন, আমাদের দাদা-নানার কর্তব্য সম্পর্কে কিছু জেনে নিই। তাঁদের প্রধান দায়িত্ব হলো নাতি-নাতনিদের সম্পদ, সংস্কৃতি ও সুখ অর্জনের পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া। তাঁদের কখনোই বলা উচিত নয়, 'আমি সারজীবন কাজ করেছি, এখন আমার সাহায্যের দরকার।' বরং তাঁদের বলা উচিত, 'আমি সারাজীবন কাজ করেছি, এখন আমি সাহায্য করতে পারি।'

আপনি চল্লিশ বা পঞ্চাশ বছরের মধ্যে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী না হলে তার মানে এই নয় যে আপনি ভুল দেশে জন্মেছেন। এর মানে এও নয় যে আপনি ভুল কোনও সমাজব্যবস্থায় আটকে আছেন। এখনকার সময়কাল ভুল অথবা আপনি নিজেও উন্নতি করার উপযোগী নন এমনও ভাবার কোন কারণ নেই। এর সহজ মানে হলো আপনার পরিকল্পনাটি ভুল।

আপনি একা নন, অনেকেরই একই রকম অবস্থা। সমস্যাটি ঘটে মূলত আমরা আমাদের পরিকল্পনা থেকে আস্তে আস্তে দূরে সরে যাই। প্রথমদিকে যখন চাঁদে রকেট পাঠানো হবে, তখন সাফল্যের আশা ছিল খুব কম। ভুল যে হবে না এ কথা নিশ্চিত করে বলা যায় না। তবে ভুল হবে এ কথা নিশ্চিতের কাছাকাছি। রকেট তার কাঙ্ক্ষিত যাত্রাপথ থেকে বিচ্যুত হতে পারে। এই সমস্যার সমাধানে বিজ্ঞানীরা এক সূত্র আবিষ্কার করলেন। নাম তার 'মাঝপথের পুনর্বিবেচনা।' রকেট তার আপন গতিতে নির্ধারিত যাত্রাপথে যাবে। যাত্রাপথের মাঝবরাবর সময়ে রকেটের প্রকৌশলীরা যাত্রাপথকে পুনর্বিবেচনা করবেন। তারা যাত্রাপথকে নতুন করে মাপজোখ করে দেখবেন। রকেট তার ঠিক লক্ষ্যমুখী যাত্রা করছে কিনা তা হিসাব করে দেখবেন। যাত্রাপথের মাঝপথে এই হিসাব নিকাশ হয় বলে এর নাম 'মাঝপথের পুনর্বিবেচনা।' এর মাধ্যমে যাত্রাপথের কোথাও কোন সমস্যা দেখা দিলে তা খুঁজে বের করা এবং তা সমাধান করা সহজ হয়ে পড়ল।

shilu.blogspot.com

মানবজীবনও এর থেকে খুব বেশি ভিন্ন নয়। আমরাও আমাদের জীবনের লক্ষ্য অর্জনের পথে ভিন্নদিকে বিচ্যুত হতে পারি। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করতে হলে আমাদেরকেও এই 'মাঝপথের পুনর্বিবেচনা' সূত্রটি অনেক সহায়তা করতে পারে। তাই আজই আপনার পরিকল্পনাকে পুনর্বিবেচনার মাধ্যমে ঠিক করে নিন। আপনি নিশ্চয় সুখ ও সমৃদ্ধি অর্জনে একজন আদর্শ মানুষ হয়ে অন্যদেরকেও অনুপ্রাণিত করতে চান?

ধারাবাহিকতা

জনাব শোফ একদিন আমাকে জিজ্ঞেস করলেন যে আমার কোন আর্থিক বিবরণী আছে কিনা। আমি প্রশ্ন করলাম, 'এটা আবার কী?' তিনি ব্যাখ্যা করলেন, নিজের অবস্থান জানার জন্য এটা কত গুরুত্বপূর্ণ। যখন আপনি নিজের বর্তমান আর্থিক অবস্থা জানবেন তখন গন্তব্য নির্ধারণ করা সহজ হবে।

এটা কঠিন কোন বিষয় নয়। একটি কাগজের একপাশে সম্পদ আর অন্য পাশে ঋণের পরিমাণ লিখবেন। সম্পদ হচ্ছে যা থেকে আপনার পকেটে টাকা আসে। আর দায় হচ্ছে যা আপনার পকেট থেকে টাকা নেয়। সম্পদ থেকে দায় বা ঋণ বাদ দিলে যা থাকবে তাই আপনার প্রকৃত সম্পদ। এভাবেই আপনি আপনার আর্থিক বিবরণী পেয়ে যাবেন।

আমি তাঁকে বললাম, 'আমার আর্থিক বিররণীর চেহারা তো ভালো নয়।' তিনি বললেন, 'চেহারা কেমন সেটা কোনও বিষয় নয়। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো তুমি এটা তৈরি করেছ কিনা।'

আমার প্রথম আর্থিক বিবরণীতে দায়ের পরিমাণ বেশি ছিল। আমি বিভিন্ন জায়গা থেকে ঋণ নিয়েছিলাম। সেগুলোতে মাসে মাসে টাকা পরিশোধ করতে হত। সম্পদের অবস্থা ছিল ভয়াবহ। আমি সবকিছু লিখেছিলাম। এমনকি আমার জুতা জোড়াও যোগ করলাম! কারণ, এদেরও কিছু দাম আছে। ছয় বছর চাকরি করার পর এত কম সম্পদ থাকা সত্যিই বিব্রতকর!

নিঃসন্দেহে আপনার অবস্থা এমন নয়। না হলেও আর্থিক বিবরণী তৈরি করুন। অন্যকে জানানোর জন্য নয়, নিজের জন্যই করুন।

আর্থিক বিবরণীর সাথে জমা-খরচের হিসাবও রাখুন। আপনি নিশ্চয় লোকজনকে বলতে শুনেছেন, 'আমি বুঝতেই পারি না আমার টাকা যায়

jkhuh.blogspot.com

কোথায়?' এমন হওয়া থেকে বিরত থাকুন। এখন থেকে অর্থ কোথায় যায় আর কোথা থেকে আসে তার একটি হিসাব রাখা আরম্ভ করুন।

আমি দেখেছি কেবল বেশি পরিমাণ অর্থ উপার্জন করাই যথেষ্ট নয়। এমন মানুষকেও আমি দেখেছি যিনি মাসে ৫০,০০০ টাকা আয় করার পরও কিছু রাখতে পারেনি। আপনি প্রশ্ন করতে পারেন, 'কীভাবে সম্ভব?' খুব সোজা! ৬০,০০০ টাকা খরচ করলেই হয়। বিশ্বাস করুন ৮৫০,০০০ আয় করতে পারলে ৮৬০,০০০ খরচ করা কোন ব্যাপার না।

কেউ একজন বলেছিলেন, 'আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি হলে আপনার উন্নতিই আপনার ধ্বংসের কারণ হবে।'

সুতরাং আপনি যেমন আছেন এবং আপনার যা কিছু আছে তাতেই উত্তম হওয়ার চেষ্টা করুন। এর মাঝেই মহত্ত্বের বীজ নিহিত। স্বাস্থ্য, সম্পদ, বড় বড় অর্জন, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও জীবনযাপনের সর্বোত্তম উপায় আপনার নিজের মধ্যেই নিহিত। আপনাকে কেবল খুঁড়ে বের করতে হবে, যত্ন করে বিকশিত করতে হবে। জীবন সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে উঠুন। ছোট ছোট কাজে আনন্দ খুঁজে নিন। এটা আপনাকে বাস্তববুদ্ধি সম্পন্ন হতে সাহায্য করবে। এটা আপনাকে এমন এক ব্যক্তিতে পরিণত করবে যে কিনা সুখ ও সমৃদ্ধি অর্জনের মূল সূত্রাবলি সম্পর্কে অবগত।

আমাদের ধর্মগ্রন্থে আছে, 'যদি আপনি অল্প কিছু জিনিসের ওপর আস্থা রাখেন, একদিন আপনি অনেক কিছুর ওপর কর্তৃত্ব করতে পারবেন। যে ব্যক্তি তার বেতনের সব টাকা অযথা নষ্ট করে ফেলে জীবন তাকে সৌভাগ্যের পথ দেখায় না। কিন্তু যারা নিজেদের জীবনের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের হিসাব রাখে, মানে ধারাবাহিক আর্থিক বিবরণী রাখে তারা সৌভাগ্যের পথে দৃঢ়পদে এগিয়ে যায়।

সম্পদ ও সুখের প্রকৃতি

এক সময় বলতাম, 'আমি ট্যাক্স দিতে ঘৃণাবোধ করি।'

জনাব শোফ বলেছিলেন, 'হ্যাঁ. তুমি যেভাবে থাকতে চাও, সেভাবেই থাকতে পারো। এও এক ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি।'

আমি অবাক হলাম। আমি ভেবেছিলাম এটাই একমাত্র দৃষ্টিভঙ্গি। পরে আমি তার কথা বুঝতে পেরে অবাক হলাম...

sktk.blogspot.com

আমি বলতাম, 'আমি বিল দিতে ঘৃণাবোধ করি।'

তিনি বলতেন, 'তুমি যদি এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে থাকতে চাও তবে তা তোমার বিষয়।'

আমি ভেবেছিলাম এটাই একমাত্র দৃষ্টিভঙ্গি।

আমি বলতাম, 'আমি কাউকে অর্থ দিতে চাই না।'

তিনি বলতেন, 'এটাও দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপার।'

আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'এসব নিয়ে ভিন্নভাবে অনুভব করার কোনও উপায় আছে কি?'

তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, 'কী হত যদি বলতে, আমি ট্যাক্স দিতে ভালোবাসি। কারণ সোনার হাঁসটিকে প্রতিপালনের এটি একটি উপায়? কী হত যদি বলতে, আমি বিল পরিশোধ করতে, ঋণ কমাতে এবং আমার সম্পদ বৃদ্ধি করতে ভালোবাসি? আমি আমার অর্থ দান করতে চাই, বিনিয়োগ করতে চাই যার মাধ্যমে একটি শক্তিশালী অর্থনৈতিক ক্ষেত্র তৈরি করা যায়। ঘৃণার চেয়ে ভালোবাসা কি উত্তম নয়?'

জীবনের প্রতি কী চমৎকার দৃষ্টিভঙ্গি! এটা আমাকে সত্যিকারভাবে ভালোবাসতে শিখিয়েছিল। ঘৃণা থেকে ভালোবাসায় উত্তরণের পর আমার জীবনে অনেক পরিবর্তন এসেছে।

তিনি আমাকে গাড়ির মাসিক ঋণ প্রদানও আগ্রহের সাথে পরিশোধ করতে শিখিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'পরেরবার তুমি যখন ঋণ পরিশোধের জন্য ৮২০,০০০ দিবে, একটি কাগজে লিখে দিবে, 'আমি আনন্দের সাথে আপনাকে ৮২০,০০০ পরিশোধ করছি।' বড় একটি হাসি দিয়ে বললেন, 'তুমি ভাবতেও পারবে না লেখাটা পেয়ে তাদের কেমন লাগবে। তারা প্রশংসাসূচক এমন চিঠি খুব একটা পায় না। তারচেয়েও বড় কথা তুমি নিজের ভিতর আত্মনিয়ন্ত্রণ অনুভব করবে। তোমার ভিতর এক ধরনের হতাশার বদলে আনন্দের অনুভূতি জাগবে।'

অর্থনৈতিক স্বাধীনতা কী জিনিস? বুঝতে পারছেন তো। আপনি তা অর্জন করতে পারবেন। আজই শুরু করছেন না কেন? আপনার জীবনে ৭০/৩০ সূত্রটি ব্যবহার করুন। যুবক বা বৃদ্ধ, যাই হোন, আজই শুরু করুন। শুরু করার জন্য যেকোন সময়ই উপযুক্ত।

pathagar.blogspot.com

পঞ্চম সূত্র

সুখ ও সমৃদ্ধি অর্জনের পঞ্চম সূত্র

সময়ের সদ্ব্যবহার

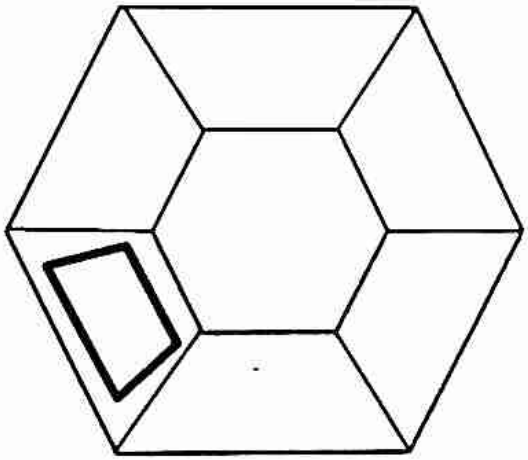

সুখ ও সমৃদ্ধি অর্জনের ৫ম সূত্র

sklilu.blogspot.com

৮

কীভাবে একজন দক্ষ সময় ব্যবস্থাপক হওয়া যায়?

দক্ষিণ আফ্রিকায় বক্তৃতা দিতে যাবার সময় আর্নল্ড বেনেটের লেখা একটা সংক্ষিপ্ত নিবন্ধে আমার চোখ আটকে গেল। লেখাটি আমার অনেক পছন্দ হলো, এতে লেখা ছিল : সবকিছুর কাঁচামাল হলো সময়। এর মাধ্যমে সব সম্ভব, একে ছাড়া কিছুই সম্ভব নয়। প্রতিদিনকার সময় একটি আশ্চর্যের বিষয়। এতে যে কেউ অবাক হবে। অবশ্য কেউ যদি ব্যাপারটিকে সেভাবে পরীক্ষা করে।

আপনি সকালে ঘুম থেকে উঠলেন। আপনার কাছে রয়েছে ২৪টি ঘণ্টা। যা শুধু আপনার। এগুলো আপনার সবচেয়ে দামী সম্পদ। এগুলো কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। চুরিও করতে পারবে না। সবার যতটুকু আছে, আপনারও ততটুকুই আছে। এই ২৪টি ঘণ্টা এখনো কাজে লাগানো হয়নি। একে কাজে লাগানোর দায়িত্বভার সম্পূর্ণ আপনার ওপর।

জীবনে সম্পদ ও মেধার কোনও আভিজাত্য নেই। মেধাবীকে কখনো অতিরিক্ত এক ঘণ্টা সময় দেওয়া হয় না। এখানে কোন শাস্তিও নেই। আপনি এই মূল্যবান সম্পদ নষ্ট করলেও ২৪ ঘণ্টার এক ঘণ্টাও কমে যাবে না।

ভবিষ্যতে কী হবে আপনি তা জানেন না। ঋণগ্রস্ত হওয়া অসম্ভব। আপনি কেবল চলন্ত মুহূর্তকে নষ্ট করতে পারেন, ভবিষ্যতকে নয়। ভবিষ্যত আপনার জন্য সংরক্ষিত।

আমার কাছে একে অলৌকিক মনে হয়। তাই না? আপনার প্রতিদিন বাঁচার জন্য ২৪ ঘণ্টা সময় আছে। এর থেকে আপনি স্বাস্থ্য, সুখ, অর্থ, সন্তুষ্টি, শ্রদ্ধা ও আপনার অবিনশ্বর আত্মার জন্য রত্ন তুলে আনতে পারেন।

sklilu.blogspot.com

এর সঠিক ও কার্যকর ব্যবহারই আমাদেরকে নিশ্চিত করতে হবে। এর প্রয়োগ করতে গিয়ে আপনি রোমাঞ্চিত হবেন। আপনার সুখ - যার জন্য আপনি কঠোর পরিশ্রম করেন, তাই নির্ভর করে সময়ের সুষ্ঠ ব্যবহারের ওপর। এই ২৪ ঘণ্টার আয় থেকে যদি খরচগুলোকে বাধা দেওয়া না যায় তবে অনির্দিষ্টকালের জন্য জীবনে তালগোল পেকে যাবে। প্রতিদিনের সময়ের ক্ষেত্রে আমরা কখনো অতিরিক্ত সময় পাবো না। আমাদের সময় সর্বদা একই পরিমাণ থাকবে।

সময়কে কাজে লাগাতে চারটি দৃষ্টিভঙ্গি

আমাদের জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ হচ্ছে সময়। সময়ের ব্যবহারের ওপরই আমাদের জীবনের সাফল্য নির্ভর করে। প্রত্যেকেরই সময় সম্পর্কে কিছু দৃষ্টিভঙ্গি আছে, তিনি এই সম্পর্কে সচেতন হোক বা না হোক। এই দৃষ্টিভঙ্গি সময় ব্যবস্থাপনাকে প্রভাবিত করে। অথবা আপনি সময় নিয়ে যেভাবে চিন্তা করেন সেই দৃষ্টিভঙ্গিই নির্ধারণ করে আপনি আপনার জীবনে সময়কে কীভাবে কাজে লাগাচ্ছেন। সময় সম্পর্কে চারটি আলাদা আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি আছে। প্রত্যেকটি দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন ভিন্ন রকম জীবনযাত্রার জন্য দায়ী :

একেকবার একেক কাজ করার মানসিকতা

এরা সময়ের সাথে চলতে পছন্দ করে। মানে স্রোতের সাথে চলা। এরা সময়কে একটি আলাদা বিষয় হিসাবে ভাবে না। এদের জীবনযাত্রাও অসংগঠিত হয়। এরা উদ্দেশ্যহীনভাবে জীবনযাপন করে।

কোন কাজই তারা ধারাবাহিকভাবে করে না। কারণ এরা কোন কাঠামোর মধ্যে থাকতে চায় না। এমন ব্যক্তিরা বলে, 'আমার জীবনটাই বৃথা গেল। আমি সবকিছুতেই দেরি করেছি। আমি কোনকিছুতেই স্থির থাকতে পারিনি। যা সহজ আমি তাই করেছি। যখন যেখানে যাওয়া সহজ ও হাতের কাছে ছিল, আমি এমন কাজই করেছি।'

এই দৃষ্টিভঙ্গি কি ভুল? তা আমি বলার কে? জীবনটা তো আপনার। আপনিই আপনার জীবনকে পরিচালিত করার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। তবে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি যদি এমন হয় তবে জীবনে উন্নতি করার মহাসড়ক তো দূরের কথা, সাফল্যের অলিগলিও খুঁজে পাবেন না। একটি উন্নত জীবন গঠন করতে *একেকবার একেক কাজ করার মানসিকতা* কোন কাজে দেয় না।

sklitu.blogspot.com

৯টা - ৫টা মানসিকতা

কিছু মানুষ আছে সময় সম্পর্কে উদাসীন। কিছু মানুষ আছে সময় সম্পর্কে বেশি সতর্ক। আর কিছু মানুষ আছে এদের মাঝামাঝি, যারা সময় সম্পর্কে এক ভিন্ন ধরনের মনোভাব পোষণ করে। বেশিরভাগ মানুষই আসলে এমন। এরা একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ চাপ নিয়ে ভালো কাজ করতে পারে। এক সময় তারা অনেক কাজ করে। তারা সন্ধ্যার পর ফুলের ঘ্রাণ নেওয়ার মতো নির্মল সময় কাটাতে চায়।

কোম্পানিতে যখন কোন ব্যক্তি কাজ করে, সে চিন্তা করে একদিন সে নিজেও এমন একটি কোম্পানি দিবে। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে দায়িত্ব বৃদ্ধি পায়। সে দেখে সবার আগে এসেও সবার পরে যেতে হয়। সে বলে, 'নাহ্, আমি অন্যের অধীনেই কাজ করবো। সব গৌরব ও মাথাব্যথা তাঁরই থাকুক।'

তার চিন্তা কি ভুল? অবশ্যই না। তার হাতে দুইটি কাজ। হয় সে ঘড়ির সাথে তাল মিলিয়ে কাজ করবে, না হয় ৯টা - ৫টা কাজ করবে। কোনটাই ভুল নয়। তবে সমস্যাটি অন্য জায়গায়। সাফল্য অর্জনের জন্য যে উচ্চমূল্য দিতে হয় তা সবাই পরিশোধ করতে পারে না অথবা করতে চায় না। যখন কেউ নিজে নিজের ব্যবসা চালানোর চেষ্টা করে, তখন তার নিজস্ব সময়সীমার মধ্যে যতটুকু কাজ করা সম্ভব তারচেয়েও বেশি করে। এইরকম অতিকাজের চাপে অনেকেই নিজ নিজ ব্যবসা বা উদ্যোগ থেকে সরে আসে। চিন্তা করে. তার পক্ষে সফল হওয়া কঠিন। সাফল্যের বন্ধুর পথ পাড়ি দিতে সবাই পারে না। এটা কেবল ব্যবসায়ীদের জন্য সত্য এমন না, অনেক চাকরিজীবী ও অন্যান্য পেশাজীবী মানুষের জন্যও সত্য।

একটি গল্প আছে, যার মূল বক্তব্য হচ্ছে মানুষের মূল্যানুযায়ী সীমা নির্ধারণ করা। তারা যতটুকু মূল্য আরোপ করতে পারে তার সীমানা ঠিক ততটুকুই হওয়া উচিত।

চলুন গল্পটি পড়ি :

একটি মেয়ে তার মাকে বলল, 'বাবা এখন আর আমার সাথে খেলা করে না কেন? কাজ থেকে ফিরে সে নিজের রুমে চলে যায়। রাতের খাবার খেয়ে আবার কাজ করতে বসে। আমি বাবার সাথে খেলতে চাই। সে কি আমাকে আর আগের মতো ভালোবাসে না?'

sklilu.blogspot.com

মা নিজের একাকীত্বের সাথে যুদ্ধ করে করে ক্লান্ত। তারপরও মেয়েকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে, 'তোমার বাবা ভীষণ ব্যস্ত। সে তোমাকে অনেক ভালোবাসে, এজন্যই তাকে অনেক পরিশ্রম করতে হয়। অফিসে এত বেশি কাজ যে তার কিছু অংশ বাড়িতেও নিয়ে আসতে হয়।'

মেয়েটি তার মায়ের কথা বোঝার চেষ্টা করল। এরপর চোখ বড় করে মাকে বলল, 'বাবা যদি অফিসে সব কাজ শেষ করতে না পারে তাহলে বস তাকে কেন ধীরগতির কোনও গ্রুপে দিয়ে দেয় না?'

আসলেই তো, কেন দেয় না? একজন ব্যক্তির আর্থিক ও পেশাগত সাফল্যের জন্য তার আয়ত্ত্বের মধ্যে কাজ করা উচিত। এই সীমার উৎপত্তি হয় বস্তুগত বিষয়ের সাথে অন্যান্য মূল্যবোধ বিনিময়ের মাধ্যমে।

আমি জানি। আমিও বস্তুগত বিষয়ের জন্য কিছু মূল্যবোধ বিনিময় করেছিলাম। যদি জানতাম এর জন্য আমাকে কতটা চড়া মূল্য দিতে হবে তাহলে কখনোই মূল্যবোধ জলাঞ্জলি দিতাম না।

কাজপাগল

এই ধারণাটি সাফল্যের একটি সনাতন ধারণা। উইলি লোম্যান তার বই 'ডেথ অফ এ সেলসম্যান' এ এই ধারণাটি এনেছেন। এই ধারণা অনুযায়ী কোন ব্যক্তি দীর্ঘ সময় ধরে কঠোর পরিশ্রম করে যান। কাজপাগলের জন্য কোন কাজই পর্যাপ্ত হয় না। সে দিনে দশ, বারো বা চৌদ্দ ঘণ্টাও কাজ করতে পারে। সে দুইটি কাজ পরপর করতে থাকে। ঘুমের সময়ই এমন ব্যক্তির সন্তুষ্টি আসে। কাজকে উপভোগ না করে, বেশি বেশি কাজ করে যাওয়াই এদের উদ্দেশ্য।

আমরা এর ফলাফল জানি। বাইরের সবার কাছে সে শ্রদ্ধা পেলেও পরিবার থেকে দূরে সরে যায়, স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে, এমনকি মূল্যবোধেরও সংকট হতে পারে। দুঃখজনকভাবে একজন কাজপাগল ব্যক্তি কিন্তু সবচেয়ে বেশি অর্থও উপার্জন করতে পারে না। কারণ, সে ফলাফলের চেয়ে কাজ করে যাওয়াকেই বেশি গুরুত্ব দেয়।

sklilu.blogspot.com

এই তিনরকম দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে আমাকে একটি বেছে নিতে বলা হলে আমি সবচেয়ে ভালোটাই বেছে নিবো। সৌভাগ্যক্রমে আরও একটি দৃষ্টিভঙ্গি আছে যেটাকে আমার কাছে আদর্শ বলে মনে হয়।

দক্ষ সময় ব্যবস্থাপনা

এটি সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত এবং অন্য তিনটি দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয়ে গঠিত। এ ধরনের মানুষ জীবনের প্রতিটি বিষয়ের জন্য সময় বরাদ্দ রাখে। এমনকি সময়ের সাথে চলা বা কোনকিছু না করার জন্যও সময় বরাদ্দ রাখে। ৯টা - ৫টা কাজ করা ব্যক্তির মতো সময়ের সীমারেখা জানে। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবোধ বা বিষয়ের জন্য সে নির্দিষ্ট সময় বরাদ্দ রাখে। যেমন পরিবারকে সময় দেওয়া, কোথাও বেড়াতে যাওয়া বা নতুন কোন বিষয়ে প্রশিক্ষণ নেওয়া। কাজপাগলের মতো সে দীর্ঘসময় কাজ করতে ভয় পায় না। সে কীভাবে এরকম করে? উত্তরটি সহজ। সে বুদ্ধিমত্তার সাথে কাজ করে, সবসময় দীর্ঘক্ষণ ধরে কাজ করে না - প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের সময় না বাড়িয়ে উৎপাদন বাড়ানোর ওপর নজর দেয়।

দক্ষ ব্যবস্থাপক সর্বদা ফলাফলের দিকে লক্ষ রাখে। অন্যভাবে বলতে গেলে তারা সর্বদা সম্পদ বৃদ্ধির দিকে মনোযোগ দেয়। এরকম কাজ তাদের অর্থ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। সম্পত্তি ক্রয় বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তারা সম্পদ বৃদ্ধি করে থাকে। সময়কে সম্পদে পরিণত করতে একটি দক্ষ বিক্রয়কর্মী দল তৈরি করুন এবং ফলাফলের দিকে লক্ষ রেখে এগিয়ে যান।

সময়ের সদ্ব্যবহার

সময় ব্যবস্থাপনার একটি প্রধান সূত্র আছে। হয় আপনি সময়কে নিয়ন্ত্রণ করবেন, না হয় সময় আপনাকে নিয়ন্ত্রণ করবে। এ এক সিদ্ধান্তের বিষয়। আপনার সময়ের নিয়ন্ত্রক কে হবে? আপনি নাকি অন্য কেউ? আপনি আপনার সময়কে নিয়ন্ত্রণ না করলে তা অন্য কেউ নিয়ন্ত্রণ করবে।

সময় নিয়ন্ত্রণ করতে হলে একে ব্যবস্থাপনার অধীনে আনতে হবে। সবচেয়ে ভালো কৌশল হচ্ছে 'না' বলা। আপনাকে 'না' বলতে শিখতে হবে। না বলতে আমার এখনও সমস্যা হয়। ভালো মানুষ হওয়ার জন্য সবকিছুতে 'হ্যাঁ' বলা সহজ। এর মানে হলো আমরা অভিযোগ এড়ানোর জন্য সবকিছুতে হ্যাঁ বলে অনেক সময় পাশ কাটিয়ে দিই। আমাদের যদি ভিন্নমতও থাকে তবুও আমরা একমত হই। এটা অনেক সময় নষ্ট করে। অবশেষে আমি সুন্দর করে 'না' বলা শিখতে পেরেছি। কীভাবে? আমি বলি, 'আমার মনে হয় না আমি পারব। যদি পারি তো জানাব।' মানুষদের সুখবর দেওয়া কি ভালো নয়? বিশেষ করে কাজটি আপনি করতে পারবেন এটা জানানো।

sktu.blogspot.com

পরীক্ষা করে দেখুন, এটি বেশ কাজে দেয়! আমার এক বন্ধু রন রেনল্ড বলে, 'অতিরিক্ত কথা বলে নিজের সমস্যা বাড়িয়ো না।'

আপনার সময়কে নিয়ন্ত্রণ করার আরেকটি উপায় : যখন যা করবেন মনোযোগ দিয়ে কেবল তাই করবেন। কাজের সময় কাজ করবেন আর খেলার সময় খেলা করবেন। দুই কাজ একত্রে করবেন না। একত্রে কাজ করতে গিয়ে লেজেগোবরে জড়িয়ে পড়বেন না। এতে আপনি কাজের সুফল হারাবেন এবং খেলার আনন্দ হারাবেন। কাজ সম্পন্ন করার তৃপ্তি এবং খেলার আনন্দ আপনাকে নানা ধরনের পারিপার্শ্বিক চাপ থেকে মুক্তির স্বাদ দিবে।

আমার অবস্থা একদিন এমন ছিল। আমি চিন্তা করতাম, 'পরিবারকে নিয়ে সমুদ্র সৈকতে ঘুরতে যেতে হবে। তাদেরকে কথা দিয়েছি। কথা না রাখতে পারলে তারা কী মনে করবে?' তাই তাদের নিয়ে সৈকতে গেলাম। সৈকতে গিয়ে ভাবতে লাগলাম, 'এখন আমার অফিসে থাকার কথা। এখানে কেন এলাম? কত কাজ পড়ে আছে। তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে।' ফলাফল? আনন্দের সময় কাজের কথা ভেবে আমি পুরো সময় নষ্ট করলাম।

আবার আমি ভিন্ন ধরনের চিন্তা করেও আমার কাজের সময় অপচয় করতাম। আমার একটি মটর সাইকেল আছে। একদিন আমি চিন্তা করলাম মটর সাইকেলটি নিয়ে সকালবেলা একটু ঘুরে আসব। তবে সেদিন আমি মটর সাইকেল নিয়ে বের হইনি। অথচ সারাদিন আমি মটর সাইকেল নিয়েই চিন্তা করে গেলাম। আমার অফিসে গিয়েও এই চিন্তা রয়ে গেল।

বর্তমানে বক্তৃতা বা অন্য কোন কাজের জন্য স্পেন, আফ্রিকা বা অস্ট্রেলিয়াতে গেলে কাজটিকে ভ্রমণ হিসাবেই চিন্তা করি। প্রতিদিন বক্তৃতা, সাক্ষাৎকার ও সভাসমিতিতেই কেটে যায়। যখন ব্যবসা সংক্রান্ত কাজ শেষ হয়ে যায় তখন আমি বাকি সময় এলাকা ঘুরে বেড়াই এবং আনন্দ উপভোগ করি। এখন আমার বেশ ভালোই লাগে। এই শিক্ষা আমার জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা।

আমার এক বন্ধু কাজ করার জন্য একটি সময়সূচি তৈরি করেছে। এক সপ্তাহ কাজ করা এবং এক সপ্তাহ কাজ না করা। সে এর নাম দিয়েছে, 'এক সপ্তাহ কাজ-আরেক সপ্তাহ আনন্দ।' আপনি যদি ছুটির দিন গণনা করেন তো দেখবেন সে কাজ করে পাঁচ দিন আর আনন্দ করে সময় কাটায় নয় দিন। এ এক বিলাসিতা, তাই না? যাই হোক, এই পাঁচ দিনে সে সত্যি সত্যি পূর্ণ

sklilu.blogspot.com

মনোযোগ দিয়ে শুধু কাজই করে, অন্য কিছু নয়। আপনার কাছে তার এভাবে কাজ করা রীতিমত অবিশ্বাস্য মনে হবে। এই পাঁচ দিনে সে তার সবটুকু চেষ্টা দিয়ে কাজ করে। ক্রমাগত করতে থাকে। তারপর সে সবকিছু বন্ধ করে পরিবারকে নিয়ে সময় কাটাতে বা বেড়াতে চলে যায়। অসাধারণ!

আত্মজ্ঞান

সময় ব্যবস্থাপনার একটি বিশেষ নিয়ম হলো, 'নিজেকে জানা।' আমাদের দেহ একটি যান্ত্রিক ঘড়ির মতো কাজ করে। দেহের ভিতর এই ঘড়িটি আমাদের দৈনন্দিন কাজের জোয়ার-ভাটা বা উত্থান-পতন নিয়ন্ত্রণ করে। আপনার সবচেয়ে উৎপাদনশীল সময় বা যখন আপনার কাজ করার আগ্রহ বেশি থাকে সে সময়টি বের করুন। যদি তা সকালের সময় হয় তবে আপনার বড় বড় গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো এই সময় করার চেষ্টা করুন। উদাহরণস্বরূপ, যদি আপনার কাজ হয় অন্যদের সাথে কথা বলে তাদেরকে কোন পণ্য বা সেবা সম্বন্ধে বোঝানো তাহলে মিটিংগুলো নাশতা করার পরপরই সেরে ফেলার চেষ্টা করুন।

কিন্তু যদি এর বিপরীত হয়, দুপুরের খাবারের আগে আপনি নিজের নামও মনে করতে না পারেন, তবে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো বিকাল বা সন্ধ্যার জন্য রেখে দিন।

এরপর নিজের অভ্যাস পর্যালোচনা করুন। যেমন, নিজের কাগজপত্রগুলো গুছিয়ে রাখুন, তথ্যাবলি নিয়মিত পর্যালোচনা করুন। আপনার আর্থিক বিবরণী বা আয়-ব্যয়ের হিসাব করার কথা থাকলেও যদি তা না করে থাকেন তবে আজই করুন। আপনি যদি না পারেন তবে অন্য কারও সাহায্য নিন। আর তা যদি না করেন, নিজের হিসাব-নিকাশ ও তথ্যাবলি পর্যালোচনা না করেন, তা আপনাকে ভবিষ্যতে ক্ষতির সম্মুখীন করবে। আপনি হয়তো কিছু পারেন না, সেই কাজ অন্যকে দিয়ে করিয়ে নিতে পারেন। অন্য লোকের মাধ্যমে কাজ করানো মন্দ নয়। কিন্তু আপনি যদি আপনার কাজের দায়িত্ব না নেন তবে তা মারাত্মক হয়ে দাঁড়াবে। অবশ্য আপনার দুর্বলতা আপনাকে বিপদে ফেলবে না। কিন্তু আপনি যদি দায়িত্ব নিতে না শেখেন তবে আপনি বিষম বিপদে পড়বেন।

কয়েক বছর আগে আমার অফিসের কর্মীরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছল যে আমি ডাকপিয়ন হিসাবে খুব একটা ভালো নই। যেহেতু আমার প্রায়ই ভ্রমণ

করতে হয় তাই তারা প্রায়ই কাগজপত্র সেই জায়গার কোন এক ঠিকানায় পৌঁছে দিতে বলে। আমি অন্যমনস্কভাবে কাগজটি কোটের পকেটে রাখতে রাখতে বলি, 'ঠিক আছে।' আর প্রায়ই সেসব কাগজ লন্ড্রির লোকেরা ফেরত দিয়ে যায় . . .

এরপর থেকে আমার কর্মীরা আমাকে ৫ বছর বয়সী শিশুর সাথে তুলনা করতে আরম্ভ করল। একবার তারা বলল, 'এই কাগজটি নিউ ইয়র্কে পৌঁছাতে হবে। এবার কি আপনি সত্যি সত্যি পৌঁছে দিতে পারবেন?' আমি বললাম, 'অবশ্যই, তোমরা নিশ্চিত থাকতে পারো। আমি উদাসীন নই।' বলাই বাহুল্য যখন ফিরলাম তখন আমার ব্রিফকেসের মধ্যে সে কাগজটি পাওয়া গেল।

এখন আর আমাকে বলতে হয় না। কোন নতুন কর্মী এলে পুরনোরা বলে, 'কোন কাগজ কোথাও পাঠানোর জন্য চেয়ারম্যানকে দিও না যেন। তিনি অনেক কিছুতে ভালো। কিন্তু ডাকপিয়ন হিসাবে খুবই বাজে। অন্য কোনও উপায় বের করে নাও।'

আমি এটাই বলতে চাইছি। যতদিন পর্যন্ত আপনার দুর্বলতা আপনাকে লক্ষ্য অর্জন থেকে সরাতে না পারে ততদিন ঠিক আছে। আপনি সবকিছুতে পারদর্শী নন - এটা মেনে নেওয়া লজ্জার কোন বিষয় নয়। প্রকৃতপক্ষে নিজেকে জানা সময় ব্যবস্থাপনার এক গুরুত্বপূর্ণ দিক।

টেলিফোন

আমরা সবাই টেলিফোন চালাতে অভ্যস্ত। (এখন তো সবার হাতে হাতে মোবাইল।) বর্তমানে এটি এত সহজলভ্য যে প্রতিটি বাড়িতে প্রতিটি মানুষের হাতে হাতে যন্ত্রটি বিদ্যমান। এখন গাড়িতেও কথা বলার মতো, কাউকে ফোন দেওয়ার মতো নানান সুযোগ সুবিধা যোগ করা হয়েছে। আমাদের গাড়িতেও এই ধরনের সুবিধা ছিল। আমাদের মধ্যকার খুব কম সংখ্যক লোকই টেলিফোন বা মোবাইলের সর্বোচ্চ ব্যবহারের কথা জানি। এর যেমন অবিশ্বাস্য উপযোগীতা আছে তেমনি এর দ্বারা আমাদের মূল্যবান সময়ের অপচয় হওয়াও সম্ভব। এটি সবার কাছেই একটি উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্র। আপনি যেমন মুহূর্তের মধ্যেই অন্যের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন, তেমনি অন্যরাও এর মাধ্যমে আপনার সাথে যোগাযোগ করতে পারে। এই সুবিধাটি আপনার প্রতিদিনের রুটিন বা অনুসূচিকে (পূর্বনির্ধারিত প্রতিদিনের

sakib.blogspot.com

কার্যতালিকাকে) উলট-পালট করে দিতে পারে।

আপনার জীবনে এর উপযোগীতা বা এর উপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করুন। আপনার সাথে কে যোগাযোগ করতে পারবে আর কে পারবে না তা নিয়ন্ত্রণ করুন। যদি আপনার একজন ব্যক্তিগত সহযোগী নিয়োগ দেওয়ার মতো অবস্থা থাকে তবে তাকে টেলিফোন বা মোবাইলের কল নিয়ন্ত্রণ করতে শেখান। অথবা আনসারিং মেশিনও ব্যবহার করতে পারেন। এতে কেবল প্রয়োজনীয় কলগুলো ব্যাক করতে হবে।

মনে রাখবেন, আপনি বাড়িতে থাকা অবস্থাতেও টেলিফোন বা মোবাইল আপনার সময়ের অপচয় করতে পারে। মানে, আপনি সতর্ক না থাকলে অন্যরা আপনার অবসর সময়ে অনুপ্রবেশ করবে। এ রকম ঘটতে দিবেন না। পরিবার ও বন্ধুদের সাথে সময় কাটানোর সময় টেলিফোন বা মোবাইল এড়িয়ে চলুন। হয় আনসারিং মেশিন ব্যবহার করুন, না হলে অন্য কোন উপায়ে নিজের অবসর সময়ের আনন্দকে রক্ষা করুন। টেলিফোন বা মোবাইলে অনেক ধরনের ব্যবস্থা আছে। একেবারে বন্ধ করতে পারেন, নীরব করে রাখতে পারেন প্রভৃতি। টেলিফোন বা মোবাইলে আলাপ করার চেয়ে অবসর সময়টুকুতে আপনার পরিবার ও বন্ধুরা বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

ইনকামিং কলগুলো নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি আউটগোয়িং কলগুলোও সুন্দর করে নিয়ন্ত্রণ করুন। আলোচ্যসূচি তৈরি করে রাখুন। অপ্রয়োজনীয় ফোনকলে আমরা যথেষ্ট সময় ও অর্থ অপচয় করি। কখনো কি নিজেকে বলতে শুনেছেন, 'তোমাকে কিছু বলতে চেয়েছিলাম, এখন মনে করতে পারছি না। পরে ফোন দিচ্ছি?' আমরা কখনো-বা কখনো এই ধরনের কথা বলি। এতে যেমন আমাদের মূল্যবান সময় অপচয় হয় তেমনি অপেশাদারিত্বও প্রকাশ পায়। ফোন করে কী কথা বলতে চান তা ছোট্ট একটি কাগজে সংক্ষেপে লিখে রাখুন। একে বলা হয় আলোচ্যসূচি তৈরি করা। কী আলাপ আলোচনা করবো তার সূচি বা তালিকা তৈরি করা।

আরেকটি সমাধান হচ্ছে - প্রতিটি ফোনকলের আগে মূলকথাগুলো পয়েন্ট আকারে লিখে রাখুন। এতে প্রতিটি কথোপকথন সংক্ষিপ্ত ও ফলপ্রসূ হবে, পেশাদারিত্ব বাড়বে। প্রতিটি ফোনকলের রেকর্ডও থাকবে।

কোন একটি কথোপকথন মনে করতে চাইলে এগুলো দেখে মনে করতে পারবেন। ধরুন জনকে বললেন, 'জন, অন্যদিন যে চারটি বিষয়

sklibrary.blogspot.com

নিয়ে কথা হলো, সেগুলোর কী করলে? জন বলল, 'কোন চারটি বিষয়? এমন তো কোন কথা হয়নি।' তখন আপনি শান্তভাবে জনকে আপনার লিখিত পয়েন্টগুলো দেখাতে পারবেন। এতে কাজের স্বচ্ছতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি পাবে।

একটি সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানে সময়ের সদ্ব্যবহার

আমরা দীর্ঘ অভ্যাসবশত সবকিছু করে থাকি। যখন আমরা আরও দক্ষ হতে চাই, তখন এই অভ্যাসই আমাদের জন্য বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। উন্নতি করতে গেলে, আরও দক্ষ হতে হলে পরিবর্তন করতে হবে। আর পরিবর্তন করতে হলে আমাদেরকে আমাদের কাজ পর্যালোচনা করতে হবে। আপনার তথ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থাটি কি আধুনিক? এতে কি সর্বশেষ তথ্যটি যোগ করা হয়েছে? আপনার হিসাবের অবস্থা কী? বর্তমানে প্রযুক্তির কল্যাণে দক্ষতা বাড়ানোর বহু উপায় আছে। এই যুগ দ্রুত তথ্য আদানপ্রদানে বিপুল সম্ভাবনা তৈরি করেছে। আপনি এর থেকে অনেক ধরনের সুবিধা নিতে পারেন।

আমি অফিসে কম্পিউটার ব্যবহার করি। আমি এর দ্বারা অসাধারণ সব কাজ করতে পারি। এতে আমার বহু সময়ও বেঁচে যায়। এছাড়াও ভ্রমণের সময় আমি একটি বহনযোগ্য যন্ত্র ব্যবহার করি। সেটি থেকে তথ্য মূল কম্পিউটারে যত্ন করে রেখে দেই। এতে আমার অনেক সময় বেঁচে যায়!

এসব বিস্ময়কর বৈদ্যুতিক যন্ত্র আবার সময়ও নষ্ট করে। লাখো লোক কম্পিউটার ব্যবহার করে। কেবল ব্যাংক একাউন্টের ব্যালেন্স দেখার জন্য অথবা টেলিফোন নাম্বার সংরক্ষণের জন্য। এই ব্যাপারটি গাড়িতে করে আপনার প্রতিবেশির বাড়িতে যাওয়ার মতো। তাই এই সব নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের উপায় নিয়ে চিন্তা করুন। আর আপনার ব্যবসা যদি জটিল হয় তবে সাহায্যের জন্য একজন বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন। মনে রাখবেন, সবকিছুতে পারদর্শী হওয়ার দরকার নেই। আপনার দুর্বলতা কাটানোর জন্য অন্যরাও আছে।

sklilu.blogspot.com

ঠিক প্রশ্ন করা

অন্যদের কাজ দেখভালের সময় ঠিক প্রশ্ন করার মাধ্যমে আপনার অনেক সময় বেঁচে যেতে পারে। আচরণগত মনোবিজ্ঞানে আমরা শিখেছি সবকিছুই কোন না কোনকিছুর ফলাফল। কোন সমস্যা এলে ধরে নেওয়া হয় এর চেয়েও বড় কোন সমস্যা আসছে। মূল বিষয় জানতে হলে প্রশ্ন করতে হবে। এরকম মুহূর্তে তাড়াহুড়া করে সিদ্ধান্তে যাওয়া উচিত নয়। একটু সময় নিয়ে, চিন্তা-ভাবনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। (অনুবাদক - আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলছি। যখন আপনি অন্যদের দিয়ে কাজ করাবেন তখন প্রায়ই দেখবেন হঠাৎ কোন এক সমস্যার উদয় হয়েছে। কর্মচারী হয়তো সমস্যা বর্ণনা করে বলছে, 'স্যার, এখন কী করবো? আমাকে যখন আমার সহযোগীরা এরকম বলে তখন আমি বলি, 'আমি একটু চিন্তা করে নিই। এক ঘণ্টা পরে জানাচ্ছি।' প্রায়ই দেখা যায় হঠাৎ উদয় হওয়া কোন সমস্যা তাৎক্ষণাৎ মনে হয় বিরাট কিছু, কিন্তু কিছু সময় পর দেখা যায় এ কোন সমস্যাই নয়। হয় সহযোগী বা কর্মচারীরাই ঠিক করে ফেলে অথবা আমি একটু সময় নিয়ে চিন্তা করে উপযুক্ত সমাধানে আসি।)

ধরি, মেরি নামক এক কর্মচারী বিক্রয়কর্মী হিসাবে কাজ করে। বিক্রি করতে না পারলে আমরা বলতে পারি, 'মেরিকে বিক্রয়ের কৌশলের ওপর প্রশিক্ষণ দেওয়া উচিত।' বা সুপারভাইজারকে জিজ্ঞেস করতে পারি, 'মেরি কেন বিক্রি করতে পারছে না?' তিনি হয়তো বলবেন, 'সে ঠিকমতো ফোন করতে পারছে না।'

- কেন?

- কারণ সে সকাল সকাল কাজ শুরু করে না।

আমরা এখানে থেমে মেরিকে তাড়াতাড়ি কাজ শুরুর পরামর্শ না দিয়ে আরও গভীরে যাওয়ার চেষ্টা করি। 'কেন মেরি তাড়াতাড়ি কাজ শুরু করতে পারছে না?' এই প্রশ্ন করার ফলে আমরা মূল কারণে চলে এসেছি। হয়তো মেরির কোনও ব্যক্তিগত সমস্যা আছে। হয়তো তার বিক্রির দক্ষতা বাড়ানোর দরকার নেই।

গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলোর মূল কারণ কয়েক স্তর নিচে থাকে। ঠিক প্রশ্ন করার মাধ্যমে আপনি খুব দ্রুত সমস্যার মূলে চলে যেতে পারবেন। এতে প্রচুর সময় বেঁচে যাবে।

skillbloggspot.com

কাগজে চিন্তা করার চার উপায়

সময়কে সফলভাবে ব্যবহারের একটি চমৎকার কৌশল হলো কাগজে চিন্তা করার দক্ষতা। ভাবছেন এ আবার কী! আপনার চিন্তাগুলোকে কাগজে লিখে ফেলা। একটি সফল প্রতিষ্ঠান তৈরি করা একটি পোক্ত ভবন তৈরির মতো। আপনি আপনার বুদ্ধি বা ধারণাটি কল্পনা করুন, তারপর কাগজে লিখুন বা আঁকুন। তারপর পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করুন। আমি আমার প্রতিষ্ঠানে একটি প্রবাদ ব্যবহার করি, 'চিন্তা থেকে নয়, দলিল থেকে কাজ করো।' (বর্তমানে বাংলাদেশের বহু প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানিতে ইমেইলের মাধ্যমে কর্মচারীদের কর্ম দায়িত্ব দেওয়া হয়। এতে কী কাজ করতে হবে তা খুব স্পষ্ট থাকে। আবার রেকর্ডও থাকে, যাতে যেকোন দরকারে পুনরায় তা পর্যালোচনা করা যায়।)

দিন শুরু করার জন্যও কাগজে-কলমে অনুসূচি লিখে রাখা দরকার। একজন ঘুম থেকে উঠে যদি প্রশ্ন করে, 'আজ কী করব?' তবে তার কর্মদক্ষতা কতটুকু কার্যকর হবে? ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে যাবে। প্রতিদিন কিছু সময় বাঁচিয়ে পরবর্তী দিনের পরিকল্পনা করুন। এর পাশাপাশি সপ্তাহ, মাস এমনকি বছরের পরিকল্পনাও করা উচিত।

এটি একটি সৃষ্টিশীল প্রক্রিয়া। 'কাজের তালিকা' ছাড়াও অনেক কিছু করার আছে। জীবনের পরিকল্পনা করার ক্ষেত্রে চারটি আলাদা আলাদা পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারেন :

দিনপঞ্জি বা ডাইরি

আমি সভা-সমিতি বা প্রশিক্ষণ দিতে গিয়ে যেসব বক্তৃতা দেই সেগুলোতে সর্বদা দিনপঞ্জি বা ডাইরি রাখার গুরুত্বের ওপর অনেক কথা বলি। কারণ আমার দৃঢ় বিশ্বাস সফল জীবনযাপনের জন্য ডাইরি বা একটি নোটখাতায় তথ্য লিখে রাখার অভ্যাস খুবই অপরিহার্য।

এটি আপনার জীবনে আসা সমস্ত ইতিবাচক তথ্য ও জ্ঞানের সংরক্ষক। ভালো কোন বুদ্ধি বা ধারণা যেকোন জায়গা থেকে জন্ম নিতে পারে। হয়তো কোন অর্থপূর্ণ পরামর্শ শুনলেন বা কোন বই, পত্রিকা বা কোন দেওয়ালে আপনার কাজে লাগতে পারে এমন কোন তথ্য পড়লেন। গাড়ি চড়ার সময় বা হাঁটতে গিয়ে চমৎকার বুদ্ধি বা ধারণা মাথায় আসতে পারে। সাথে সাথে

sktilu.blogspot.com

কাগজে লিখে ফেলুন। মূলকথা হলো, 'ভালো বুদ্ধি বা ধারণাগুলোকে হারিয়ে যেতে দিবেন না।' একটি চমৎকার বুদ্ধি বা ধারণা আপনার জীবন বদলে দিতে পারে যদি আপনি একে কাজে লাগাতে পারেন। যেখানেই থাকুন সবসময় সাথে একটি ছোট্ট দিনপঞ্জি বা নোটখাতা রাখুন।

প্রজেক্ট বুক

আপনি যত উচ্চাকাঙ্ক্ষী হবেন, জীবনে যত উপরে উঠবেন আপনি ততই নানান কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়বেন। আপনার নানা ধরনের প্রকল্প থাকবে যেগুলোতে আপনাকে সময় দিতে হবে। অনেকের সাথে আপনার পরিচয় হবে। ব্যস্ত মানুষকে অনেক লোকের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করতে হয়, আলাপ আলোচনা করতে হয়। এ কাজটি কখনোই সহজ নয়।

এসব ঠিকমতো করার জন্য একটি প্রকল্প খাতা রাখা উচিত। এর বাঁধাই হতে পারে রিং বাঁধাই যাতে সহজেই খুলতে পারেন এবং নানান পৃষ্ঠায় আপনার প্রধান প্রধান প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো লিখে রাখতে পারেন। এই বই বা খাতায় আপনি যাদের সাথে কাজ করছেন, প্রত্যেকের জন্য আলাদা জায়গা রাখুন। প্রতিটি ব্যক্তির নামের নিচে তার সম্বন্ধে উপযুক্ত তথ্য টুকে রাখুন। প্রত্যেকের দক্ষতা, পারিবারিক ইতিহাস, লক্ষ্য, সামর্থ্য, চাহিদা ইত্যাদি ছাড়াও আপনি যা যথার্থ মনে করেন তা লিখে রাখুন। একজন ব্যবস্থাপক হিসাবে আপনার বিক্রয় তথ্য, দক্ষতা ও যোগ্যতা সহ বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে ধারণা থাকা উচিত। এভাবে কর্মীদের ও কোম্পানির পারদর্শিতা মূল্যায়ন করতে পারবেন।

আপনার চাকরি বা ব্যবসার প্রতিটি বিভাগের জন্য এটি ব্যবহার করতে পারেন। আপনি প্রজেক্ট অনুযায়ী শ্রেণিবিভাগও করতে পারেন। মূল বিষয়টি হলো, তথ্য-উপাত্ত যোগাড় করে রাখা যাতে প্রয়োজনের সময় ফাইল খুঁজতে গিয়ে বহু সময় অপচয় না হয়। প্রজেক্ট বুকের বিষয়টি আপনার ব্যক্তিগত জীবনেও ব্যবহার করতে পারেন . . .

যেমন আপনার প্রতিটি সন্তানের জন্য একেকটি পৃষ্ঠা রাখলেন। এ কি অদ্ভুত শোনাচ্ছে? আমি যদি জিজ্ঞেস করি, 'আপনার সন্তানের সর্বশেষ রিপোর্টকার্ড সম্পর্কে কিছু মনে আছে কি? যদি থাকে তাহলে আগেরটার সাথে এর তুলনা করবেন কী করে? আপনার সন্তান কোন অনুষ্ঠানে সর্বশেষ আপনাকে নিয়ে যেতে চেয়েছিল? আপনি কি তা লিখে রেখেছিলেন? মনে

ektilu.blogspot.com

করুন তো, সন্তানের সাথে আপনার সর্বশেষ আলোচনা ছিল কী নিয়ে?

দেখুন, সন্তান কিন্তু তার বাবা-মায়ের সাথে কাটানো সব ঘটনা মনে রাখতে পারে। দুর্ভাগ্যবশত আমরা বাবা-মায়েরা অনেক ব্যস্ত ও অমনোযোগী থাকি। প্রতিটি বাচ্চার তথ্য টুকে রাখলে তার উন্নতি অবনতি সহজেই আমাদের চোখের সামনে ধরা পড়ে। সময় থাকতেই আমরা দরকারি পদক্ষেপ নিতে পারি।

স্বাভাবিকভাবেই, আপনার আর্থিক বিষয়গুলো এভাবে লিখে রাখতে পারেন। এতে বিনিয়োগ, বীমার মতো বিষয়গুলো সম্পর্কে জানা সহজ হবে।

একজন ব্যক্তির জীবন কোন রকমে চালিয়ে নেওয়ার জন্য কি দিনপঞ্জি বা প্রকল্প খাতার কোন দরকার আছে? জীবন তো চলছেই। খাতা-কলমে লেখার আবার কী দরকার? আপনার কী তাই মনে হয়? হতে পারে। যদি আপনি কোন রকমে আপনার জীবন কাটাতে চান তবে কোন কথারই কোন মানে হয় না। আর যদি আপনি সুখ ও সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য সংগ্রামকারী একজন পুরুষ হন তবে এই পদ্ধতিগুলো বা সূত্রাবলি আপনার অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করবে।

ক্যালেন্ডার

প্রতিদিনের দিনপঞ্জিকার মাধ্যমেও কাগজে আপনার চিন্তাটি লিখে রাখতে পারেন। আমি এমন কোন ক্যালেন্ডারের কথা বলছি না যেখানে লেখার মতো পর্যাপ্ত জায়গা নেই। আমি বলছি 'ডে টাইমারে'র কথা। এটি আপনার প্রতিদিনের কর্মতালিকা সংরক্ষণ করে রাখে। কেবল তাই নয়, ব্যবসায়ের খরচ, লক্ষ্য অর্জন, টেলিফোনের আলাপে কী বলবেন এবং অন্যান্য প্রভৃতি কাজের তালিকা করার জন্য এতে যথেষ্ট জায়গা থাকে।

আপনি দিনপঞ্জি ও প্রকল্প খাতার দৈনিক ও সাপ্তাহিক লক্ষ্যগুলো সংরক্ষণ করবেন এবং সপ্তাহ শেষে পর্যালোচনা করবেন। এগুলো আপনার লক্ষ্য পূরণের পথে রেকর্ড হিসাবেও কাজ করবে। এ হচ্ছে এমন এক মূল জায়গা যেখানে প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো সংরক্ষণ করা আছে। সেখান থেকে দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক ও বাৎসরিক তথ্যগুলো পর্যালোচনা করা সম্ভব। আপনার পরিকল্পনায় আপনি যখন ক্যালেন্ডার ব্যবহার করবেন তখন আপনি পুরো বছরের একটি সার্বিক চিত্র পাবেন। এতে আপনার মধ্যে দূরদর্শিতা তৈরি হবে।

shilpi.blogspot.com

এই পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে সপ্তাহ ও দিন একটা বৃহৎ পরিকল্পনার অংশ হয়ে উঠবে। এভাবে উন্নত দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে জীবনের একটি দীর্ঘমেয়াদি চিত্র তৈরি করতে পারবেন। কারণ আপনি পরিকল্পনা করেছেন এবং সে অনুযায়ী এগিয়ে যাচ্ছেন।

এভাবে দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক লক্ষ্যগুলো তিন মাস মেয়াদি, ছয় মাস মেয়াদি বা এক বছর মেয়াদি লক্ষ্যের সাথে জুড়ে দিতে পারবেন। এর জন্য আপনার যথেষ্ট পরিমাণ শৃঙ্খলা প্রয়োজন। যখন এগুলো করতে পারবেন, তখন আপনি আপনার কাজকর্মে আরও দক্ষ হয়ে উঠবেন। হয়তো সময়ের দক্ষ ব্যবস্থাপনায় এ এক দীর্ঘ পথ। তবে আমি নিশ্চিত যে আপনি এর দৃশ্য, স্বাদ ও অন্যান্য দক্ষ মানুষদের সঙ্গ উপভোগ করবেন।

আনন্দময় এক পরিকল্পনা

একটি পরিকল্পনা তখনই আনন্দময় হয়ে ওঠে যখন আপনি বিশ্বের বিভিন্ন মতামতকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখুন, বিভিন্ন মানুষকে শ্রদ্ধার পাত্র ভাবেন এবং আপনার লক্ষ্যকে ভালোবাসেন। প্রায়ই দেখা যায়, আমরা ক্রিকেট বা ফুটবল খেলতে গিয়ে পরিকল্পনা করি। কিন্তু নিজেদের জীবন পরিচালনার জন্য কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করি না।

আপনার জীবনকে সুন্দর করতে প্রথম কাজ হচ্ছে : পরিকল্পনা না করে কখনোই একটি দিন আরম্ভ করবেন না। কারণ প্রতিটি দিনই হচ্ছে জীবনের অমূল্য এক অংশ। জীবন আর কিছুই না, প্রতিটি দিনের এক মহা সমাবেশ। আপনি যদি আপনার জীবনকে সুখী ও সমৃদ্ধশালী করতে চান তবে প্রতিটি দিন আরম্ভ করার পূর্বে দিনটিকে পরিকল্পনা করে নিন। প্রতিটি দিনকে পরিকল্পনা করুন। তবে এসব লেখা, কাগজে কলমে পরিকল্পনা করা ক্লান্তিকর। আমিও জানি। কিন্তু আপনি এও নিশ্চয় জানেন পরিশ্রম করার পরেই আমাদের চেষ্টার ফলাফল সবচেয়ে মধুর হয়। কেবল আশা করলেই হবে না।

sklilu.blogspot.com

প্রতিদিনকার পরিকল্পনায় দক্ষতা অর্জন করতে পারলেই আপনি একটু একটু করে সাফল্যের দিকে এগিয়ে যাবেন। পরের সূত্রটি হলো : পরিকল্পনা না করে কখনোই একটি সপ্তাহ আরম্ভ করবেন না।

সপ্তাহ শুরুর আগে পরিকল্পনা করে নিন। সপ্তাহ শেষে যদি নিজেকে প্রশ্ন করেন, 'এই সপ্তাহে আমি কী অর্জন করতে চাই?' তাহলে আপনার

জীবন কেমন হবে? হয়তো এমন পরিকল্পনা করা কিছুটা কষ্টকর। তবে সপ্তাহের পরিকল্পনার অংশ হিসাবে যদি প্রতিদিনের পরিকল্পনা করতে পারেন তাহলে সবকিছুই ঠিকঠাকভাবে এগুবে। ফলে প্রতিদিনই ফলপ্রসু হবে।

যখন সাপ্তাহিক পরিকল্পনায় দক্ষতা অর্জন করবেন, তখন মাসিক পরিকল্পনাও করতে পারবেন। পরের সূত্রটি হলো : পরিকল্পনা না করে কখনোই একটি মাস আরম্ভ করবেন না।

এর জন্য দরকার তীব্র আকাঙ্ক্ষা। পুরুষের জীবনে উন্নতি করতে হলে সর্বপ্রথম দরকার একটি জ্বলন্ত আকাঙ্ক্ষা। সে জীবনে যা চায় তাকে স্পষ্ট ভাষায় বলা, কাগজে কলমে লেখা। তবেই সেই লক্ষ্য জ্বালানি হয়ে আমাদের সকল কর্মকাণ্ডে আমাদের সহায়তা করবে।

আনন্দময় পরিকল্পনা তৈরির কৌশল

আপনাকে দুইটি বিষয় মনে রাখতে হবে। প্রথমত, একটি পরিকল্পনা স্প্রেডশিটের মতো যেখানে অনেকগুলো সংখ্যার পরিবর্তে বহু ধরনের কাজের তালিকা থাকে। দ্বিতীয়ত, পরিকল্পনা এক প্রকল্পের বা বহু প্রকল্পে প্রয়োগ করতে পারেন। তবে এক সময়ে এক প্রকল্পে প্রতি পূর্ণ মনোযোগ দিবেন। এভাবে দক্ষ হওয়ার পর একাধিক প্রকল্পে (আপনার নিজ আত্মবিশ্বাস অনুযায়ী) কাজ করতে পারেন।

যেভাবে কাজ করে : একটি গ্রাফ কাগজ নিন। এর বাম পাশে লিখুন কার্যাবলি - আপনি যে যে কাজগুলো করবেন তা উল্লেখ করুন। আর ডান পাশে লিখুন সময় - কোন কাজ কখন করবেন তা উল্লেখ করুন।

ধরুন, আপনি নতুন কোন পণ্য বাজারে আনার জন্য একটি প্রকল্প হাতে নিলেন। প্রতিটি কাজের জন্য (কনফারেন্স, বিজ্ঞাপন, প্যাকেজিং, বাজার গবেষণা প্রভৃতির জন্য) সময়সীমা নির্দিষ্ট করুন। এরপর সময় হিসাব করুন, কতদিন বা মাস লাগবে বের করুন। কাগজটিতে লিখুন। চূড়ান্ত ফলাফল আপনার সামনে পরিষ্কার এক ছবির মতো স্পষ্ট হয়ে যাবে।

পরিকল্পনা তৈরি করা এক কষ্টসাধ্য কাজ। নিখুঁতভাবে পরিকল্পনা তৈরি করার জন্য আপনাকে হয়তো বেশ কয়েকবার কাগজ ছিঁড়ে ফেলতে হতে পারে। কাজটি কঠিন, কারণ, আপনি প্রকল্পগুলোর মধ্য থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পটি নির্দিষ্ট করতে পারছেন না। যাইহোক, একবার এটি তৈরি

skillhub.blogspot.com

করতে পারলে আপনার অনেক ভালো লাগবে। (কোন কাজটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং কোন কাজটি কম গুরুত্বপূর্ণ তা নির্ধারণ করতে প্রাধান্য সম্পর্কে পাঠ করুন। নেতৃত্বের উৎস : প্রাধান্য। ৩৮ পৃষ্ঠা। বই - ডিভেলপিং দ্য লিডার উইদিন ইউ। মূল : জন সি. ম্যাক্সওয়েল। অনুবাদ : ফজলে রাব্বি। ঢাকা, সাফল্য প্রকাশনী, ২০১৭।)

পরিকল্পনাটি এমন জায়গায় রাখুন যেখান থেকে সহজেই আপনি দেখতে পান। অফিসের দেওয়ালে, টেবিলের ওপর বা প্রকল্প খাতায়। এতে করে আপনার মনোযোগ সর্বদা আপনার লক্ষ্যের প্রতি নিবন্ধ থাকবে।

কাজটি একই সাথে কষ্টকর ও উত্তেজনাময়। কষ্টকর এজন্য যে এটি আপনার পরিকল্পনার কথা সবসময় মনে করিয়ে দেয়। নির্দিষ্ট সময়সীমা বা তারিখ অনুযায়ী কাজ করতে হবে এমন ধরনের এক তাড়না দেয়। সময়সীমা অনুযায়ী কাজ সম্পন্ন করতে না পারলে কষ্ট অনুভব হয়। এর দরকার আছে। এতে করে আপনি পরবর্তীতে সবসময় সময়সীমা অনুযায়ী কাজ করার তাড়া অনুভব করবেন। আবার কষ্টকর হওয়ার পাশাপাশি এটি উত্তেজনাময়। কারণ, স্বপ্ন ও পরিকল্পনার বাস্তব রূপটি আপনার কাছে জাদুর মতো উপস্থিত হবে। এটি আসলেই ফলপ্রসু কাজ। একজন চিত্রকর ছবি একেঁ যেভাবে ক্যানভাসের দিকে চেয়ে থাকে, পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ সম্পন্ন করার পর আপনার নিজের মধ্যেও এক ধরনের পূর্ণতার অনুভূতি জেগে উঠবে। এই বোধ আপনাকে আরও এগিয়ে যাওয়ার সাহস দিবে।

সফল একটি দিন তাকেই বলে যার শুরু ও শেষ আছে, উদ্দেশ্য ও উপকরণ আছে, রঙ ও চরিত্র আছে, পরিশ্রম ও আনন্দ আছে। এই রকম এক একটি দিনই আমাদের স্মৃতিতে অমূল্য সম্পদ হয়ে দাঁড়ায়। আর এর সমষ্টিই এক অবিস্মরণীয় জীবন গড়ে তোলে।

এরকম একটি সুপরিকল্পিত দিন আরেকটি সুপরিকল্পিত দিনের সূচনা করে। আপনি পরিকল্পনা করলেন, কাজ করলেন এবং ফলাফল লাভ করলেন। তারপর আগামীদিন পূর্বের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে নতুন করে আরও উত্তম পরিকল্পনা তৈরি করবেন। এভাবেই অভিজ্ঞতা ও কর্মের মাধ্যমে একটি ভারসাম্যপূর্ণ অসাধারণ জীবনের আগমন ঘটে।

shilu.blogspot.com

ষষ্ঠ সূত্র

সুখ ও সমৃদ্ধি অর্জনের ষষ্ঠ সূত্র

সফল লোকজন দ্বারা নিজেকে ঘিরে রাখা

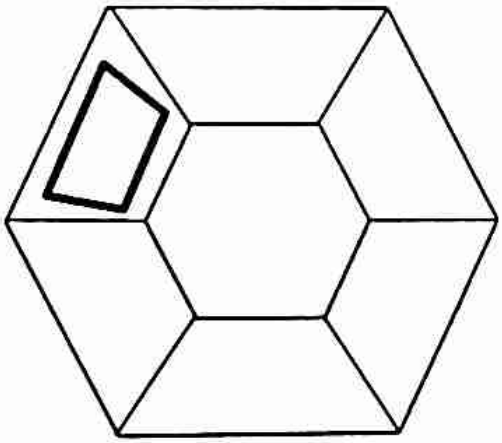

সুখ ও সমৃদ্ধি অর্জনের ৬ষ্ঠ সূত্র

sklilu.blogspot.com

৯

সংঘের নীতি

আমাদের আশেপাশের লোকজনের আচার আচরণ দ্বারা আমরা প্রভাবিত হই। আমরা যাকে সবচেয়ে কম বুঝি তার দ্বারাই সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হই। আপনি আপনার জীবনে যাদেরকে অনুমতি দেন - তাদের দ্বারাই আপনি প্রভাবিত হন। আপনি কি কখনো চিন্তা করে দেখেছেন অন্যরা কীভাবে আপনার জীবনযাপনে প্রভাব ফেলছে? জনাব শোফ না বলা পর্যন্ত আমিও ভাবিনি। তিনি বলেছিলেন, 'জিম, প্রভাবিত হওয়ার শক্তিকে কখনো ছোট করে দেখবে না।'

তিনি ঠিকই বলেছিলেন। আশেপাশের মানুষগুলোর প্রভাব আমাদের জীবনে অনেক শক্তিশালী, সূক্ষ্ম ও ধীর প্রক্রিয়ার। এমনকি আমরা এর প্রভাব সবসময় উপলব্ধিও করি না।

চিন্তা করে দেখুন। আপনি যদি এমন কারও সাথে চলাফেরা করেন যার স্বভাব হচ্ছে তার সব আয়ের অর্থ ব্যয় করে ফেলা তবে দেখা যাবে আপনার অবস্থাও হয়েছে তার মতো। যারা কনসার্টে না গিয়ে রেসলিং দেখতে যায়, তাদের সঙ্গ পেলে আপনিও তেমন হয়ে যাবেন। সঙ্গের ক্ষমতাই এমন।

আরও আছে। অসৎ সঙ্গ পেলে আপনার পক্ষে সৎ থাকা মুশকিল হবে। সঙ্গের প্রভাব এত শক্তিশালী যে হয়তো দশ বছর পর আপনি নিজেকে প্রশ্ন করবেন, 'আমি এখানে এলাম কী করে?' এবং তখনকার সময় সুখকর হবে না . . .

ভুল সঙ্গে সাথে সময় নষ্ট না করে নিজেকে নিচের প্রশ্নগুলো করুন :

১. আমি কার সাথে সময় কাটাচ্ছি?

sklitb.blogspot.com

২. তারা আমার জন্য কী করছে?

৩. এই সঙ্গ কি আমার জন্য ঠিক আছে?

প্রশ্নগুলো এড়িয়ে যাবেন না। প্রত্যেক সঙ্গীর সাথে সময় কাটানোর সময় এগুলো দেখুন। এ কি গঠনমূলক ও ইতিবাচক নাকি নেতিবাচক ও ধ্বংসাত্মক?

- তারা আপনাকে কী করতে বলছে?
- কী শুনতে বলছে?
- কী পড়তে বলছে?
- কোথায় যেতে বলছে?
- কী ভাবতে বলছে?
- কী বলতে বলছে?
- কীভাবে বলতে বলছে?
- কীভাবে অনুভব করতে বলছে?

এগুলো চিন্তা করার পর, নিজেকে চূড়ান্ত প্রশ্ন করুন : বর্তমান সঙ্গ কি আমার লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক? যদি আপনি এর উত্তরে হ্যাঁ বলার মতো সৌভাগ্যবান হন, তাহলে আমার খুশি লাগবে। কিন্তু যদি দ্বিধান্বিত হন? তাহলে এসব সম্পর্ক নিয়ে নতুন করে চিন্তা করার সময় এসেছে। এখানে কিছু বিষয় বলছি যা আপনাকে সাহায্য করবে।

প্রভাবের এই প্রশ্নটি বাদ দিয়ে দেওয়া খুব সোজা। কেউ একজন বলল, 'আমি আমার সঙ্গীদের সাথেই চলাফেরা করি। তাতে কী হয়েছে? আমি যাদের সাথে আছি তারা আমাকে বিরক্ত করে না।' তার ধারণা ভুল। সবকিছুরই প্রভাব আছে!

এই বইটি অন্যান্য বইগুলো থেকে ভিন্ন। কারণ, এ বই বাস্তবতা নিয়ে কাজ করছে। আসলে এটি আপনাকে এই প্রশ্ন করতে উদ্বুদ্ধ করতে চায়, 'মজা করার দিন শেষ হয়ে গেছে। আমি আসলেই জানতে চাই যে কী হতে পেরেছি আর কী হচ্ছি। আমার শক্তি ও দুর্বলতাকে জানতে চাই। আমার ওপর কী কী প্রভাব বিস্তার করছে, সবকিছু জানতে চাই।'

তাই ধারাবাহিকভাবে সবকিছু পর্যবেক্ষণ করে যান। প্রত্যেক বিষয়ই

sellfx.blogspot.com

দ্বিতীয়বার পরীক্ষা করা উচিত। বিশেষ করে প্রভাবের ক্ষমতা খতিয়ে দেখা উচিত।

আপনি কি সোয়ালো পাখির গল্পটি শুনেছেন? একটি পাখা দিয়ে চোখ ঢেকে সোয়ালো পাখি তারস্বরে বিলাপ করছে। একটি পেঁচা দেখতে পেয়ে জানতে চাইল, 'ছোট্ট পাখি, কী হয়েছে? সোয়ালো তার পাখা সরিয়ে চোখের ক্ষতটি দেখাল। পেঁচা বলল, 'এখন বুঝলাম। কাক তোমার চোখ নিয়ে গেছে। এজন্য তুমি কাঁদছ।' দুঃখিত স্বরে সোয়ালো বলল, 'না। কাক আমার চোখ নিয়ে গেছে বলে কাঁদছি না; বরং আমি নিতে দিয়েছি বলে কাঁদছি।'

কেউ কি আপনার লক্ষ্য ছিনিয়ে নিচ্ছে? কেউ কি আপনাকে অন্ধ করে দিতে চায় যাতে আপনি স্বপ্ন দেখতে না পারেন? জীবন গঠনে অন্যের প্রভাবে প্রভাবিত হওয়া খুব সহজ। বিশেষ করে নেতিবাচক প্রভাব। সঙ্গকে পথ নির্ধারণ করতে দেওয়া সহজ। সামাজিক স্রোতের সাথে মিশে যাওয়া এবং চাপের কাছে নতি স্বীকার করা খুব সহজ। প্রশ্ন হলো, আপনি কি তাই চান?

আপনি কি নিজেকে প্রস্তুত করছেন, কৃতিত্ব অর্জন করছেন এবং আরও এগিয়ে যেতে যা যা দরকার তা গ্রহণ করছেন; নাকি আপনি অন্যদেরকে আপনার স্বপ্ন চুরি করার অনুমতি দিচ্ছেন?

সঙ্গহীনতা

আপনি আপনার বর্তমান সঙ্গী-সাথীদের বিচার বিশ্লেষণ করার পর দেখবেন যে আপনার বাগানে কিছু আগাছা বিদ্যমান। এক্ষেত্রে আপনি যা করতে পারেন :

প্রথমত, ক্ষতিকর সঙ্গ ত্যাগ করুন। যে সঙ্গ আপনার ভালো করছে না, উপকার করছে না, আপনার লক্ষ্য অর্জনে বাধা দিচ্ছে, সেই সঙ্গ দ্রুত ত্যাগ করুন। আমি জানি কাজটি কঠিন, বিশেষ করে পরিবারের কোন সদস্যের জন্য। কিন্তু আপনার পরিবারে যদি এমন কেউ থাকে যে আপনার স্বপ্নগুলো, লক্ষ্যগুলো ও বিশ্বাসগুলোকে ছিনিয়ে নিতে চায়, তবে তাকে এড়িয়ে চলুন। মনে রাখবেন, এই সিদ্ধান্ত আপনার জীবনের গুণগতমান বজায় রাখবে এবং আপনাকে এগিয়ে যেতে সহায়তা করবে।

সবসময় জীবন যে খুব সহজ তা বলা যায় না। কখনো কখনো অপ্রিয় মানুষদের সাথে সময় কাটাতে হয়। যেমন, সহকর্মী, ব্যবসায়ের সঙ্গী এবং আরও অনেকের সাথে আমাদের সময় কাটাতে হয়। এমন

skilublogspot.com

পরিস্থিতিও তৈরি হয় যখন মুখোশধারী ভালো সঙ্গীরা আপনার জীবনে দীর্ঘমেয়াদি নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। যদি এক সপ্তাহে দুই রাত মদ্য পান করেন তো আপনার জীবন ভারসাম্যহীন হয়ে পড়বে। পাঁচ, দশ বা বিশ বছর পরে এর ফল হবে ভয়ংকর।

কোনরকম জীবনযাপন করা খুব সহজ। এর জন্য আপনাকে যা করতে হবে তা হচ্ছে আপনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময় গুরুত্বহীন লোকের সাথে গুরুত্বহীন কাজে ব্যয় করতে হবে। তবে যাদের বাস্তব জ্ঞানবুদ্ধি আছে তারা সর্বদা নিজেদের কর্ম বিবেচনা করেই পদক্ষেপ নেয়। তারা জানে কোন কাজটি মুখ্য আর কোনটি গৌণ। তারা তাদের প্রাধান্য বিবেচনায় কখনো দ্বিধান্বিত হন না। তাদেরও বন্ধুবান্ধব থাকতে পারে। পার্থক্য হলো এদের সাথে গুরুত্বপূর্ণ সময় না কাটিয়ে কেবল অবসর ও অগুরুত্বপূর্ণ সময় কাটান। তারা গৌণ সম্পর্কে বেশি সময় দেয় না। যারা গৌণ সম্পর্কে বেশি সময় দেয় তারা হলো, 'সুসময়ের বন্ধু'র মতো।

এই জীবন আপনার। নিজস্ব পছন্দ অনুযায়ী আপনি মানুষের সাথে সময় কাটাতে পারেন। তবে আমার মনে হয় নিছক মজা পাবেন বলে আপনি এই বই ক্রয় করেননি। আপনি জীবনে উন্নতি করতে চান, সুখ ও সমৃদ্ধি অর্জন করতে চান। তাই আপনার মূল্যবান সময় এই বই অধ্যয়নের প্রতি বিনিয়োগ করেছেন। আপনার অবশ্যই কাজ করার মতো অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে। তাই আজই আপনার মূল্যবোধের দিকে দৃষ্টি দিন এবং আপনার আশেপাশের সঙ্গের দিকে নজর দিন। এগুলো পর্যালোচনা করুন, পুনরায় নিরীক্ষণ করুন। আমাদের জীবন খুব ছোট। তাই গুরুত্বহীন বিষয়ের ওপর সময় নষ্ট করা থেকে বিরত থাকুন।

সঙ্গ বাড়ান

সঙ্গীহীনতা থেকে চলুন একটি মজার বিষয়ে যাই : সঙ্গ বাড়ান। এর নীতি হলো, 'ঠিক সঙ্গীর সাথে তুলনামূলক বেশি সময় কাটান।' ঠিক সঙ্গী কারা? আপনার লক্ষ্যের সাথে যাদের কোন বিরোধ নেই। তবে সাধারণভাবে বলা যায়, যারা জীবনের অর্থ খোঁজে, শৃঙ্খলা ও ধৈর্যের মাধ্যমে অসাধারণ সাফল্য অর্জন করে, তারাই ঠিক সঙ্গী।

জনাব শোফ আমাকে এরকমই উপদেশ দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'সত্যিকারের সাফল্য পেতে হলে সঠিক সঙ্গের প্রয়োজন।'

skillbd.blogspot.com

এরপর বাঁকা চোখে তাকিয়ে বললেন, 'তোমার বর্তমান পরিস্থিতি বলছে তুমি এটা পারবে। কারণ তোমার প্রয়োজনীয় কৌশল ও পরিকল্পনা আছে।' তা সত্য ছিল। কারণ, আমার সঠিক সঙ্গ পাওয়ার যথেষ্ট সুযোগ ছিল এবং আমিও ঠিক সঙ্গের সঙ্গ পাওয়ার জন্য আগ্রহী ছিলাম।

বিক্রয়কর্মী থাকাকালীন সময়ে আমাকে মঞ্চে উপস্থাপনার জন্য ডাকা হত। আমি আমার গাড়ি কয়েক গলি আগে রাখতাম। কেউ যদি প্রশ্ন করত, 'জিম, তুমি কীভাবে এসেছ?' আমি বলতাম, 'কেউ একজন নামিয়ে দিয়েছে।' এই 'কেউ' তো আমিই ছিলাম যে আমাকে এই গোলমালপূর্ণ জায়গায় নিয়ে এসেছে।

সফল মানুষদের সঙ্গ পাওয়া কঠিন নয়। আপনার কাজ সংক্রান্ত দলের সাথে মেলামেশা করুন। আমার একজন বান্ধবী ছিল যে ব্যবসা আরম্ভ করেছিল। সে তার শহরের চেম্বার অফ কর্মাসের সদস্য হলো, সক্রিয়ভাবে কাজ শুরু করল। এর আগে সে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সাথে টেনিস খেলত। দেখলেন তো নতুন সঙ্গ তৈরি তেমন কঠিন নয়।

এর আগে বলেছিলাম, ধনী ব্যক্তিকে দাওয়াত দিন। তাকে বাইরে নিয়ে যান। বলা যায় না এক বা দুই ঘণ্টায় আপনি কী শিখবেন বা ধনসম্পদ অর্জন সম্পর্কে কী আলোচনা হবে।

সঙ্গ বাড়াতে আপনার গুরুত্বের দিকে লক্ষ রাখুন। একে উদ্দেশ্যসহ সঙ্গ নির্ধারণ বলে।

যেমন, সফল কিছু ব্যক্তিদের সাথে মিশুন যারা আপনাকে পরিকল্পনা করতে সাহায্য করবে। আপনার পুষ্টি ও ব্যায়াম পরিকল্পনার জন্য স্বাস্থ্যবান কাউকে বেছে নিন। সুন্দর জীবনযাপনের কৌশল জানে এমন কাউকে বেছে নিন সুন্দর জীবনযাপনের রহস্য জানতে। এ ধরনের ব্যক্তিদের সাথে বন্ধুত্ব করতে বিব্রত বোধ করবেন না। বেশিরভাগ সফল ব্যক্তিই অন্যকে নিজের অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান সম্পর্কে জানাতে চায়। (হয়তো এজন্যই তাঁরা সফল।)

সফলরা সম্মানিত ব্যক্তিদের খোঁজে। তাঁরা জানে, সঠিক সঙ্গের কাছ থেকেই উৎসাহ ও জ্ঞান পাওয়া যায়। আমিও এই নিয়মের বাইরে নই। আমারও এমন একজন সঙ্গী ছিল, যার সাথে আমি অনেকখানি সময় কাটাতে পছন্দ করতাম। তিনি একজন বড় মাপের শিকারী, একজন কোটিপতি,

sklilu.blogspot.com

একজন ভ্রমণকারী ও একজন উদ্যোক্তা। তিনি বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিকদের মধ্যে একজন। তাঁর অনেক দক্ষতা আছে, এর মধ্যে দুইটি বেশ রহস্যময় . . .

প্রথমত, একদিনের পুরো আলোচনাকে তিনি এক মিনিটে ধারণ করতে পারেন। তিনি কেবল প্রতিটি দিনই মনে রাখতে পারেন না, আমার মনে হয় জ্ঞান হওয়ার পর থেকে প্রতিটি দিনই তিনি স্মরণ করতে পারেন। প্রতিটি পঠিত বই মনে রাখতে পারেন। প্রত্যকে ঘটনা, যা থেকে তিনি কিছু শিখেছেন তার সবকিছু তার স্মরণ থাকে। যদি আমাকে কোন দেশ ভ্রমণে যেতে বলা হয় অথবা তার সাথে সময় কাটাতে বলা হয়, তবে আমি দ্বিতীয়টি বেছে নেব। কেন? কারণ, তিনি গুরুত্বপূর্ণ কোন কিছু ভুলে যান না। প্রতিটি ঘটনাকে স্পঞ্জের মতো শুষে নেন।

দ্বিতীয় প্রতিভা হলো তাঁর প্রকাশভঙ্গি। কোন ভ্রমণ শেষে তিনি দেশটির শব্দ, রঙ, আচার-আচরণ, মানুষের মনোযোগের বিষয়, সবচেয়ে গৌণ অভিজ্ঞতা এবং মুখ্য ঘটনাগুলো সব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বলতে পারেন। নিজে যেভাবে দেখেছেন, স্পর্শ করেছেন বা অনুভব করেছেন, ঠিক সেভাবেই চমৎকার সব শব্দাবলি দিয়ে বলতে পারেন।

তাঁর স্মৃতিচারণের মাধ্যমে শ্রোতারা জলপ্রপাত, ঠাণ্ডা হাওয়া, শহরের রঙ ও গন্ধও যেন অনুভব করতে পারে। আমরা কত ভাগ্যবান যে তাঁর সঙ্গ পাচ্ছি!

এমন অনন্য সঙ্গের মূল্য কেমন হওয়া উচিত? কেউ কি তা নির্ধারণ করতে পারে? আমি জানি না। তবে আমি দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে বলতে পারি তাঁর সঙ্গ আমার জ্ঞানের পরিসর বৃদ্ধি করেছে। এর দ্বারা আমার উপলব্ধি, দক্ষতা, যোগ্যতা ও সময়ের সাথে আমার জীবনযাপনের ধরনও বদলে গেছে।

আপনি আপনার বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষের জন্য কোথায় যান? এমন লোকের জন্য সমবেদনা জানাই যার খাবার জন্য একটি প্রিয় রেস্টুরেন্ট আছে কিন্তু চিন্তাবিদ কোন সঙ্গী নেই। এই মানুষটি তার শরীরের যত্নের ব্যবস্থা করলেও তার মানসিকতা ও আত্মার যত্নের কোনও ব্যবস্থা করেনি।

আজ গুটেনবার্গ, মার্কোনি ও অন্যান্য যন্ত্র আবিষ্কারকদের ধন্যবাদ জানাই। তথ্য সংরক্ষণ ও তথ্য বিনিময়ের যে অসাধারণ আবিষ্কার তারা করেছেন তা অনবদ্য। আজকে তাঁদের জন্যই আমরা পৃথিবীর যেকোন প্রান্তের ও গত শতাব্দীর ঘটনাবলিও খুব সহজেই জানতে পারছি। হয়তো আপনি

skill.blogspot.com

সেই ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করতে পারবেন না তবে তার চিন্তা ভাবনা, রচনা ও লেখা পড়তে পারলেন। হয়তো তার রেকর্ডও শুনতে পাবেন। চার্চিল, লিংকন, এরিস্টটল এরা কেউই আজ আর বেঁচে নেই। কিন্তু তাঁদের চিন্তা ভাবনা, রচনা ও লেখা আজও মানুষকে উৎসাহ দেয়, পথ দেখায়।

সুখ ও সমৃদ্ধি অর্জনের ৭টি সূত্রের মধ্যে সঙ্গ একটি সূত্র। আপনার জীবন থেকে নেতিবাচক প্রভাবের আগাছা উপড়ে ফেলুন। এর পরিবর্তে গঠনমূলক প্রভাবের বীজ বপন করুন। সৌভাগ্যের ফসল হবে রীতিমতো অবিশ্বাস্য।

sklilu.blogspot.com

সপ্তম সূত্র

সুখ ও সমৃদ্ধি অর্জনের সপ্তম সূত্র

সুন্দরভাবে জীবনযাপন করার কৌশল শেখা

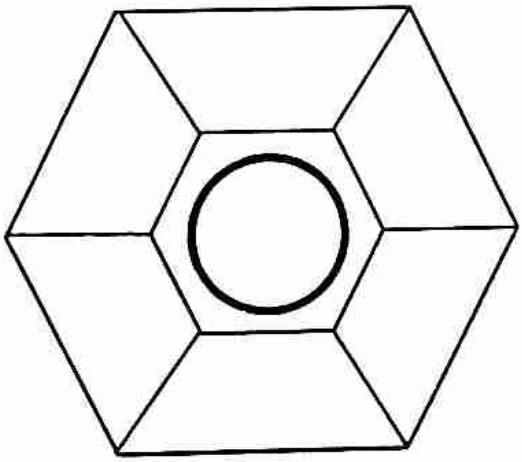

সুখ ও সমৃদ্ধি অর্জনের ৭ম সূত্র

sklilu.blogspot.com

১০

সমৃদ্ধ জীবনের পথে

শিক্ষক হিসাবে দায়িত্ব পালনকালে জনাব শোফ সর্বদাই আমাকে চ্যালেঞ্জ করতেন। যখনই তাঁর নীতিগুলো কোন একটি ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে দক্ষ হয়ে উঠতাম তখনই তিনি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক নীতি নিয়ে হাজির হতেন।

একবার আমি আমার কর্মক্ষেত্রে নিজের অবস্থান দৃঢ় করার পর তিনি বলেছিলেন, 'জিম, কীভাবে রোজগার করতে হয় শুধু তাই না শিখে কীভাবে বাঁচতে হয় তাও শেখো!' আমি ঠিক বুঝলাম না। এমনকি যথেষ্ট মনোযোগও দেইনি। ভাবলাম, 'কঠোর পরিশ্রম করছি, লক্ষ্য অর্জনের চেষ্টা করছি, সফল হতে শুরু করেছি। তাহলে আর কী বাকি? তাঁর দৃষ্টিতে আমার কমতি রয়েছে কোথায়? আর কী বাকি থাকতে পারে?'

আমার মনোভাব বুঝতে পেরে তিনি হেসে বললেন, 'জিম, এমন অনেকেই আছেন যাদের চারিদিকে সুন্দর জিনিস থাকা সত্ত্বেও তারা খুব একটা সুখী বোধ করেন না; অন্যদের প্রচুর অর্থ থাকা সত্ত্বেও উদ্যমের দিক থেকে তারা নিঃস্ব। ফলে তাদের জীবন খুব একটা আনন্দময় হয় না। আমি চাই তুমি শিল্পিত জীবনযাপন করতে শেখো, শেখো কী করে বাঁচতে হয়।'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, যখন আরও বেশি অর্থ হবে তখন এ নিয়ে ভাবা যাবে। বর্তমানে আরও উপার্জন কৌশল আমার জানা উচিত। আপনি কী মনে করেন?'

তিনি মাথা নেড়ে বললেন, 'না জিম, আমার তা মনে হয় না। কম অর্থ থাকা সত্ত্বেও জীবনযাপনের কৌশল শেখা যায়। সত্যি বলতে কী ছয় মাসেই শেখা যায়।'

sklitu.blogspot.com

'ছয় মাস?' আমি চিৎকার করলাম। 'একজন ব্যক্তির পক্ষে ছয় মাসে কী করে জীবযাপনের নতুন কৌশল শেখা সম্ভব?'

তিনি মুখ টিপে হাসলেন। একজন দক্ষ বিক্রয়কর্মীর মতো তিনি বুঝে গেলেন আমি আকৃষ্ট হয়েছি। 'মনে করো তুমি জুতা পালিশ করাতে গেছ। ছেলেটি খুব সুন্দর করে তোমার জুতা পালিশ করে দিল। সবচেয়ে সুন্দর পালিশ হলো। তাকে টাকা দিতে গিয়ে তুমি ভাবলে কিছু বকশিশও দেওয়া উচিত। কিন্তু কী দেওয়া যায়? ভাবলে, 'আমি কি তাকে পাঁচ টাকা দিব নাকি দশ টাকা?' যদি দুই রকম সংখ্যা মনে আসে তাহলে সবসময় বেশি সংখ্যাটিকে গ্রহণ করবে। দশ টাকা দেওয়ার মানসিকতা অর্জন করতে হবে। মানে বড়টিই দেওয়া উচিত।'

ভাবলাম, 'কিছু বাদ পড়ে যাচ্ছে।' আমি অবাক হয়ে জানতে চাইলাম, 'পাঁচ টাকা আর দশ টাকার মধ্যে তফাত কী?'

'রাজ্যের তফাত। পৃথিবীতে যত তফাত আছে সবকিছুর জন্য এই দায়ী। যদি তুমি তাকে পাঁচ টাকা দাও। মানে কম টাকা দাও। তাহলে দিনের বাকি অংশ এই চিন্তা তোমাকে ভাবাবে। নিজেকে কিছুটা অপরাধী মনে হবে, কিছুটা অনিরাপদও লাগবে। যখনই জুতার দিকে চোখ পড়বে মনে হবে, 'আমি তো বেশ কৃপণ। এত ভালো কাজের জন্য যা-তা বকশিশ দিলাম!'

তিনি আরও বললেন, 'অন্যদিকে তুমি যদি বেশি বকশিশ দিতে তোমার নিজের কাছে নিজেকে বেশ ধনী ও আত্মবিশ্বাসী মনে হত। এই দশ টাকার গড়ে দেওয়া পার্থক্য তোমার কাছে অবিশ্বাস্য মনে হবে।'

বছর খানেক আগে ডেট্রয়েট শহরের একজন আমার সেমিনারে এসে বলল, 'জনাব রন, আপনার দশ টাকার দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে আপনি আমাকে উৎসাহিত করেছেন। আমি আমার পুরো জীবন পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। হয়তো ভবিষ্যতে আমার কাছ থেকে দারুণ এক ঘটনা শুনবেন। ভালো থাকবেন।' এই বলে সে চলে গেল।

এর কয়েকমাস পর আবার যখন ডেট্রয়েটে বক্তৃতা দিতে গেলাম, সেই ব্যক্তিটি মঞ্চে এসে বলল, 'আমাকে চিনতে পারছেন?'

- অবশ্যই। আপনি নিজের জীবন বদলাতে চেয়েছিলেন।

সে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'আমি সেই ঘটনা বলতেই এসেছি।'

skilu.blogspot.com

আপনার শেষ সেমিনারটি করার পরই আমার জীবন বদলানোর উপায় নিয়ে ভাবতে আরম্ভ করি। নিজ পরিবার থেকে কাজ আরম্ভ করার সিদ্ধান্ত নিই। আমার দুই কিশোরী মেয়ে আছে। তারা আমার কাছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সন্তান। তারা আমাকে কোন ঝামেলায় ফেলে না। উল্টো আমি তাদের মন খারাপ করে দেই। তারা তাদের প্রিয় শিল্পীর কনসার্ট দেখতে ভীষণ ভালোবাসে। এ নিয়ে তাদের সাথে আমার প্রায়ই ঝগড়া হয়। তারা যাওয়ার অনুমতি চাইলে আমি বলতাম, 'আমি যেতে চাই না। এসব গানের আওয়াজ অনেক বেশি। কানে সমস্যা হবে। আর এই ধরনের সঙ্গও ভালো নয়। এরপরও তারা অনুরোধ করত, 'বাবা, বাবা, আমরা যেতে চাই। আমরা তোমাকে কোন ঝামেলায় ফেলবো না। আমরা ভালো মেয়ে। দয়া করে যেতে দাও।' সবসময়ই তারা এমন মিনতি করত।

অনেক সময় অনুরোধ করার পর তাদের দিকে রেগে টাকা ছুঁড়ে দিতাম আর বলতাম, 'যেতে চাইলে যাও, কিন্তু এটা ভালো না . . .'

এরপর আমি সিদ্ধান্ত নিলাম পরিবর্তন হবো। আমি যা করলাম : এক মেয়ের পছন্দের শিল্পীর কনসার্টের ঘোষণা দেখে টিকিট অফিসে গিয়ে টিকিট কিনলাম। বাসায় এসে তাদেরকে খামটি দিয়ে বললাম, 'এখানে তোমার পছন্দের শিল্পীর কনসার্টের টিকিট আছে। আমি জানি এই দল তোমার অনেক পছন্দ।'

চোখে জল নিয়ে লোকটি বলতে থাকল, 'জিম, তাদের চেহারা হয়েছিল দেখার মতো। আমি বললাম জোরাজুরির দিন শেষ। আমাকে তারা জড়িয়ে ধরল! এরপর তাদেরকে কথা দিতে বললাম যাতে তারা কনসার্টে যাওয়ার আগে খামটি না খোলে।

আপনি জানেন, এরপর আমি সারাদিন এই চিন্তা করেই বেশ মজা পেয়েছিলাম যে প্রথম সারির টিকিট পেয়ে তারা কত উৎফুল্ল হবে, কত মজা করে কনসার্ট উপভোগ করবে!

sklilu.blogspot.com

তারা বাসায় ফেরার পর আমার সত্যিকারের পুরস্কার পেলাম। একজন আমার কোলে বসল আর অন্যজন গলা জড়িয়ে বলল, 'বাবা, তুমি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বাবা।'

কী চমৎকার গল্প! কেবল দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনেই আমরা আমাদের জীবনে কত সুখকর পরিবর্তন আনতে পারি। এর একটি সফল উদাহরণ।

অর্থের পরিমাণ একই হতে পারে, কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন

এ সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা আছে : আপনি যখন আপনার লক্ষ্য অর্জনের চেষ্টা করছেন তখন আপনার যা আছে তাই নিয়ে সন্তুষ্ট হোন এবং চেষ্টা করে যান।

আমি প্রতিদিন এই কথা স্মরণ করে চলি।

জীবনযাপনের কৌশল শেখা কঠিন কোন কাজ নয়। এমনকি একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের লোকজনও উন্নত জীবনযাপন করতে পারে। ভালো কিছু খাওয়ার জন্য অল্প অল্প করে সঞ্চয় করতে পারে। অথবা সিনেমা দেখার বদলে থিয়েটারে গিয়ে অনুষ্ঠান দেখতে পারে। অথবা সারা বছর টাকা জমিয়ে ভারতবর্ষ ঘুরে আসতে পারে বা দামী কোন শিল্পকর্ম ক্রয় করতে পারে।

একই সাথে আপনার সব টাকা ব্যয় করবেন না। কিছু সঞ্চয় করুন। বিশেষ কিছু কিনুন যা দীর্ঘস্থায়ী হবে বা সারাজীবন সুখস্মৃতি হয়ে থাকবে। মনে রাখবেন এই অর্থ বা এই বিনিয়োগ আপনাকে সৌভাগ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে। একজন উন্নত জীবনবোধের মানুষের কাছে সংখ্যার চেয়ে মান বড়। আপনার ঘরে কতগুলো আসবাবপত্র আছে তার চেয়ে বস্তুর গুণগত মান বড়। বহু অপ্রয়োজনীয় জিনিসের চেয়ে অল্পকিছু সম্পদ বড়।

জীবনযাত্রার ধরন আসলে সচেতনতা, প্রয়োজনীয়তা, শিক্ষা ও শৃঙ্খলার বিষয়। এ এমন এক কৌশল যা চর্চা বা অনুশীলনের ফলে সৌন্দর্য ও আনন্দ বৃদ্ধি করে। জীবনের সব অভিজ্ঞতা ও সম্ভাবনার স্বাদ উপভোগ করার জন্য এ এক সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত।

জীবনযাপনের ধরন মানে হলো বই, মানুষ, সিনেমা ও নতুন নতুন অভিযানের মাধ্যমে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি। সবকিছু থেকে এবং সবার কাছ থেকে শিখতে চাওয়ার বিষয়কে উপভোগ করুন। এ বিষয়ে মনোযোগী হন।

নিজের সম্বন্ধে আরও ভালো বোধ করতে এবং জীবনকে সমৃদ্ধ করতে আজই কিছু করুন। কনসার্টের টিকিট কিনতে ফোন দিন। গানের অনুষ্ঠানে যান বা এমন কোন গান শুনুন যা আপনার মন ভালো করে দেয়, ফুল পাঠান, ধন্যবাদ লেখা চিরকুট পাঠান, ভ্রমণের পরিকল্পনা করুন, বই পড়া আরম্ভ করুন।

skilu.blogspot.com

কী করবেন এখনও বুঝতে পারছেন না? আমি আপনাকে চ্যালেঞ্জ করতে পারি যে আপনি আপনার আশেপাশের পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে এমন কিছু স্থান আছে যেখানে আপনি কখনো যাননি, এমন কিছু খাবার আছে যা এখনও চেখে দেখেননি, এমন কিছু অভিজ্ঞতা আছে যা এখন পর্যন্ত অর্জন করতে পারেননি।

আপনি কি জানেন, এটা আমার বেলায়ও সত্য। আমি যুক্তরাষ্ট্রের আইডাহোতে বড় হয়েছি। এখানে ইয়েলোস্টোন ন্যাশনাল পার্কের একটি অংশ অবস্থিত। এখন পর্যন্ত আমার সেখানে যাওয়া হয়নি। ভাবুন তো! পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে মানুষ এখানে ঘুরতে আসে, অথচ স্থানীয় একজন হয়েও আমি এখন পর্যন্ত যাইনি। আমি আফ্রিকাতে গিয়েছি কিন্তু ইয়েলোস্টোনে যাইনি।

আপনার জীবনেও কি 'ইয়েলোস্টোনে'র মতো কোন গল্প আছে? আপনি কি নিউইয়র্কবাসী হয়েও স্ট্যাচু অব লিবার্টি দেখেননি? নাকি টেক্সাসের একজন হয়েও এলামো দেখেননি? নাকি একজন কানাডিয়ান হয়েও অটোয়া দেখার সুযোগ হয়নি? তাহলে আমার মতো জীবনযাত্রাকে বিস্তৃত করার সুযোগ থেকে আপনি বঞ্চিত হচ্ছেন।

সাধ্যের মধ্যে কোন কিছু যাতে বাদ না পড়ে সেজন্য নতুন লক্ষ্য তৈরি করুন। এর জন্য হয়তো ছোট্ট একটি পদক্ষেপ প্রয়োজন। কিন্তু কল্পনা করুন কী বিশাল পুরস্কার আপনার জন্য অপেক্ষা করছে!

আমাদের কেবল চিন্তাকে কাজে পরিণত করতে হবে। আর এই কাজই নতুন অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বাস্তবের সাথে স্বপ্নের সেতুবন্ধন ঘটাবে।

এর মধ্যেই আপনি টের পেয়েছেন যে বস্তুগত সম্পদের প্রতি আমার প্রয়োজনীয় শ্রদ্ধা রয়েছে। অবশ্য অর্থের প্রতি অপ্রয়োজনীয় মূল্য আরোপ করা যায়, এমনকি একে পূজাও করা যায়। যে ক্ষমতা এর নেই, সে ক্ষমতা এর আছে বলে মনে করা হয়।

আমি জনাব শোফকে বলেছিলাম, 'আমার আরও অর্থ থাকলে আমি আরও সুখী হতাম।' কিন্তু প্রত্যুত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'সুখের মূল উপাদান কিন্তু বেশি ধারণ করা নয়। এ এমন এক কৌশল যা নিয়ে গবেষণা ও চর্চা করতে হয়। বেশি অর্থ তোমাকে কেবল এখন যা আছে তার চেয়ে বেশি দিবে। এতে তুমি তোমার গন্তব্যে দ্রুত পৌঁছে যাবে। তোমার প্রবণতা যদি

sklitu.blogspot.com

অসুখী হওয়াই হয় তাহলে আরও বেশি অর্থ তোমায় আরও বেশি বিপদে ফেলবে। তোমার প্রবণতা যদি বিপজ্জনক হওয়াই হয় তাহলে তুমি সন্ত্রাসীতে পরিণত হবে, যদি তুমি মদ্যপানের পরিমাণ কিছু বাড়াও তাহলে বেশি অর্থ তোমাকে আরও বেশি মদ্যপ করে তুলবে। অন্যদিকে তুমি যদি সুন্দর জীবনযাপনের কৌশল জানো তবে আরও বেশি অর্থ তোমার সুখ ও আত্মার সম্পদ বাড়াতে সাহায্য করবে।'

সুন্দর জীবনযাপনই হচ্ছে এক ধরনের সংস্কৃতি। এর মানে সংস্কৃতিমনা পুরুষ বা নারী, যিনি ভালো গান, নাচ, শিল্প, ভাস্কর্য, সাহিত্য ও নাটকের কদর করতে পারে। এ আসলে সুন্দর ও অনন্য কিছু অর্জনের রুচি তৈরির মানসিকতা।

দার্শনিক মর্টিমার এডলার বলেছিলেন, 'আমরা যদি উত্তম রুচির প্রতি ধাবিত না হই তবে আমাদেরকে খারাপ রুচি নিয়েই বাস করতে হবে।'

তাই খোঁজ চালিয়ে যান। যতটুকু সময় হাতে আছে তার মধ্যে সবচেয়ে ভালো কিছু পাওয়ার চেষ্টা করুন। সংখ্যা নয়, উপযুক্ত মূল্যারোপই গুরুত্বপূর্ণ।

সুন্দর ও রুচিশীল জীবনযাপন মানে জীবনকে স্থির বলে ধরে না নিয়ে যখনই শ্রেষ্ঠতা পাওয়া যায় তখনই একে উৎসাহিত করা। আপনি যখন শ্রেষ্ঠ কিছু অর্জন করবেন তখন একে উৎসাহিত করুন, উদযাপন করুন যাতে আরও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করা সহজ হয়। আমার জীবনের একটি গল্প দিয়ে বিষয়টি পরিষ্কার করি :

আমি ও আমার বান্ধবী ক্যালিফোর্নিয়ার কার্মেলে বেড়াতে ও কেনাকাটা করতে গিয়েছিলাম। পথিমধ্যে এক সার্ভিস স্টেশনে থামলাম। পাম্পের সামনে গাড়ি রাখতেই আঠারো-উনিশ বছরের একটি ছেলে এগিয়ে এল। আন্তরিক হাসি দিয়ে বলল, 'আমি কি আপনাকে সাহায্য করতে পারি?'

আমি বললাম, 'অবশ্যই। গ্যাস ভরতে হবে।' সে যা করল তার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না। নিজের কাজ নিজে করা আর ভোক্তাদের নিম্নমানের সেবা দেওয়ার এই যুগে ছেলেটি প্রতিটি টায়ার পরীক্ষা করে দেখল, জানালা পরিষ্কার করে দিল। জানালাগুলো চকচক করতে লাগল। তার সেবার মান ও কাজ করার আগ্রহ এমন ছিল যে আমাদের রীতিমত অবিশ্বাস্য লাগছিল।

sklitu.blogspot.com

বিল দেওয়ার সময় তাকে বললাম, 'তুমি খুব ভালো কাজ করেছ। আমার ভালো লেগেছে।' সে বলল, 'আমি কাজটি উপভোগ করি আর আপনার মতো নতুন নতুন মানুষের সাথে পরিচিত হতে আমার ভালো লাগে।'

ছেলেটি আসলেই চমৎকার ছিল! আমি বললাম, 'আমরা কার্মেলে যাচ্ছি। পথে কিছু মিল্কশেক নিতে চাই। তুমি কি বলতে পারো কাছে কোথাও 'বাস্কিন-রবিনস্ এর দোকান আছে কিনা?' সে সঠিক ঠিকানা দিয়ে বলল, 'কয়েক গলি পরেই পাবেন। দোকানের সামনে গাড়ি রাখবেন না, পাশে রাখবেন। এতে গাড়ির কোন ক্ষতি হবে না।'

দারুণ! আমরা দোকানে গিয়ে মিল্কশেক নিলাম। দুইটির বদলে তিনটির অর্ডার দিলাম। এরপর আমরা আবার সেই স্টেশনে এলাম। আমাদের সে বন্ধু খুশি হয়ে স্বাগতম জানাল, 'বাহ্, মিল্কশেক পেয়ে গেছেন!'

- হুম, এ তোমার জন্য।

- আমার জন্য? তার মুখ হাঁ হয়ে গেল।

- হ্যাঁ। তুমি আমাদের যে চমৎকার সেবা দিয়েছ এর জন্য তোমাকে ছাড়া মিল্কশেক খেতে মন চাইল না।

সে অবাক হয়ে বলল, 'ধন্যবাদ।' যাবার সময় তার বড় একটি হাসি দেখতে পেলাম।

এই ছোট্ট কাজটি করতে আমার কতটুকু খরচ হলো? মাত্র বিশ টাকা। দেখুন এ কিন্তু অর্থের পরিমাণ নয়, এ হচ্ছে জীবনযাপনের ধরন।

এর ফলে নিজেকে সৃষ্টিশীল মনে হলো। কার্মেলে নেমে আমি ফুলের দোকানের সামনে গাড়ি রাখলাম। ভিতরে গিয়ে দোকানিকে বললাম, 'কার্নেলে কেনাকাটার সময় আমার বান্ধবীর হাতে একটু লম্বা ডাঁটওয়ালা গোলাপ দেখতে চাই।' বেরসিক ধরনের দোকানি বলল, 'আমরা একত্রে দশটি করে বিক্রি করি।'

- আমার দশটি লাগবে না, মাত্র একটি লাগবে।

- সে গর্বের সাথে বলল, তাহলে এর দাম পড়বে পঞ্চাশ টাকা।

- বাহ্! একেবারে ঠিক দাম।

sklilu.blogspot.com

বাছাই করে একটি গোলাপ নিলাম এবং আমার বান্ধবীকে দিলাম। সে মুগ্ধ হয়ে গেল! আর দাম? মাত্র পঞ্চাশ টাকা। শুধু পঞ্চাশ টাকা। (কিছুক্ষণ পর সে বলল, 'জিম, আজ আমি হবো একমাত্র গোলাপ বহনকারী নারী।')

ছয় মাসের শিক্ষার পাশাপাশি, জনাব শোফ আমায় বকশিশ দেওয়ার বিষয়েও শিক্ষা দিয়েছিলেন। তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন 'বকশিশ' শব্দটি 'দ্রুততা নিশ্চিত করা' থেকে এসেছে।

তিনি বললেন, 'এখন, বকশিশ যদি দ্রুততা নির্দেশ করে, তাহলে একজনকে কখন বকশিশ দেওয়া উচিত?'

আমি বুঝতে পেরেছিলাম তিনি কী বলতে চেয়েছেন। কিন্তু তখন পর্যন্ত আমি অন্য সবার মতো ভাবছি। আমার প্রত্যুত্তর ছিল, 'যখন আপনি কোন খাবার গ্রহণ করবেন এবং চমৎকার সেবা পাবেন, তখনই বকশিশ দিবেন। সেবা যদি যা-তা হয় তাহলে দিবেন না।'

- না জিম। তুমি বুঝতে পারছ না। বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা চমৎকার সেবার সুযোগ নেয় না। তারা আগেভাগেই বকশিশ দিয়ে তা নিশ্চিত করেন।

পরীক্ষা করে দেখুন। পরেরবার রেস্টুরেন্টে গিয়ে ওয়েটারকে ডাকুন, তার কাঁধে হাত রেখে বলুন, 'এখানে পঞ্চাশ টাকা আছে। তুমি কি আমার ও আমার বন্ধুর খেয়াল রাখবে?'

জনাব শোফের ভাষ্যমতে, 'তুমি ভাবতেও পারবে না কী ঘটবে। তারা তোমার টেবিলের কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়বে। পরবর্তী চায়ের জন্য তোমাকে অপেক্ষাও করতে হবে না।'

আপনি কি বুঝতে পারছেন? অর্থ একই কিন্তু ধরন ভিন্ন।

sklilu.blogspot.com

ভালবাসা ও বন্ধুত্ব

জীবনযাপনের ধরন বলতে ভারসাম্যপূর্ণ জীবনযাপন করাকে বোঝায়। ভারসাম্যপূর্ণ জীবনযাপনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে কাউকে ভালোবাসা এবং কারও কাছ থেকে ভালোবাসা পাওয়া। আপনার জীবনে যদি এমন কেউ থাকে তবে এর থেকে মূল্যবান কিছু নেই। পারস্পারিক ভালোবাসাপূর্ণ জীবন হচ্ছে প্রাচুর্যের জীবন।

যেকোন মূল্যে আপনার ভালোবাসাকে রক্ষা করুন। এর পথে কোন কিছুকে আসতে দিবেন না। যদি একটি চেয়ারও পথ রোধ করে দাঁড়ায়, আমার মতে তা ভেঙে ফেলুন। কোনকিছুকে বাঁধা হয়ে দাঁড়াতে দিবেন না।

একটি প্রবাদ আছে, 'পৃথিবীতে অনেক মূল্যবান সম্পদ আছে। তবে ভালোবাসা হচ্ছে সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ।' অন্যভাবে বলা যায়, সমুদ্রের পাড়ে তাঁবুর নিচে শুয়েও ভালোবাসা অনুভব করা যায়, যা হয়তো প্রাসাদে বাস করেও পাওয়া যায় না। আমায় প্রশ্ন করুন . . . আমি বলতে পারবো। আপনার পরিবার ও ভালোবাসাকে বাগানের মতো যত্ন করুন। সময়, প্রচেষ্টা ও কল্পনার সবকিছু জড়ো করে এর পুষ্টিসাধন করে বেড়ে উঠতে সাহায্য করুন।

ভালোবাসার পর বন্ধুত্ব সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এও অমূল্য। বন্ধুরা এমন মানুষ যারা আপনাকে জেনেশুনে ভালোবাসে। সবাই যখন ছেড়ে যায়, তখন তারা পাশে থাকে। যেহেতু জীবনের কোন নিশ্চয়তা নেই, তাই ভেবেচিন্তে বন্ধু নির্বাচন করুন। জীবনে উত্থান-পতন থাকবেই। সত্যিকারের বন্ধুরা আপনার আনন্দকে বাড়িয়ে দিবে আর কষ্টকে লাঘব করবে।

আমার এমন একজন বন্ধু আছে। আমাকে যদি বিদেশের কোন কারাগারে বন্দী করা হয়, আমি সাহায্যের জন্য তাকে ডাকব। কেন ডাকব জানেন? কারণ সে আসবে। এই হলো বন্ধু যে বিদেশের কারাগার থেকেও আপনাকে মুক্ত করবে। আমি জানি এর জন্য যা যা করা দরকার সে সব করবে। এই হলো সত্যিকারের বন্ধু। আশা করি আপনারও এমন বন্ধু আছে।

আমার কিছু তথাকথিত বন্ধু ও পরিচিতজনও আছে। এরা হয়তো বলবে, 'ফিরে আসার পর ফোন দিও।' আমার মনে হয় সবারই এমন বন্ধু আছে। আমাদের জীবনে সত্যিকার বন্ধুর অবদানের সাথে এদের অবদান তুলনা করতে গেলেই ঝামেলা বাধে।

skillhubbd.blogspot.com

উপসংহারে বলব, মনে রাখবেন : একটি সুন্দর জীবন কোন অংক নয়। এ এক দৃষ্টিভঙ্গি, কাজ, ধারণা, আবিষ্কার বা খোঁজ। পুরোপুরি উন্নত জীবনযাপন থেকেই একটি সুন্দর জীবনের উদ্ভব হয়। ব্যাংক একাউন্টের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। এ এমন এক জীবনবোধ যা আপনাকে জীবনযাপনে ধারাবাহিক আনন্দের সরবরাহ করবে, গভীর মূল্যবোধ ও সফল হতে আপনার আকাঙ্ক্ষাকে উৎসাহ দিবে। মোটের ওপর চরিত্র ব্যতীত সম্পদ কী, কৌশল ব্যতীত অধ্যাবস্যায় কী, গুণগত মান ও সম্মান ব্যতীত সংখ্যা কী, সন্তুষ্টি ব্যতীত উদ্যোগ কী এবং আনন্দ ব্যতীত অধিকৃত জিনিসের দাম আছে কী?

আপনি একজন সংস্কৃতিবান মানুষ হতে পারেন যিনি গোটা দেশের সংস্কৃতিতে অবদান রাখতে সক্ষম। আপনি সেই অনন্য ব্যক্তি হতে পারেন যিনি নিজস্ব ধ্যান ধারণা ও ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে এই প্রজন্ম ও পরবর্তী প্রজন্মকে উপকৃত করতে সক্ষম।

sklilu.blogspot.com

এই পৃষ্ঠা ইচ্ছাকৃতভাবে খালি রাখা হয়েছে পাঠকের লেখার সুবিধার্থে :

sklilu.blogspot.com

১১

যেদিন আমার জীবন বদলে গেল

আমরা একসাথে অনেকটা পথ এসেছি। এই বইয়ে আপনার সাথে অনেকগুলো বুদ্ধি ও ধারণা বিনিময় করেছি। কিছু কৌশল জানিয়েছি যা আপনার সুখ ও সমৃদ্ধির চাহিদাকে সন্তুষ্ট করবে। আরও একটি বিষয় আমার অবশ্যই বিনিময় করা উচিত।

এই বইয়ে বর্ণিত বিষয়গুলো জড়ো করতে পারলে আপনি নিজেকে সুখ ও সমৃদ্ধির বিশেষজ্ঞ বলতে পারবেন। কারণ, আপনি এখন নিঃসন্দেহে এমনকি সফলতার সাথে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েও চমৎকারভাবে আলোচনা করতে সক্ষম।

তবে জীবনে কেবল তত্ত্ব জেনেই বসে থাকা উচিত নয়, একে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করা উচিত। কেবল ব্যবহারিক জ্ঞানকেই মূল্যায়ন করা হয়।

তাহলে তত্ত্ব ও কাজের মধ্যকার শূন্যস্থানটুকু পূরণ করছেন কীভাবে? তৃতীয় কোন উপাদান কি অনুঘটক হিসাবে কাজ করছে? সৌভাগ্যবশত আমাদের আবেগ এই কাজটি করছে।

আবেগ

আমাদের গুণাবলির সবচেয়ে শক্তিশালী দিক হচ্ছে আবেগ। আবেগের শক্তি মানুষকে সবচেয়ে বীরত্বপূর্ণ (এবং সবচেয়ে ঘৃণ্য) কাজ করতে সাহায্য করে। আজকের এই অসাধারণ সভ্যতা কিন্তু মানুষের আবেগের বুদ্ধিদীপ্ত ব্যবহারের ফসল। আবেগ হলো জ্বালানী এবং মন হলো নাবিক। এই দুই মিলে সভ্যতার উন্নতির জাহাজটি চালাচ্ছে।

কোন আবেগ মানুষকে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে? চার রকম আবেগ

skilb.blogspot.com

আছে, এগুলো একসাথে মিলে অসাধ্য সাধন করতে পারে। যেদিন এগুলো একত্রে প্রয়োগ করবেন, এগুলো দ্বারা আপনার আকাঙ্ক্ষাকে পরিচালিত করবেন সেদিন আপনার জীবন বদলে যাবে।

বিতৃষ্ণা

কেউ একে ইতিবাচকভাবে দেখবে না। একে ঠিকমতো ব্যবহার করতে পারলে 'বিতৃষ্ণা' একজন মানুষের জীবন পাল্টে দিতে পারে। কেউ যখন বিতৃষ্ণা বোধ করে তখন সে এমন এক জায়গায় পৌঁছে যায় যা সুখকর নয়। তখন সে জীবনকে শাস্তি দিতে চায়, বলতে চায়, 'অনেক হয়েছে!'

বালিকা স্বেচ্ছাসেবক দলের সেই মেয়েটি ও তার দুইশত টাকার বিস্কুটের ঘটনার পর আমিও এমনটি বলেছিলাম। বলেছিলাম, 'আমি আর এভাবে বাঁচতে চাই না। আমি কষ্ট পেয়েছি, বিব্রত হয়েছি, মিথ্যা বলেছি।'

এর ইতিবাচক দিক বোঝা যায় যখন কেউ বলে, 'যথেষ্ট হয়েছে, আর না।'

সে ইতিমধ্যে ব্যর্থ হয়েছে। ভয়, কষ্ট ও অপমানের অনুভূতির মধ্য দিয়ে গেছে। সে দেখে তার বউ এক কেজি ডাল কেনার জন্য সুপারমার্কেটে গিয়েছে, কিন্তু সেখানে কী ঘটবে সে তা আগে থেকেই জানে। বউ হয়তো ৮৫ টাকা দামের ও ৮০ টাকা দামের ডাল দেখছে। যদিও সে ৮৫ টাকার পণ্যটি নিতে চায়, কিন্তু তাকে ৮০ টাকার পণ্যটি নিতে হবে। কারণ, সে পাঁচ টাকা বাঁচাতে চায়। পাঁচ টাকা! মানুষটি ভিতরে ভিতরে বিপন্ন বোধ করবে, বলবে, 'আমরা আর এভাবে বাঁচতে চাই না।'

দেখুন! এই দিন থেকেই তার জীবন পাল্টে যেতে পারে। আপনি একে 'যথেষ্ট হয়েছে', 'অনেক হয়েছে', 'আর কখনো হবে না' অথবা অন্য যেকোন নাম দিতে চান দিতে পারেন। উপযুক্ত বিতৃষ্ণার চেয়ে শক্তিশালী কিছু নেই যা জীবন বদলে দিতে পারে।

আবার বিপরীতক্রমে, অল্প বিতৃষ্ণার চেয়ে মন্দ কিছু নেই। কেউ একজন বলেছিল, 'যথেষ্ট হয়েছে' কথাটি কী বেদনাময়, কী ব্যক্তিত্বশূন্য! পানির বালতিতে খেলনা নৌকা চালানোর মত জ্বালানীও এই আবেগের মধ্যে নেই।

sklilu.blogspot.com

সিদ্ধান্ত

আমরা বেশিরভাগই দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে বাধ্য হয়ে সিদ্ধান্ত নিই। এ পর্যন্ত আসতে আমাদের অনেক দ্বান্দ্বিক অবস্থার ভিতর দিয়ে যেতে হয়। আমরা রাস্তার মাঝে শাখাপথের সামনে পৌঁছে যাই।

এই শাখাপথ আবার দুই, তিন, এমনকি চার ভাগেও বিভক্ত থাকতে পারে। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার বিষয়টি স্বাভাবিকভাবেই আমাদের পেটের মধ্যে অস্বস্তি তৈরি করতে পারে, মাঝরাতে ঘুম ভাঙিয়ে দিতে পারে, শীতল ঘামও ঝরাতে পারে।

জীবন বদলানোর সিদ্ধান্ত নিতে গেলে তো নিজের সাথে রীতিমতো লড়াই করতে হয়। প্রতিটি আবেগের নিজস্ব চিন্তা ভাবনা, যুক্তি ও কারণ আছে। প্রত্যেকেই জিততে চায়। যেমন আছে তেমনই থাকতে চায়। আমাদের মস্তিষ্কের ভিতরই এই সব দ্বন্দ্ব অনবরত চলতে থাকে। আমাদের গৃহীত সিদ্ধান্ত সুবিবেচনা প্রসূত বা আবেগ প্রসূত, সাহসী বা ভীত যেমনই হোক না কেন, এই সিদ্ধান্তই কিন্তু আমাদের লক্ষ্য অর্জনে কাজ করতে উৎসাহিত করতে পারে অথবা বাধা দিতে পারে।

আমি নিম্নোক্ত বিষয় ছাড়া সিদ্ধান্ত গঠনের ব্যাপারে আপনাকে আর কোন পরামর্শ দিব না : কখনো লক্ষ্য অর্জনের পথে নেমে অলিগলির সামনে থেমে যাবেন না। সিদ্ধান্ত নিন। কোন গন্তব্য না থাকার চেয়ে ভুল গন্তব্য থাকাও অপেক্ষাকৃত ভালো। আমাদের প্রত্যেকের উচিত আবেগের মুখোমুখি দাঁড়ানো এবং অনুভূতিকে নিয়ন্ত্রণ করা।

একবার একজন নতুন উদ্যোক্তা বলেছিল, 'আমার পেটের মধ্যে থাকা বুদ্ধির প্রজাপতিগুলোকে আমি অবশেষে পাখা মেলার সুযোগ দিতে পেরেছি।'

আপনারও নিশ্চয়ই সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়ে অনেক অস্ত্র আছে? লক্ষ্য নির্ধারণের ওপর আপনি যদি চর্চা করে থাকেন (আপনি করেছিলেন, তাই না? যদি না করে থাকেন তাহলে অনেক দেরি হয়ে গেছে।) আপনার দীর্ঘমেয়াদি ও স্বল্পমেয়াদি কিছু লক্ষ্য আছে। এখন আপনাকে কাজে নেমে প্রমাণ করতে হবে যে এগুলো অর্জনের জন্য আপনার প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি আছে।

skillu.blogspot.com

আকাঙ্ক্ষা

মানুষের আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয় কীভাবে? আমার মনে হয় না এর উত্তর সরাসরি দিতে পারবো। কারণ, এর সাথে বহু বিষয় সম্পৃক্ত। আমি কেবল দুইটি বিষয় জানি :

ক। এটা ভিতর থেকে আসে।

খ। বাইরের উপাদানগুলো থেকেও আসতে পারে।

যেকোন কিছু আকাঙ্ক্ষার কারণ হতে পারে। এটা সময় ও প্রস্তুতির ব্যাপার। এ হতে পারে হৃদয় ছুঁয়ে যাওয়া কোন গান। হয়তো কোন স্মৃতিময় পরামর্শ, হতে পারে সিনেমা, বন্ধুর সাথে আড্ডা, শত্রুর সাথে মুখোমুখি হওয়া অথবা কোন তিক্ত অভিজ্ঞতা। এমনকি এই বইয়ের মতো কোন বইও একজনের আকাঙ্ক্ষা তৈরির কারণ হতে পারে, যাতে কেউ একজন বলবে, 'আমি এটা এখনই চাই।'

বস্তুত, জীবনের সত্যিকারের আকাঙ্ক্ষাটি খোঁজার সময় প্রতিটি ইতিবাচক অভিজ্ঞতাকে স্বাগতম জানাতে হবে। জীবন থেকে অভিজ্ঞতা নেওয়ার ক্ষেত্রে কোন দেওয়াল নির্মাণ করবেন না। যে দেওয়াল আমাদের অসন্তোষকে ধারণ করে তা কেবল সূর্যের আলো আসতেই বাধা দেয়। জীবনের সোনালি মুহূর্তকে সুযোগ দিন আপনাকে স্পর্শ করার। হতে পারে এই সোনার কাঠির স্পর্শে আপনার জীবন বদলে যাবে।

sklilu.blogspot.com

সংকল্প

সংকল্প বলে, 'আমি করবই।' এ দু'টি শব্দ অনেক শক্তিশালী। 'আমি করবই।'

ব্রিটিশ রাষ্ট্রনায়ক বেঞ্জামিন ডিসরেইলি বলেছিলেন, 'যখন কেউ এই বলে সংকল্প করে "হয় করব নয় মরব" তখন কোনকিছুই তাকে আটকাতে পারে না।' (এর ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে do or die। এর মানে হচ্ছে ব্যর্থতা এড়াতে বড় কোন ঝুঁকি নেওয়া এবং সেই ঝুঁকি নিয়ে নিজের সবটুকু দিয়ে লক্ষ্যের প্রতি ঝাঁপিয়ে পড়া।)

যারা পাহাড়ে ওঠে তারা বলে, 'আমি পাহাড়ে আরোহণ করব। অন্যরা আমাকে বলেছে এ পাহাড় নাকি অনেক উঁচু, অনেক দূরে, অনেক খাড়া, পথ অনেক বন্ধুর ও কঠিন। কিন্তু এ আমার পাহাড়। আমি এতে আরোহণ করবই। তুমি আমাকে এর চূড়া থেকে হাত নাড়তে দেখবে, না হলে কখনই দেখবে না। কারণ, চূড়ায় পৌঁছাতে না পারলে আমি ফিরে আসব না।' এই সংকল্পের সাথে কে দ্বিমত পোষণ করতে পারে!

এরকম দৃঢ় সংকল্প থাকলে আমি জানি যে সময়, ভাগ্য ও পরিবেশ সব মিলে এই মর্মে সিদ্ধান্ত নেয়, 'আমাদের উচিত তার স্বপ্নকে সত্যি হতে দেওয়া। সে বলেছে হয় সে সেখানে পৌঁছাবে, না হয় আমৃত্যু চেষ্টা করে যাবে।'

সংকল্পের সবচেয়ে ভালো সংজ্ঞা আমি পেয়েছি ক্যালিফোর্নিয়ার ফস্টার সিটির একজন ইশকুলগামী বালিকার কাছ থেকে। আমার অভ্যাসমত একদল নিম্ন মাধ্যমিক ইশকুলের বাচ্চাদের উদ্দেশ্যে সাফল্য সম্পর্কে বক্তৃতা দিচ্ছিলাম। আমি প্রশ্ন করলাম, 'সংকল্প মানে কী? কে বলতে পারবে?' কিছু হাত উপরে উঠল, আমি কিছু ভালো সংজ্ঞা পেলাম। তবে শেষেরটি ছিল সবচেয়ে ভালো। পিছনের বেঞ্চ থেকে এক লাজুক মেয়ে উঠে দাঁড়িয়ে দৃঢ়ভাবে বলল, 'আমার মনে হয় সংকল্প মানে হলো নিজের কাছে ওয়াদা করা যে আপনি কখনো হাল ছাড়বেন না।' বাহ্! আমি যতগুলো সংজ্ঞা পেয়েছি তার মধ্যে এ ছিল সবচেয়ে ভালো : 'নিজের কাছে ওয়াদা করা যে আপনি কখনো হাল ছাড়বেন না।'

চিন্তা করুন তো! হাঁটা শিখতে একটি শিশুর কত সময় লাগা উচিত? একটি শিশুকে আপনি 'হয়ে গেছে। তোমার সুযোগ শেষ।' বলে বসিয়ে

skillu.blogspot.com

দিবেন কি? এ কথা বলার আগে তাকে কতটুকু সময় দিবেন। আপনি হয়তো বলতে পারেন এ কেমন কথা। এমন কথা বলা কোন মতেই ঠিক নয়। পৃথিবীর প্রত্যেক বাবা-মা বলবে, 'হাঁটা শেখার আগ পর্যন্ত আমার বাচ্চা চেষ্টা করে যাবে।' সাধারণত এভাবেই সবাই হাঁটা শেখে।

এখানে দারুণ এক জিনিস শেখার আছে। নিজেকে প্রশ্ন করুন, 'আমার কী স্বপ্ন আছে? সেই স্বপ্নটি কী? স্বপ্ন পূরণের জন্য আমি কত সময় দিচ্ছি? আমি পরামর্শ দিব উত্তরে এ কথা বলতে, 'ঠিক যত সময় দরকার তত দিব। যতক্ষণ পর্যন্ত সফল না হব ততক্ষণ পর্যন্ত চেষ্টা করে যাব।' এই হলো সংকল্পের মূল কথা।

sklilu.blogspot.com

কাজ

যে জ্ঞান আবেগ দ্বারা তাড়িত হয় তাই কাজে পরিণত হয়। বলা যায় আবেগ তাড়িত জ্ঞান সমান সমান কাজ। প্রথমে জ্ঞান অর্জন করতে হয়। তারপর সেই জ্ঞানের সাথে আবেগ জড়িত হয়। এরপরই একজন ব্যক্তি কাজ করতে উদ্বুদ্ধ হয়। (এজন্যই বাংলাদেশে ডেল কার্নেগি, শিব খেরা, নেপোলিয়ন হিল প্রভৃতি লেখকের লেখা লোকজন পাঠ করেও তেমন সুফল পায় না। কারণ জ্ঞান তো অর্জন করে, কিন্তু সেই জ্ঞানের সাথে আবেগ মিশ্রিত না করার ফলে তা কখনোই কাজে পরিণত হয় না।) কাজ হলো এই সূত্রের শেষ অংশ। এই উপাদানটি ফলাফল নিশ্চিত করে। কেবল কাজের মাধ্যমেই প্রতিক্রিয়া পাওয়া সম্ভব।

কাজ। পুরো পৃথিবী সফলদের দেখতে ভালোবাসে। যারা কাজের মাধ্যমে সফলতা অর্জন করে তাদেরকে ভালোবাসে। এর ফলে তাঁরা যে পুরস্কার পায় তা দেখতেও ভালো লাগে।

আমি এর ওপর জোর দিচ্ছি কারণ, আমি এমন অনেককে দেখেছি যারা অন্যান্য লোকের অনুমতির জন্য অপেক্ষা করে। 'কবে কেউ তাকে কোন একটি কাজ করতে বলবে, পরে সে কাজটি করবে' এমন ধরনের। আবার কিছু কিছু পুরুষ আছে কেবল কথাই বলে যায়, 'আমি এই করবো, ওই করবো।' এই নিয়ে বিখ্যাত এক প্রবাদ আছে, 'কাজ ছাড়া বিশ্বাস কোন ফলাফল আনে না।' কথাখানি পুরোপুরি সত্য!

'আমি পারবো। আমি করবো।' এই ধরনের বক্তব্যের প্রতি আমার পূর্ণ বিশ্বাস আছে। এগুলো বিশ্বাস করা, বারবার বলা ভালো। এ নিয়ে আমার কোন আপত্তি নেই। আমি কেবল বলতে চাই, এই বিশ্বাসের সাথে সাথে কাজও করতে হবে। শৃঙ্খলার সাথে প্রতিদিন কাজ করে গেলে এই ধরনের বিশ্বাস আরও মজবুত হয়। পাশাপাশি ইতিবাচক ফলাফলও নিয়ে আনে।

কিন্তু বিশ্বাস ও মূর্খতার মধ্যে সূক্ষ্ম এক পার্থক্য রয়েছে। কাজ ছাড়া বিশ্বাস করা, বারবার মুখে 'আমি পারবো' বলা মূর্খতার পরিচয়। এতে আত্মবিভ্রম ঘটে। (আত্মবিভ্রমটি কেমন? সারাক্ষণ নিজের মনের মধ্যে বোধ হয় আমি ইচ্ছা করলেই এই করতে পারতাম, ওই করতে পারতাম, কিন্তু আমি করিনি। আমি পারি সবই, কিন্তু কিছুই করি না। এই ধরনের আত্মবিভ্রম এক ধরনের ভুয়া আত্মবিশ্বাসের খোলস তৈরি করে। উক্ত ব্যক্তি নিজেও তার

sklita.blogspot.com

মধ্যকার এই খোলসের আবরণকে চিনতে পারে না।) জীবনে উন্নতি করতে চাইলে এই সম্পর্কে সতর্ক হওয়া দরকার, আত্মবিভ্রমকে এড়িয়ে চলা উচিত। এ অনেকটা এরকম - এক ব্যবসায়ী ব্যবসায়িক সভা শেষ করার পর বলছে, 'আমি অনেক বড় ব্যবসায়ী হতে যাচ্ছি।' কিন্তু সে তার এই বক্তব্য নিয়ে কোন চিন্তা-ভাবনা, পরিকল্পনা বা কর্ম তালিকা হাতে নিতে নারাজ। যেন পশ্চিম দিকে হেঁটে হেঁটে উদীয়মান সূর্যকে দেখতে যাচ্ছে।

চারটি প্রশ্ন

যেহেতু আমরা একসাথে সমাপ্তির দিকে হাঁটছি, সেহেতু আমার কিছু প্রশ্ন আছে। আমি চাই আপনি এগুলো নিয়ে চিন্তা করুন। প্রথমত : আপনি কেন চেষ্টা করবেন? (Why should you try?) শিশুরা প্রায়ই 'কেন' প্রশ্নটি করে থাকে। আমি বলতে চাচ্ছি, আপনি কেন সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠবেন? কেন কঠোর পরিশ্রম করবেন? কেন অনেক বই পড়বেন? কেন অনেক বন্ধু বানাবেন? কেন অনেক পথ পাড়ি দিবেন? কেন বেশি করে উপার্জন করবেন? কেন বেশি করে দান করবেন?

আপনি কেন চেষ্টা করবেন? এই প্রশ্নের সবচেয়ে ভালো উত্তর হচ্ছে আরেকটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া, 'কেন নয়?' (Why not?) এছাড়া আপনি আপনার জীবন নিয়ে কী করবেন? আপনি কি দেখতে চান না - আপনি কত দূর পর্যন্ত যেতে পারেন? কত উপার্জন করতে পারেন? কত পড়তে পারেন? কত দান করতে পারেন? কী হতে পারেন বা কতটুকু বদলাতে পারেন? কেন দেখবেন না? আর তাছাড়া, আপনি যদি চলা আরম্ভ না করেন তাহলে তো আজ যেখানে আছেন সেখানেই থাকবেন। জীবনে যদি বাঁচতেই হয় তবে কেন সুন্দর জীবনযাপন করে নয়?

তৃতীয় প্রশ্নটি আরেকটু গভীর। এটা জানতে চায়, 'কেন আপনি নন?' (Why not you?) কিছু কিছু মানুষ তাদের সীমিত সম্ভাবনা নিয়েও অবিশাস্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। কিছু কিছু লোক তো তাদের জীবনকে এতটা উচ্চতায় নিয়ে গেছে যে সারা বিশ্বে তাদের সুনাম ছড়িয়ে গেছে। তাহলে কেন আপনি নন?

কেন আপনি স্কটল্যান্ডের হেবরিস দ্বীপের ওপর দিয়ে ভোরের কুয়াশা দেখতে পারছেন না? কেন আপনি ঐতিহাসিক লন্ডন টাওয়ার বা স্পেনের পর্যটন রহস্য উদঘাটন করতে পারছেন না? কেন আপনি প্যারিসের বিখ্যাত

sklilu.blogspot.com

ক্যাফেগুলোতে লাঞ্চ করতে পারছেন না? কেন পারছেন না?

ভার্সাই প্রাসাদের 'আয়না মহল' ঘুরে বেড়ানো বা ল্যুভর জাদুঘরে মোনালিসার ছবির দিকে তাকিয়ে থাকার মতো রোমাঞ্চকর কিছু নেই।

ক্যারিবিয়ান সাগরে আপনি কেন নৌকা ভাসাতে পারছেন না? আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে কেন ঘুরে আসতে পারছেন না? আপনি কি জানেন মায়ামির কোথায় সবচেয়ে সুন্দর শঙ্খ পাওয়া যায়? আমি বলতে পারি।

আপনি কেন নিউইয়র্ক শহরের পঞ্চম এভিনিউতে কেনাকাটা করতে পারছেন না? কেন ওয়ালডোর্ফ বা প্লাজা বা চার্লিসলের হোটেলে গ্রিল করা পুরো এক হাঁস খেতে পারছেন না? কেন আরিজোনার সূর্যাস্ত দেখতে পারছেন না? জীবন যা দিতে চাইছে সেগুলো কেন উপভোগ করতে পারছেন না? জীবনকে উপভোগ করার এইসব উপকরণ আপনার শৃঙ্খলা ও অধ্যবসায়ী চেষ্টার ফলাফল রূপে গ্রহণ করুন। এইসব জানার পরও নিজের চেষ্টার পুরস্কার স্বরূপ এগুলো কেন গ্রহণ করতে পারছেন না?

আপনি কেন আনন্দ উপভোগ করবেন না?

এখন বন্ধু, আমার শেষ প্রশ্ন হলো : এখন কেন নয়? (Why not now?) অসাধারণ এক ভবিষ্যৎ আপনার অপেক্ষা আছে। আজকে, এখন সেই ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাবেন না কেন? আজই আরম্ভ করুন। নতুন বই কিনুন, আপনার লক্ষ্য সম্পর্কে পুরোপুরি, বিস্তারিতভাবে লিখুন, সফল কোন ব্যক্তিকে দুপুরের খাবারের দাওয়াত দিন, আপনার দক্ষতা ও যোগ্যতা বৃদ্ধিতে নতুন নতুন উপায় বের করুন, ভালোবাসা ও সৌজন্যবোধের দৃষ্টিভঙ্গি গঠন করুন, আত্মবিশ্বাস বাড়ানো চেষ্টা করুন এবং চলতে আরম্ভ করুন।

আর অবশ্যই আল্লাহর কাছে সাহায্য চান। হ্যাঁ, আমি বিশ্বাস করি আমাদের সাফল্য আমাদের ওপরই নির্ভর করে। কিন্তু আমি এও জানি যে আমাদের আধ্যাত্মিক শক্তিও দরকার। বিশেষ করে, সমস্যার সম্মুখীন হয়ে আমরা যখন আশাহত হবো, ঠিক সেই সময়ই আল্লাহর সাহায্য প্রয়োজন।

একটি গল্প বলি। এক দেশে এক জায়গা ছিল, যেখানে প্রচুর পাথর ও বন্য গাছপালা জন্ম নিয়ে জায়গাটিকে পতিত করে ফেলেছিল। এক ব্যক্তি সেসব পাথর ও বন্য গাছপালা কেটে দুই বছর পর একটি সুন্দর বাড়ি ও বাগান তৈরি করল। বাগানে বহু ধরনের ফুলগাছ ছিল, যেগুলো দেখতে ছিল

sklibrary.blogspot.com

অপূর্ব। একদিন এক সাধু এলেন। তিনি বাগানের কথা অন্যদের কাছ থেকে শুনেছিলেন। কারণ, এর খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। তাই সাধু নিজে দেখতে এলেন এবং বাগানের মালিক সৃষ্টিকর্তাকে মনে রেখেছে কিনা তা পরীক্ষা করতে এলেন। সাধু বাগানের মালিককে বললেন, 'সৃষ্টিকর্তা আপনাকে কত সুন্দর একটি বাগান দিয়ে আশীর্বাদ করেছেন।' বাগানের মালিক বুঝতে পারল। সে বলল, 'হে মহান সাধু, আপনি ঠিকই বলেছেন। সূর্যের আলো, বৃষ্টি, মাটি, বীজ ও ঋতুর সহযোগিতা না থাকলে এই বাগান তৈরি করা সম্ভব হত না। তবে আপনার উচিত ছিল কয়েক বছর আগে এটি দেখা যখন এটা সৃষ্টিকর্তার অধীনে ছিল।'

নিঃসন্দেহে আল্লাহ আপনাকে ও আমাকে এই জীবন উপহার হিসাবে দিয়েছেন। কিন্তু আমরা জীবনে আল্লাহর নিয়ম-নীতি মেনে সুখ ও সমৃদ্ধি অর্জন করবো কিনা সেই সিদ্ধান্ত আমাদের নিজেদের।

sklilu.blogspot.com

ব্যক্তিগত উন্নয়নে

অন্যান্য বইয়ের তালিকা

১. থিংক এন্ড গ্রো রিচ। মূল : নেপোলিয়ন হিল। অনুবাদ : ফজলে রাব্বি। ঢাকা, সাফল্য প্রকাশনী, ২০১৫।

২. ডিভেলপিং দ্য লিডার উইদিন ইউ। মূল : জন সি. ম্যাক্সওয়েল। অনুবাদ : ফজলে রাব্বি। ঢাকা, সাফল্য প্রকাশনী, ২০১৭।

৩. সাকসেস থ্রো এ পজিটিভ মেন্টাল এটিটিউট। মূল : নেপোলিয়ন হিল ও ডব্লিউ. ক্লেমেন্ট স্টোন। অনুবাদ : ফজলে রাব্বি। ঢাকা, সাফল্য প্রকাশনী, ২০১৭।

৪. টাইম ম্যানেজমেন্ট। মূল : ব্রায়ান ট্রেসি। অনুবাদ : মোহাম্মদ রাশেদুল হক ও ফজলে রাব্বি। ঢাকা, সাফল্য প্রকাশনী, ২০১৭।

৫. অবজারভেশন। মূল : রুসেল এইচ. কনওয়েল। অনুবাদ : ফজলে রাব্বি। ঢাকা, সাফল্য প্রকাশনী, ২০১৭।

৬. জিরো টু ওয়ান। মূল : পিটার থিয়েল ও ব্লেইক মাস্টার। অনুবাদ : ফজলে রাব্বি। ঢাকা, সাফল্য প্রকাশনী, ২০১৮।

৭. আউটলায়ার্স। মূল : ম্যালকম গ্ল্যাডওয়েল। অনুবাদ : এ.এম. নাইম হোসেন ও ফজলে রাব্বি। ঢাকা, সাফল্য প্রকাশনী, ২০১৮।

৮. 7 স্ট্র্যাটেজিস ফর ওয়েলথ এন্ড হ্যাপিনেস। মূল : জিম রন। অনুবাদ : ফজলে রাব্বি। ঢাকা, সাফল্য প্রকাশনী, ২০১৯।

৯. ডেল কার্নেগির রচনাসমগ্র।

১০. তুমিও জিতবে। লেখক : শিব খেরা।

sklilu.blogspot.com

ফজলে রাব্বি

জন্ম ১০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯২, লক্ষ্মীপুর। বাবা মো. রুহুল আমিন, মা সুফিয়া আক্তার। সরকারি শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ থেকে গণিতে অনার্স করেছেন।

প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ :

- থিংক এন্ড গ্রো রিচ (সাফল্য, ২০১৫)
- ডিভেলপিং দ্য লিডার উইদিন ইউ (সাফল্য, ২০১৭)
- সাকসেস থ্রো এ পজেটিভ মেন্টাল এটিটিউট (সাফল্য, ২০১৭)
- অবজারভেশন (সাফল্য, ২০১৭)
- টাইম ম্যানেজমেন্ট (সাফল্য, ২০১৭)
- জিরো টু ওয়ান (সাফল্য, ২০১৮)
- আউটলায়ার্স (সাফল্য, ২০১৮)
- 7 স্ট্র্যাটেজিস ফর ওয়েলথ এন্ড হ্যাপিনেস (সাফল্য, ২০১৯)

গবেষণা : বর্তমানে বাংলাদেশের সফল উদ্যোক্তাদের উদ্যোগ ও সাফল্যের কারণ নিয়ে গবেষণা করছেন।

একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য : আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে অনুপ্রেরণার ৬৪টি বই প্রকাশ করা।

অনুবাদকের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা -
ইমেইল : thikdarona@gmail.com
ফেসবুক : www.fb.com/frabbi
ব্লগসাইট : http://thikdarona.blogspot.com
ওয়েবসাইট : www.saphollo.com